NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৫ মালদায় কাঠগড়ায় সিভিক ভলান্টিয়ার

ফের গঙ্গা ভাঙনের কবলে সামশেরগঞ্জ ৬

কলকাতা ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ১৮ ভাদ্র ১৪৩২ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ৮৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 04.09.2025, Vol.19, Issue No. 86, 8 Pages, Price 3.00

দুর্গাপুজো দীপাবলির উপহার

স্বাস্থ্য ও জীবনবিমায় জিএসটি শূন্য

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর: দীপাবলির আগে সাধারণ মানুষকে বড় স্বস্তি দিল কেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঘোষণায় জিএসটি কাউন্সিল একাধিক ক্ষেত্রের কর হার কমাল। সবচেয়ে বড় স্বস্তি স্বাস্থ্য বিমা ও লাইফ ইনস্যুরেন্সে। এখন থেকে এর উপরে আর কোনও জিএসটি থাকবে না। আগে ১৮ শতাংশ জিএসটি থাকায় প্রিমিয়ামের খরচ অনেক পরিবারের নাগালে ছিল না। স্বাস্থ্য বিমার উপর কর প্রত্যাহারের ফলে সাধারণ মানুষ এখন কম খরচে নিরাপদ থাকতে পারবেন। একইসঙ্গে মেডিক্যাল অক্সিজেন, গ্লুকোমিটার, ডায়াগনস্টিক কিট ও থার্মোমিটারের জিএসটিও ৫ শতাংশে নামানো হয়েছে।

আগেই জানা গিয়েছিল, বদলাতে চলেছে জিএসটি কাঠামো। সেই সিদ্ধান্তে বুধবার সিলমোহর দিল জিএসটি কাউন্সিল। সূত্রের খবর, এবার থেকে জিএসটিতে কেবল ৫ শতাংশ এবং ১৮ শতাংশের স্ল্যাব থাকবে। ১২ শতাংশ এবং ২৮ শতাংশের স্ল্যাব তুলে দেওয়া হল। তবে বিলাসবহুল পণ্য এবং তামাকজাত পণ্যে ৪০ শতাংশ জিএসটি থাকবে। চলতি মাসের ২২ তারিখ থেকে নতুন কর কাঠামো কার্যকর হবে। অন্তত ১৭৫টি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমবে বলে অনুমান।

শিক্ষাক্ষেত্রেও বড় স্বস্তি ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। স্কুল-কলেজের মানচিত্র, চার্ট, গ্লোব, খাতা, পেনসিল, রঙপেন্সিল, প্যাস্টেল, ইরেজার, সব কিছুর উপর থেকে জিএসটি তুলে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে সাশ্রয় হবে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের। সরকার দাবি করেছে, অ্যাফর্ডেবল এডুকেশনকে উৎসাহ দিতে এই পদক্ষেপ ঐতিহাসিক।

এছাড়া চুলের তেল, শ্যাম্পু, টুথপেস্ট, শেভিং ক্রিম থেকে শুরু করে ট্র্যাক্টর, কৃষিযন্ত্র, বায়োপেস্টিসাইড, সব কিছুর করহারও কমেছে। ছোট গাড়ি, মোটরবাইক ও পণ্যবাহী গাড়ির জিএসটি ২৮ শতাংশ থেকে নামিয়ে করা হয়েছে ১৮ শতাংশ। মোদীর দাবি, 'এই জিএসটি সংস্কার প্রত্যেক ভারতবাসীর জীবন সহজ করবে এবং অর্থনীতিকে নতুন গতি দেবে।'

স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জিএসটি ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করেছেন। দীপাবলিতে দেশের মানুষের জন্য কেন্দ্রের বড় উপহার 'নেক্সট জেনারেশন জিএসটি'। প্রধানমন্ত্রীর কথামতোই উৎসবের মরশুম শুরুর আগেই জিএসটি নিয়ে বড়সড় সিদ্ধান্ত নিল কাউন্সিল। সরকার ১২ শতাংশ কর পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ১২ শতাংশ করের আওতায় থাকা পণ্য ও পরিষেবাগুলোকে ৫ শতাংশ ও ১৮ শতাংশের শ্রেণিতে ভাগ করে দেওয়া হবে। তার জেরেই একাধিক পণ্যের দাম কমার সম্ভাবনা রয়েছে।

সিএএ নিয়ে সংশোধনী, গেজেট বিজ্ঞপ্তি কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর: আগামী বছরে পশ্চিমবঙ্গ এবং অসমে বিধানসভা ভোটের আগে বড় পদক্ষেপ করল কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দিল, ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হয়ে বা ধর্মীয় নিপীড়নের ভয়ে ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান থেকে ভারতে পালিয়ে আসা, হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি এবং খ্রিস্টানদের শরণার্থীর মর্যাদা দেওয়া হবে। ভারত সরকার তাঁদের তাড়িয়ে দেবে না।

গত ১ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এই গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। যার শুরুতেই বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের ৪ এপ্রিল কার্যকর হওয়া অভিবাসন এবং বিদেশি আইনের ৩৩ ধারা অনুযায়ী এই বিজ্ঞপ্তি। যে আইন পাশ হয়েছিল সংসদে গত বাজেট অধিবেশনের সময়ে। যার প্রবল বিরোধিতাও হয়েছিল। যদিও সংখ্যার জোরে তা পাশ করিয়ে নেয় কেন্দ্র।

এই নির্দেশনামার নিহিত অর্থ, ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে ধর্মীয় উৎপীড়নের শিকার হয়ে বা ধর্মীয় উৎপীড়নের হাত থেকে বাঁচতে যে সব হিন্দু বাঙালি মূলত পশ্চিমবঙ্গ, অসম এবং ত্রিপুরায় পালিয়ে এসেছেন, তাঁদের কাছে বৈধ কাগজপত্র থাক বা না-থাক, যদি তাঁদের ভিসার মেয়াদ ফুরিয়েও যায়, তাঁরা সকলেই শরণার্থীর মর্যাদা পাবেন। ভারতে থাকতে পারবেন।

বিজ্ঞপ্তির সাব সেকশন 'ই'-তে

রয়েছে , ধর্মীয় অত্যাচারের শিকার, বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আসা হিন্দু বাঙালিদের শরণার্থীর মর্যাদা দেওয়া হবে। তাঁদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হবে না। অর্থাৎ, সামগ্রিক ভাবে পশ্চিমবঙ্গ এবং অসমের হিন্দু জনগণের একটা বড় অংশের মধ্যেও যে ভাবে 'পুশব্যাক' আতঙ্ক কাজ করছিল, তা-ও দূর করতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার।

বস্তুত, এই বিজ্ঞপ্তিকে অনেকেই নাগরিকত্বের প্রথম ধাপ বলে মনে করছেন। নাগরিকত্ব থাকলেই প্রাপ্তবয়স্ক হলে ভোট দেওয়ার অধিকার পাওয়া যায়। অনেকের মতে, পশ্চিমবঙ্গ এবং অসমে ভোটার তালিকায় নিবিড় সমীক্ষার (এসআইআর) সময়ে (যা আসন্ন বলেই মনে করা হচ্ছে প্রশাসনিক তৎপরতার নিরিখে) জাতীয় নির্বাচন কমিশন বলতেই পারে, সিএএ-এর অধীনে নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য যাঁরা আবেদন করেছেন, আবেদনের মীমাংসা না হওয়া অবধি তাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাবে না। এ দিকে ঘটনাক্রম এগোতে পারে। না-ও পারে। তবে সম্ভাবনা কেউই উড়িয়ে দিতে পারছেন না।

২০২৫ সালের ৪ এপ্রিল কার্যকর হওয়া অভিবাসন এবং বিদেশি আইনের উদ্দেশ্য খুব পরিষ্কার। কোন কোন বিদেশি ভারতে ঢুকবেন, কীভাবে ঢুকবেন, কী নথি থাকলে তবেই ঢুকতে পারবেন, সে সব বিষয়ে ভারত সরকারের হাতে কী কী ক্ষমতা থাকবে, এই আইনে তা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বলা রয়েছে। এই আইনেই বলা আছে, বৈধ পাসপোর্ট-ভিসা ছাড়া কেউই ভারতে প্রবেশ করতে পারবেন না। আবার এই আইনেরই ৩৩ ধারায় সরকারের হাতে প্রভূত ক্ষমতা রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, পরিস্থিতি বিচার করে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই আইনের বিভিন্ন ধারায় যা বলা আছে, তাতে কেন্দ্রীয় সরকার দরকারে অদলবদল করতে পারবে। পরিস্থিতি সাপেক্ষে কোনটা 'ব্যতিক্রম', তা-ও কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক করতে পারবে। অর্থাৎ, আইন মেনেই কেন্দ্র জানিয়ে দিল, ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে ধর্মীয় অত্যাচারের শিকার হয়ে বা ভয়ে যে হিন্দু বাঙালিরা ভারতে পালিয়ে এসেছেন, তাঁদের শরণার্থীর মর্যাদা দেওয়া হবে।

যে গেজেট বিজ্ঞপ্তিটি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে, তা সিএএ আইনের আওতায় জারি করা হয়নি। সেই বিজ্ঞপ্তিতে কোথাও সিএএ শব্দটিরও উল্লেখ নেই। এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যাঁরা 'ফরেনার্স অ্যাক্ট'-এর অধীনস্থ হওয়া থেকে রেহাই পেয়ে গেলেন, অচিরেই তাঁদের জন্য সিএএ-তে আবেদন জানানোর পথও খুলে দেওয়া হবে। তবে তার জন্য পৃথক বিজ্ঞপ্তি বা সংশোধনী দরকার। সেখানে সংসদেরও ভূমিকা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার কী পদক্ষেপ করতে চলেছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। অনেকের বক্তব্য, সংসদের শীতকালীন অধিবেশনেই সেই কাজটি সেরে ফেলতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

নিম্নচাপের জেরে বৃষ্টি চলবে দক্ষিণে

বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের জের। আবহাওয়ার চরম সতর্কতা জারি বাংলা জুড়ে। এদিকে দফায় দফায় ঝড় বৃষ্টি চলছে জেলায় জেলায়। দক্ষিণবঙ্গের তিন জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির সতর্কতার কথাও শুনিয়েছে আলিপুর। কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা জেলাতে ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা।

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর মাসে বৃষ্টিতে বিরাম নেই। দক্ষিণবঙ্গের জেলায় জেলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টি চলছে। কলকাতাও তার ব্যতিক্রম নয়। কলকাতায় বৃষ্টির সঙ্গে মাঝেমাঝে ঝোড়ো হাওয়া বইছে। বঙ্গোপসাগরে নতুন করে যে নিম্নচাপ অঞ্চলটি তৈরি হয়েছে, তার প্রভাবেই এই দুর্যোগ বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।

বুধবার বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ অঞ্চলটি আরও ঘনীভূত হয়ে সুস্পষ্ট নিম্নচাপ অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে তার অবস্থান উত্তর ওড়িশা উপকূল সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর। এর সঙ্গে ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭.৬ কিলোমিটার উঁচুতে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় তা উত্তর ওড়িশা এবং ঝাড়খণ্ড-ছত্তিশগড় উপকূল ধরে আরও পশ্চিম-উত্তর পশ্চিমে এগোবে। মৌসুমী অক্ষরেখা এই মুহূর্তে বিকানের, জয়পুর, দামোহ, সম্বলপুর হয়ে সুস্পষ্ট নিম্নচাপ অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। এর ফলে বঙ্গোপসাগর থেকে স্থলভাগে ঢুকছে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প। ফলে দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশে বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টি হতে পারে। কোথাও কোথাও হতে পারে ভারী বর্ষণও। রইল আগামী ছ'দিনের পূর্বাভাস।

বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের জের। আবহাওয়ার চরম সতর্কতা জারি বাংলা জুড়ে। এদিকে দফায় দফায় ঝড় বৃষ্টি চলছে জেলায় জেলায়। দক্ষিণবঙ্গের তিন জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির সতর্কতার কথাও শুনিয়েছে আলিপুর। কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা জেলাতে ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। তবে বৃষ্টির সঙ্গে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে একাধিক জায়গায়। ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিতে বইতে পারে বাতাস। বৃহস্পতি ও শুক্রবারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির আশঙ্কা দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলাতে। শনি ও রবিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমলেও সোমবার ফের বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে বৃহস্পতি শুক্র ও শনিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে। রবিবার থেকে ফের ভারী বৃষ্টি, উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের কয়েকটি জেলায়।

আদালতে আত্মসমর্পণ পরেশ ও কন্যা অঙ্কিতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসএসসি-র একাদশ-দ্বাদশ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করতে দেখা গেল তৃণমূল বিধায়ক পরেশ অধিকারী ও তাঁর কন্যা অঙ্কিতা অধিকারীকে। এর পাশাপাশি একইসঙ্গে গ্রুপ সি মামলায় আত্মসমর্পণ করলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সচিব সুকান্ত আচার্যও। আত্মসমর্পণ করে জামিন চাইলেন এসএসসির কর্তা সমরজিৎ আচার্য ও পর্ণা বসুও। জামিন চেয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়, এসপি সিন্‌হা, সুবীরেশ ভট্টাচার্য, প্রসন্ন রায়, জীবন সাহা-সহ প্রত্যেকেই। অন্যদিকে ওএমআর শিট রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা সংস্থা নাইসার দুই ডাইরেক্টর হাজিরাও দেন।

এসএসসি গ্রুপ সি, নবম দশম ও একাদশ দ্বাদশ মিলিয়ে নিয়োগ দুর্নীতির তিন মামলায় সম্প্রতি চূড়ান্ত চার্জশিট জমা দিয়েছে সিবিআই। সেই মামলায় নাম থাকা ৭৫ জন অভিযুক্তকে সমন পাঠায় বিশেষ সিবিআই আদালত। বেশিরভাগ অভিযুক্তই বুধবার আদালতে হাজিরা দিয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। প্রত্যেকেই বিচারকের কাছে জামিনের আবেদন করেন। তবে সিবিআইয়ের তরফ থেকে প্রত্যেকের জামিনের বিরোধিতা করা হয়। সিবিআইয়ের যুক্তি, প্রত্যেকটি মামলার চরিত্র আলাদা। তবে এই নিয়োগ দুর্নীতি সমাজে বড়সড় প্রভাব ফেলেছে। তাই অভিযুক্তদের জামিনে আপত্তি রয়েছে। তবে সবপক্ষের সওয়াল জবাব শোনার পর এখনও পর্যন্ত কোনও নির্দেশ দেয়নি আলিপুর বিশেষ সিবিআই আদলত। অর্ডার রিজার্ভ রাখা হয়েছে। এদিকে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ এই মামলায় দ্রুত বিচার শুরু করতে হবে। প্রত্যেকের হাজিরা সম্পূর্ণ হলে এই মামলায় চার্জ গঠনের দিন ধার্য্য করবে আদালত। তারপর শুরু হবে বিচার।

২০২২ সালে এসএসসি গ্রুপ সি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তদন্ত শুরুর ৫১ দিনের মাথায় যে প্রথম চার্জশিট দিয়েছিল সিবিআই, তাতে নাম ছিল পার্থ, সমরজিৎ, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন উপদেষ্টা শান্তিপ্রসাদ সিন্‌হা, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান সৌমিত্র সরকার, অশোককুমার সাহা, অ্যাডহক কমিটির সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়, বেআইনি ভাবে নিযুক্ত প্রার্থী দীপঙ্কর ঘোষ, সুব্রত খাঁ, অক্ষয় মণি, ইদ্রিস আলি মোল্লা প্রমুখের। শেষ চার্জশিটে অবশ্য নতুন করে কারও নাম নেই। তবে কিছু নতুন তথ্যপ্রমাণ এবং নথি রয়েছে বলে সিবিআই সূত্রে খবর। সম্প্রতি অভিযুক্ত পাঁচ জনের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করেছিল সিবিআই। সেই সংক্রান্ত তথ্যও চার্জশিটে রয়েছে।

পহেলগাঁও-কাণ্ড: জঙ্গিদের অর্থসাহায্য করেছিল টিআরএফ

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর: পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছিল লস্কর-ই-তইবার ছায়া সংগঠন 'দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট' (টিআরএফ)-এর বিরুদ্ধে। এই সংগঠনের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই একাধিক তথ্যপ্রমাণ ভারতের তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ-র হাতে এসেছে। এ বার কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, কারা এই ছায়া সংগঠনকে অর্থসাহায্য করে। সূত্রের খবর, এই 'তথ্যপ্রমাণ' আন্তর্জাতিক স্তরে পেশও করবে ভারত।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসে মদত দেওয়ার অভিযোগ দীর্ঘ দিন ধরে তুলে আসছে ভারত। পহেলগাঁও কাণ্ডের পর তা আরও জোরালো হয়েছে। এ বার তদন্তে জঙ্গি সংগঠনকে সাহায্য করার যে 'প্রমাণ' ভারত পেয়েছে, তা ভবিষ্যতে কাজে লাগানো হবে বলেই সাউথ ব্লক সূত্রে দাবি।

রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের একটি কমিটি সম্প্রতি একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল। সেই রিপোর্টে 'টিআরএফ'-এর উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়েছে, পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার দায় দু'বার স্বীকার করেছে টিআরএফ। শুধু তা-ই নয়, জঙ্গি হামলার পর ছবিও প্রকাশ করেছে তারা। রাষ্ট্রসংঘের কমিটির দাবি, লস্করের সমর্থন ছাড়া পহেলগাঁওয়ে হামলা চালানো সম্ভব হত না।

ভারতের তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, তারাও ৪৬৩টি ফোনকল ঘেঁটে জানতে পেরেছে, একাধিক দেশ এই গোষ্ঠীকে টাকা দিয়ে সাহায্য করে। সেই তালিকায় পাকিস্তান এবং মালয়েশিয়া রয়েছে। এ ছাড়াও রয়েছে উপসাগরীয় এলাকায় একাধিক দেশ। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, মালয়েশিয়ার ইয়াসির হায়াত নামে এক ব্যক্তি ৯ লাখ টাকা দিয়েছে টিআরএফ-কে। তাঁর সঙ্গে যে লস্কর জঙ্গি সাজিদ মীরেরও

যোগাযোগ রয়েছে, তারও প্রমাণ মিলেছে। তদন্তকারীদের সূত্রে দাবি, ব্যাঙ্কিং লেনদেনের কিছু তথ্যও তাঁদের হাতে এসেছে।

পহেলগাঁও কাণ্ডের পর একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল সন্ত্রাসবাদে আর্থিক মদত আটকানোর নজরদারি সংস্থা 'ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক' (এফএটিএফ)। তাতে তারা কার্যত ভারতের পাশেই দাঁড়িয়েছে। কেন্দ্রের একটি সূত্রের দাবি, এফএটিএফ যাতে আবার পাকিস্তানকে ধূসর তালিকাভুক্ত করে, ভারত সেই চেষ্টাই করবে। আর সেটা ঘটলে আন্তর্জাতিক স্তর থেকে আর্থিক সহায়তা পেতে গিয়ে বিপাকে পড়বে পাকিস্তান। ২০১৮ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান এফএটিএফ-এর ধূসর তালিকাতেই ছিল।

উল্লেখ্য, গত ২২ এপ্রিল জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গিদের গুলিতে ২৬ জনের মৃত্যুর ঘটনার পর দায় নিয়েছিল টিআরএফ। পরে আবার নিজেদের বক্তব্য বদলে নতুন বিবৃতি প্রকাশ করে তারা। যেখানে টিআরএফ জানায়, পহেলগাঁও কাণ্ডে তাদের কোনও যোগ নেই। তবে টিআরএফ বক্তব্য বদল করলেও ভার দাবি করে পাকিস্তানের চাপেই হামলার কথা অস্বীকার করেছে টিআরএফ। এমনকী রাষ্ট্রসংঘে এই টিআরএফকে ভারত আন্তর্জাতিক জঙ্গি ঘোষণার চেষ্টা করলে এর বিরোধিতায় সরব হয় পাকিস্তান।

সংখ্যা বাড়ছে এস-৪০০-র

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর: মার্কিন শুল্ক খাঁড়ার জেরে রাশিয়ার আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে ভারত। এবার সামনে এল তারই এক জ্বলন্ত প্রমাণ। অপারেশন সিঁদুরে পাক মিসাইলকে তছনছ করা 'যুদ্ধের বর্ম' এস-৪০০ বা সুদর্শনের সংখ্যা বাড়াচ্ছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। সম্প্রতি এই ইস্যুতে আলোচনা শুরু হয়েছে রাশিয়ার সঙ্গে। রুশ প্রতিরক্ষা বিভাগের তরফে জানা গিয়েছে, আরও বেশি করে এস-৪০০ মিসাইল সিস্টেম কিনতে ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে। রুশ সামরিক বিভাগের শীর্ষ আধিকারিক দিমিত্রি শুগায়েভ বলেন, এই আকাশ প্রতিরক্ষা মিসাইল কিনতে ভারত আলোচনা শুরু করেছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে শীঘ্রই ভারতে আরও এস-৪০০ মিসাইল সিস্টেম সরবরাহ করা হবে।

জামিন পেলেও ছাড় পাবেন না পার্থ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর আগে স্বস্তি মিলল প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের! সিবিআইয়ের দায়ের করা নবম-দশম শ্রেণির মামলায় নিম্ন আদালতে জামিন পেলেন তিনি। যদিও এই মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। তবে চার্জশিটে নাম থাকায় বুধবার আদালতে হাজিরা দিতে হয় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে। এই মামলায় জামিনের আবেদন জানালে তা মঞ্জুর করে আলিপুর বিশেষ আদালত। নিয়োগ মামলায় ট্রায়াল কোর্টে এই প্রথম জামিন পেলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। সাত হাজার টাকা ব্যক্তিগত বন্ডে তাকে জামিন দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে জামিন মিললেও এখনই জেলমুক্তি হচ্ছে না প্রাক্তন মন্ত্রীর।

এর আগে সুপ্রিম কোর্ট থেকে সিবিআইয়ের গ্রুপ সি মামলায় পার্থর জামিন হয়েছে। এই মামলায় সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন পার্থ। তবে পার্থ চট্টোপাধ্যায় জামিন পেলেও এই মামলায় কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় ও অশোকা সাহার জামিনের আবেদন খারিজ করা হয়েছে। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ছাড়াও বুধবার জামিন পেয়েছেন ইমাম মোমিন, পঙ্কজ বনসল, নীলাদ্রি দাস, আধুল খালেক,

পর্ণা বসু, সমরজিৎ আচার্য, দিলীপ ভৌমিক, রোহিত ঝা, সুবীর ঘোষ, জুঁই দাস, সৌমিত্র ঘোষ।

এদিকে সিবিআইয়ের তরফে জামিনের তীব্র বিরোধিতা করা হয়। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা জানায়, 'প্রতিটি মামলার ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সমাজে এর প্রভাব পড়েছে।' যদিও দীর্ঘ শুনানি শেষে নবম-দশম মামলাতেও প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর জামিন মঞ্জুর করল নিম্ন আদালত।

রাজ্যে জিএসটি আদায় ৮ শতাংশ বেড়েছে, উৎসবের বাজারে ইতিবাচক প্রভাব

নিজস্ব প্রতিবেদন: উৎসবের আবহে রাজ্যের বাজারে বেড়ে গেছে কেনাকাটা। তার জেরে অগস্ট মাসে জিএসটি আদায়ও ভেঙে দিল অতীতের রেকর্ড। গত মাসে রাজ্যে জিএসটি আদায় দাঁড়িয়েছে ৫,৪৭৩ কোটি টাকা, যা গত বছরের একই মাসের ৫,০৭৭ কোটি টাকার তুলনায় ৮ শতাংশ বেশি। কেন্দ্রের রিপোর্ট অনুযায়ী, জিএসটি বৃদ্ধির নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের এই অঙ্ক উত্তরপ্রদেশ ও গুজরাতের অনেকটাই বেশি।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, রাজ্যের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে সাধারণ মানুষের হাতে নগদের সরবরাহ বেড়ে যাওয়ায় ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দুর্গাপুজোর আগেই মানুষ কেনাকাটা শুরু করায় এবং স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন পণ্যের উপর ছাড় দেওয়ায় রাজ্যের বাজারে ক্রয় চাঞ্চল্য আরও বেড়েছে। ফলে টিভি, ফ্রিজ, জামাকাপড়ের বিক্রি বেড়ে যাওয়ায় জিএসটি আদায়ও ইতিবাচক প্রভাব দেখিয়েছে।

কেন্দ্রের ভুল রিপোর্টেই আলিপুর চিড়িয়াখানার প্রাণী ‘গায়েব’

নিজস্ব প্রতিবেদন: আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে প্রাণী গায়েব হয়েছে; এই অভিযোগে গত কয়েক মাস ধরে চলেছে প্রবল বিতর্ক। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। অবশেষে রাজ্যের বন দপ্তরের তদন্তে স্পষ্ট হল, চিড়িয়াখানা থেকে একটিও প্রাণী নিখোঁজ হয়নি। আসল সমস্যা তৈরি হয়েছিল কেন্দ্রীয় রিপোর্টে তথ্যের গরমিলের কারণে।

বন দপ্তর সূত্রে খবর, রাজ্যের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকে পাঠানো হিসাব সঠিকই ছিল। কিন্তু কেন্দ্রের প্রকাশিত রিপোর্টে সংখ্যার অমিল ধরা পড়ে। রাজ্যের তরফে সংশোধনের আবেদন জানানো হলেও কোনও সাড়া মেলেনি। এই বিভ্রান্তিই প্রাণী গায়েব হওয়ার জল্পনা তৈরি করেছিল।

ঘটনার সূত্রপাত হয় কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হওয়া এক জনস্বার্থ মামলার পর। অভিযোগে বলা হয়, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে চিড়িয়াখানায় ৬৭২টি প্রাণী ছিল, যা ২০২৪-২৫ সালে নেমে এসেছে ৩৫১-এ। অর্থাৎ, ৩২১টি প্রাণী গায়েব। আরও অভিযোগ করা হয়, গত তিন দশক ধরে এই ধারা চলেছে এবং অন্তত গত দশ বছরের হিসাব আদালতের মাধ্যমে খতিয়ে দেখা দরকার। অভিযোগ ওঠার পরেই চিড়িয়াখানার ডিরেক্টরকে সরিয়ে আভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু করে রাজ্য। সেই রিপোর্ট হাতে পেয়েছেন বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। তবে তিনি এ নিয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করতে চাননি। তদন্ত কমিটির এক আধিকারিকের দাবি, চিড়িয়াখানা থেকে প্রাণী সরানোর প্রশ্নই ওঠে না। দেশের এক চিড়িয়াখানা থেকে অন্য চিড়িয়াখানায় প্রাণী আনতে বা পাঠাতে হলে কেন্দ্রীয় জু অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার অনুমতি বাধ্যতামূলক। ফলে সরকারি অনুমোদন ছাড়া প্রাণী অন্যত্র যাওয়া অসম্ভব। তবে তদন্ত শুধু তথ্যগত গরমিল চিহ্নিত করেই থেমে থাকেনি। আলিপুর চিড়িয়াখানার অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক কাজে বেশ কিছু ত্রুটি ধরা পড়েছে। ভবিষ্যতে বিভ্রান্তি এড়াতে নজরদারি ও তথ্য সংরক্ষণ আরও শক্ত করার সুপারিশও করেছে কমিটি। বন দপ্তরের আধিকারিকদের বক্তব্য, এই রিপোর্টে স্বস্তি এসেছে। তবে সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনও চূড়ান্ত মন্তব্য করতে নারাজ রাজ্য।

‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’ শিবিরের সংখ্যা বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিবেদন: মানুষের বিপুল অংশগ্রহণে সন্তুষ্ট রাজ্য সরকার। আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান কর্মসূচির মোট শিবিরের সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। ২ অগস্ট থেকে রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’ কর্মসূচি। যা চলবে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত। এই প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় বাসিন্দারা নিজেদের পাড়ার সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের জন্য প্রকল্প নির্বাচন করতে পারছেন।

নবান্ন সূত্রের খবর প্রাথমিকভাবে ২৭ হাজার শিবিরের আয়োজন করার কথা ছিল। কিন্তু প্রথম ২৬ দিনে এক কোটির বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করে ফেলেছেন। আরও বহু সংখ্যক মানুষ আগামীতে এই শিবির গুলিতে যোগদান করতে পারেন বলে ইঙ্গিত মিলেছে। সেকারণে শিবিরের সংখ্যা বৃদ্ধি করে গোটা রাজ্যে ৩১,৩৭৭টি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক মহলের মতে, এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

শিবিরে সাধারণ মানুষ রাস্তায় আলো, পানীয় জলের টিউবওয়েল, নিকাশি নালা সংস্কার বা নির্মাণ, পাইপলাইনের মাধ্যমে জল সরবরাহ, কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণ, খেলার মাঠ নির্মাণ এবং অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রের ছাদ মেরামতি সহ মোট ১৫ ধরনের কাজের প্রস্তাব উপস্থাপন করছেন। এভাবে স্থানীয়ভাবে সমস্যা চিহ্নিত করে প্রকল্প নির্বাচন করার মাধ্যমে পাড়া-পাড়া সমাধানের উদ্যোগ আরও কার্যকর হবে।

মহানায়ক উত্তম কুমারের ৯৯ তম জন্মদিন উপলক্ষে নেহরু চিলড্রেন মিউজিয়ামে আয়োজিত হয় একটি এগজিবিশন। সেখানে ছিল মহানায়কের ব্যবহৃত কিছু সামগ্রী ও তাঁর সিনেমার পোস্টার।

হিটওয়েভকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করল রাজ্য, ক্ষতিপূরণ পাবেন মৃতদের পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন: তাপপ্রবাহকে (হিটওয়েভ) রাজ্যভিত্তিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করল নবান্ন। ফলে এখন থেকে হিটওয়েভের কারণে রাজ্যে কারও মৃত্যু হলে মৃতের পরিবার দু’লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পাবেন। গত ১৯ অগস্ট মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের নেতৃত্বাধীন স্টেট এগজিকিউটিভ কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়। এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা ও সিভিল ডিফেন্স দপ্তর।

কেন্দ্রীয় স্টেট ডিজাস্টার রেসপন্স গাইডলাইন অনুযায়ী বন্যা, সাইক্লোন, খরা, ভূমিকম্প, সুনামি ইত্যাদি ঘটনাকে সাধারণত প্রাকৃতিক বিপর্যয় ধরা হয়। তবে ওই গাইডলাইনেই রাজ্যভিত্তিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘোষণা করার ক্ষমতা দেওয়া রয়েছে রাজ্য সরকারকে। সেই বলেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার হিটওয়েভ, নদীভাঙন, ভারী বৃষ্টি, বন্য পশুর আক্রমণ, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু, জঙ্গলে আগুন-সহ মোট ১৪টি ঘটনাকে রাজ্যভিত্তিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘোষণা করেছে।

এতদিন বজ্রাঘাত, দুর্ঘটনাজনিত অগ্নিকাণ্ড, নৌকোডুবি, গাছ ভেঙে বা দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষতিপূরণ দিত রাজ্য। কিন্তু হিটওয়েভ বা নদী ভাঙনের ক্ষেত্রে কোনও নির্দিষ্ট নীতি ছিল না। মাঝে মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় ক্ষতিপূরণ দেওয়া হলেও তা নিয়মের আওতায় ছিল না। এবার সরকারি সিদ্ধান্তে এই ঘটনাগুলিও অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে স্টেট ডিজাস্টার রেসপন্স ফান্ড (এসডিআরএফ) থেকে। বার্ষিক বরাদ্দের ১০ শতাংশ অর্থ এই খাতে ব্যবহার করা যাবে।

তবে রাজ্যের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আবশ্যিক। বিশেষজ্ঞদের মতে, হিটওয়েভে মৃত্যু নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রমাণের পাশাপাশি শরীরের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন; যেমন মাংসপেশি ফেটে যাওয়া এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লাল হয়ে যাওয়া;গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে বিবেচিত হয়। এসব মিললেই মৃত্যুর কারণ হিসেবে হিট স্ট্রোক বা সান স্ট্রোক ধরা হয়।

রাজ্যের এই সিদ্ধান্তে গ্রীষ্মকালে তাপপ্রবাহের মতো প্রাণঘাতী দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ানো সহজ হবে বলে প্রশাসনিক মহল মনে করছে।

আর্থিক লেনদেন-এ জীবনকৃষ্ণের পছন্দ ছিল গ্রামীণ ব্যাংক, জানাল ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্নীতির জন্য জীবনকৃষ্ণ একাধিক অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন গ্রামীণ ব্যাংকে। তদন্তে নেমে এমনটাই জানতে পারছে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট। কারণ, হিসেবে ইডি মনে করছে, কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকে সন্দেহজনক লেনদেন হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় এজেন্সি ফিনান্সিয়াল ইনভেস্টিগেশন ইউনিটকে জানায়। আর এই অভিযোগ খতিয়ে দেখার পরেই তারা সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনের সূত্র ও কারণ সম্পর্কে তদন্ত করে। কিন্তু গ্রামীণ ব্যাংকগুলির কাছে পর্যাপ্ত পরিকাঠামো না থাকায় তারা কোনও সন্দেহজনক লেনদেন দেখলে ফিনান্সিয়াল ইনভেস্টিগেশন ইউনিটকে জানাতে পারে না। গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষেত্রে এই অসুবিধাকে সুযোগ হিসেবে কাজে লাগিয়ে সেখানে অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন জীবন। সেই অ্যাকাউন্ট গুলির মাধ্যমেই দুর্নীতির লেনদেন করেছিলেন তিনি, অভিযোগ ইডির।

এর পাশাপাশি যে গ্রামীণ ব্যাংকে জীবনের দুর্নীতির অ্যাকাউন্ট রয়েছে সেই ব্যাংকের সদর দপ্তর বিধায়কের জেলা মুর্শিদাবাদে। সেটাও বাড়তি সুযোগ ছিল জীবনের বলে মনে করছেন ইডির আধিকারিকেরা। অ্যাকাউন্টের ব্যাপারে ইডি সূত্রে এও জানানো হয়েছে, জীবন ও তাঁর স্ত্রীর নামে ৪টির বেশি অ্যাকাউন্ট রয়েছে গ্রামীণ ব্যাংকে। ২০১৭ থেকে ২০১৮ অর্থবর্ষে খোলা হয়েছিল অ্যাকাউন্টগুলি। ওই সময়ই দুর্নীতি শুরু হয়েছিল। ইতিমধ্যেই জীবন ও তাঁর স্ত্রীর নামে এখনও পর্যন্ত মোট বারোটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের হদিস পেয়েছে ইডি। তবে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকে এখনও পর্যন্ত সন্দেহজনক লেনদেনের খোঁজ পাওয়া যায়নি।

নতুন সিসি ক্যামেরা বসাচ্ছে রাজ্য পুলিশ, বাড়ছে স্টোরেজ ও নাইট ভিশন সুবিধা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য পুলিশের থানায় বসানো সিসি ক্যামেরার কার্যকারিতা নিয়ে দীর্ঘদিন থেকেই সমস্যা দেখা দিয়েছে। স্টোরেজের সীমিত ক্ষমতা, নাইট ভিশনের অভাব এবং সংখ্যার কম থাকার কারণে পুরো থানার ছবি পাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। ফলে গুরুত্বপূর্ণ মামলায় আদালতে ভিডিও জমা দিতে গিয়ে পুলিশকে সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছিল।

প্রাথমিক পর্যায়ে ছয়টি কমিশনারেটের ৫০টি থানায় নতুন ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি থানায় ২০টি উন্নতমানের ক্যামেরা বসানো হবে। নতুন ক্যামেরাগুলিতে নাইট ভিশন, স্পষ্ট অডিও এবং ৩৬৫ দিনের স্টোরেজ ক্যাপাসিটি থাকবে।

বর্তমানে প্রতিটি থানায় গড়ে ছয়টি ক্যামেরা রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিটি থানায় কুড়িটি ক্যামেরা থাকা প্রয়োজন। রাজ্যের সমস্ত থানায় নতুন ক্যামেরা বসাতে খরচ পড়বে একশো কোটির বেশি। প্রাথমিকভাবে কলকাতা সংলগ্ন কমিশনারেটগুলো বাছাই করা হয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য খরচ ধরা হয়েছে সাত কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় বরাদ্দ রয়েছে পাঁচ কোটি টাকা, বাকি রাজ্যের শেয়ার।

নতুন ক্যামেরা বসানোর কাজ আগামী মাস থেকে শুরু হবে। প্রথম পর্যায়ে ৫০টি থানার কাজ শেষ হলে বাকি কমিশনারেট এবং জেলা থানাগুলিতে কাজ সম্প্রসারিত হবে। নিরাপত্তা ও তদন্ত কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বাড়াতে এবং আদালতে ভিডিও প্রমাণ দিতে সমস্যা এড়াতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

কংগ্রেস-তৃণমূলের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে মোদী সরকার, খোঁচা শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার রাজ্য বিজেপি দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূল ও কংগ্রেসকে একসঙ্গে তুলোধোনা করলেন রাজ্য সভাপতি ও রাজ্যসভা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট টেনে তিনি বলেন, বিভাজনের সময় গান্ধি-নেহরুর ভুলের বোঝা আজও বইছে ভারত। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন সেই ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতার প্রতিফলন। প্রধানমন্ত্রী মোদী অতীতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছেন।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদান স্মরণ করে শমীক হুঁশিয়ারি দেন, ভারতের হিন্দু-মুসলিমদের কেউ কেশাগ্র ধরতে পারবে না। তিনি ৩৭০ অনুচ্ছেদ প্রত্যাহার, রামমন্দির, বেঙ্গল ফাইলস বিতর্ক, অবৈধ অনুপ্রবেশ নিয়ে তৃণমূল ও বামেদের তীব্র আক্রমণ করেন। বাংলাদেশের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে নীরব এনজিও ও অতি বামদেরও নিশানা করেন। দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত এক বিজেপি কর্মীকে ঘিরে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে জানান, বিজেপি দেশের স্বার্থ ও নিপীড়িতদের ন্যায়বিচারের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৯/০৮/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৮০৩১ নং এফিডেভিট বলে আমি অম্লান মাজী ওরফে অম্লান বিষ্টু মাজী পিতা বিষ্ণুপদ বংশীধর মাজী ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজেষ্ট্রীকৃত ০৩৪১৭/২০২৩, ০৭৯৫৭/২০২৩, ০০১৪০/২০২৪, ০৬৪৪৬/২০২৩, ০৬৪৪৭/২০২৩ নং দলিলে আমার সঠিক নাম অম্লান মাজী পরিবর্তে অম্লান মাজী ওরফে অম্লান বিষ্টু মাজী লিপিবদ্ধ আছে। অম্লান মাজী ও অম্লান বিষ্টু মাজী একই ব্যক্তি হইতেছি।

নাম-পদবী

আমি Sharbanti Dulay D/o. Dilip Dulay গত ইং ০২/০১/২০১৪ তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Sabana Begum নামে পরিচিত হইয়াছি। ০৮/০৮/২০২৫ তারিখে নোটারী পাবলিক, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১৪ নং এফিডেভিট বলে Sabana Begum W/o. Sk. Makindar Hossain ও Sharbanti Dulay D/o. Dilip Dulay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্রের নাম Sk Nur Islam.

নাম-পদবী

গত ০৪/০৪/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ২৬৪২ নং এফিডেভিট বলে আমি Asto Roy S/o. Late Badal Roy ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার সার্ভিস বুক-এ আমার সঠিক নাম Asto Roy-এর পরিবর্তে Asto Roy (Keora) লিপিবদ্ধ আছে। Asto Roy ও Asto Roy (Keora) S/o. Late Badal Roy একই ব্যক্তি হইতেছি।

NOTICE

This is to inform to all concerned that Original Deed of Conveyance dated 31.03.1997 registered at the Office of the A.D.S.R. Janai and recorded in Book No. 1 Volume No. 45 Pages 365 to 374 being No. 3375 for the year 1998 made between Shashi Khala and Star Battery Limited has been lost.

If anybody finds the same, please return it to the undersigned. The owner of the property under no circumstances shall be made responsible, if anybody does any mislead taking advantage of the lost Original Deed.

Star Battery Limited
Village-Chakundi, P.O. Dankuni Coal Complex, District-Hooghly Pin-712 310, West Bengal

CHANGE OF NAME

SK MD ABDULLAH (Old Name) S/O Milan Sk Residing at Vill-ANANTPUR, P.O.- MOHURUL -ANANTAPUR, P.S- NABAGRAM, DIST- MURSHIDABAD, PIN-742136 West Bengal. I have changed my Name from SK MD ABDULLAH (old name) to ABDULLAH SK (New name) AND Henceforth I shall be known as ABDULLAH SK (New name) and SK MD ABDULLAH (Old Name) in all purpose, vide Affidavit sworn before the Notary public at Lalbag court, date on 13/06/2025. SK MD ABDULLAH (old Name) and ABDULLAH SK (New correct name) are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sarmistha Nandy (Old Name), D/o Sri Samiresh Mukhopadhyay / Smt. Goutama Mukherjee, W/o Sri Kausik Nandy. Residing at “Tolly-22, 22, N.S.C. Bose Road, 4A, 4th Floor, P.S. - Golf Green, P.O. - Regent Park, Kolkata - 700040, have changed my name and shall henceforth be known as Sarmistha Mukhopadhyay as declared before the Notary Public at Kolkata, vide Affidavit No. 17 dated 29/08/2025 ‘Sarmistha Nandy’ (Old Name) and ‘Sarmistha Mukhopadhyay’ (New Name) both are same and identical person.

[illegible]

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৪ ঠা সেপ্টেম্বর । বৃহস্পতি বার। ১৮ ই ভাদ্র । দ্বাদশী তিথি। জন্মে মকর রাশি । অষ্টোত্তরি বৃহস্পতি র মহাদশা, ও বিংশোত্তরী রবি র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : শারীরিক সুস্থতার দিন। যারা দীর্ঘ সময় ধরে চিকিৎসা তে ছিলেন আজ শরীর আরোগ্য হওয়ার দিন। খাওয়া এবং পথ্য তার দিকে নজর দেওয়া শুভ। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশী সহযোগিতা প্রাপ্তি এবং যারা লৌহ এবং তরল পদার্থের ব্যবসা করেন তাদের অর্থবৃদ্ধি সম্ভাবনা প্রবল। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : জীবনের কঠিন সময়ের একটা নতুন দৃঢ় পদক্ষেপ দেখা দেবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের অন্য শুভ। তবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তিন মাথার বুদ্ধির প্রয়োজন। বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল তার সম্ভাবনা। চলচ্চিত্র দূরদর্শনের মধ্যে যারা কাজে জড়িত তাদের সাফল্য নিশ্চিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে লাল ফুল দ্বারা দেবী মহাকালীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

মিথুন রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। গৃহ শান্তি থাকলেও তৃতীয় কোন শুক্তিকে নিয়ে বিবাদ এর সম্ভাবনা রয়েছে সতর্ক থাকতে হবে। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের বিশেষত যারা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেশন করেন তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বান্ধব যোগে উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। গৃহ পরিবেশ বিষয়ে সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে হলুদ পুদদদ দারা দেব দেবীদের আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। আজ দেখা দেবে দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হঠাৎ তর্ক বিতর্ক সম্ভাবনা। তৃতীয় একজন ব্যক্তির দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদের কারণ। যারা বেতন ভোগ কর্মচারী তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কিছু বিবাদ হবে। কম কথা বলা এবং বুদ্ধির প্রয়োগে আপনার জয়লাভ। আজকের দিনে নতুন বান্ধব কে বিশ্বাস না করাই ভালো। গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র থাকবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জালুন এবং আতপ চাল নৈবিদ্য দিয়ে সর্ব দেব দেবীর আরতি করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : শুভ দিন নতুন কোন সম্ভাবনা আপনার দরজায় টোকা দেবে। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিশেষত জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে যারা কাজ করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির নতুন দিক। গৃহ শান্তি পারিবারিক শান্তি থাকবে। বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন আজ মন আনন্দে ভরপুর থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ যারা গবেষণা করছেন তাদের জন্য অতীব শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে দুর্বাসহ দেব-দেবীর আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ শুভ-অশুভ মিলিয়ে দিনটি থাকবে। গ্রহ অবস্থান যা বলছে তাতে যা অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল তা একটু পিছিয়ে যাবে। ধৈর্য ধরতে হবে। ফোন কল ভারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। গৃহবধূদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের দিনটি ঠিক নয়। শুভ-অশুভ নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য যারা শুরু করবেন তাদের ধৈর্য ধরতে বলব। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্বলিত করে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ অতীব শুভ দিন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। প্রতিবেশীর সহযোগিতা, বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতা, বন্ধু-বান্ধবের বুদ্ধির দ্বারা নতুন পথ দেখা যাবে। পরিবারের দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে শান্তির পরিবেশ। যে কাজটি করবেন ভেবেছিলেন আজ শুরু করতে পারেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল এবং প্রদীপ প্রজ্জলন করে দুর্গা মায়ের নাম করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ দেখা যাবে। সকাল বেলাতেই বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি টেনশন বৃদ্ধি হবে। গুপ্ত শত্রু চক্রান্ত থাকবে। ছলনাময়ী নারীর দ্বারা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। বিশেষভাবে আজকের দিনটি সতর্ক থাকা উচিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন কারে ভগবান শ্রী শিব পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

ধনু রাশি : আজকের দিনটি লক্ষ্য পূরণের দিন। কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে চাপে রেখেছিল আজ সেখান থেকে মুক্তির পথ। বিশেষত যারা প্রশাসনিক কর্মেরত রয়েছেন। তাদের আজকের দিনটি সৌভাগ্য সূচক। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ কর্মপ্রার্থী কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের জন্য শুভ। আজ বান্ধবযোগে আনন্দিত হওয়ার দিন বাড়ি গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে, হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : যারা বেতনভুক কর্মচারী তাদের সৌভাগ্য যোগ। আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা কোন সমস্যা মুক্তির দিন। বান্ধবী দ্বারা পুর্ণ সহযোগিতা, প্রেমিক প্রেমিক যুগল শুভদিন বিবাহের বিষয়ে পারা কথা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ব্যাবসা বৃদ্ধির দিন প্রবীণ নাগরিকদের জন্য নতুন কোন সুখবরে আনন্দ প্রাপ্তি বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে হর হর মহাদেব বলুন। এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : আজ ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন কোন দিক দেখা দেবে যারা চিকিৎসক তাদের আজ বিশেষ সম্মান প্রাপ্তি। সামাজিক কাজে, যারা তাদেরও সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকদের পূর্ণ সহযোগিতায় আপনার বাধা প্রাপ্ত কাজটি আজ হয়ে যাবে। বেতনভুক কর্ম যারা করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিবাহের বিষয়ে নতুন কথা হতে পারে। যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে আজ তাদের জন্য নতুন কোন সুখবর প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে আতপ চাল দ্বারা দেবদেবীর পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : সতর্ক আজকের দিনটি থাকা উচিত। বন্ধুর বেশে শত্রু দেখা দেবে। বিবাদ বিতর্কের যারা মানসিক কষ্ট বৃদ্ধি হবে পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকের চিকিৎসার জন্য দুশ্চিন্তা হঠাৎ করেই কোন দুঃসংবাদে মন কষ্ট বৃদ্ধি হবে। বেতনভোগ কর্মচারী যারা তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ি গৃহ মন্দির এ নারিকেলসহ গণেশ দেবতার পুজো করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

(আজ শ্রী হরি ভগবানের পার্শ্ব পরিবর্তন পুজো। কল্কি অবতার দ্বাদশী তিথি। শ্রী বামন দ্বাদশী ব্রত।)

Surendralal Das Teachers’ Training College
(B.Ed. & M.Ed.)
Anandanagar, Nischinda(Bally) Howrah 711227
Wanted application for Principal within 7 days as per NCTE & BSAEU norms.
Email: sldttc2005@gmail.com
Ph. No. 9831395349

HOPE INSTITUTE OF BENGAL
Beldubi, Panchla, Howrah
Wanted Principal, Assistant Professor in Performing Art (music) and Nutrition for B.Ed. within 10 days. Elegibility as per NCTE Norms. Email:- hopeeducational@gmail.com
Mob: 9433262174, 9830400916

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী আরতী ঘোষ** স্বামী ৺রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, **২)শ্রী অরভ ঘোষ**, পিতা ৺রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, উভয়ের সাকিম ৮/১১ কর্ণফিল্ড রোড, বালিগঞ্জ, কোলকাতা-৭০০০১৯, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ২৯/০১/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর, সদর, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-00905/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে (**শ্রী হারু হালদার** পিতা শ্রী নারায়ন হালদার, সাকিম সুখড়িয়া, সোমড়া, বলাগড়, হুগলী-৭১২১২৩) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি ১)বিগত ইং ০৬/০৩/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-02640/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী হারাধন বসু** পিতা রঞ্জন কুমার বসু, সাকিম হাবাসপুর, কলুপুর, বরনবাড়িয়া, ধানতলা, নদীয়া-৭৪১৫০৪ মহাশয়কে ২.৫০ শতক সম্পত্তি ও ২)বিগত ইং ১৯/০২/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-02205/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী প্রশান্ত চ্যাটাৰ্জ্জী** পিতা ৺বটকৃষ্ণ চ্যাটাৰ্জ্জী সাকিম সুখড়িয়া, সোমড়া, বলাগড়, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়কে ৫.৯ শতক সম্পত্তি একুনে দুইটি পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে বিক্রয় করিয়াছি। <u>তপশীল</u> - জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, মৌজা সুখড়িয়া, ৯৬ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৩৮৫ নং খতিয়ানে, আর.এস. ২১৯ তথা হাল এল.আর. ৩০৪ নং দাগে বাস্ত জমি ষোল আনায় ৪৬ শতক তন্মধ্যে ১)২.৫ শতক I-02640/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ও ২)৫.৯ শতক I-02205/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে একুনে দুইটি পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১)শ্রী হারাধন বসু** পিতা রঞ্জন কুমার বসু ও **২)শ্রী প্রশান্ত চ্যাটাৰ্জ্জী** পিতা ৺বটকৃষ্ণ চ্যাটাৰ্জ্জী, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও বলাগড় ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি-**শ্রী হারু হালদার** (আমমোক্তার)

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী মনিকা মুখার্জী** স্বামী শ্রী মানস মুখার্জী **২)শ্রীমতী মিঠু মুখার্জী** স্বামী শ্রী শিশির কুমার মুখার্জী, **৩)শ্রীমতী রানু চ্যাটার্জী** স্বামী শ্রী পার্থ চ্যাটার্জী, সকলের পিতা ৺মুরারী মুখার্জী ওরফে মুরারী মোহন মুখার্জী, সকলের সাবেক সাকিম বিলকুলি উত্তরপাড়া, খলিসানী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১৩৮, ১/২ নং হাল সাকিম ডিহিভুরশুট, উদয়নারায়নপুর, হাওড়া-৭১২৪০৮, ৩ নং হাল সাকিম নোয়াপাড়া, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১৩৮, মহাশয়াগণ বিগত ইং ২২/০৩/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-01195/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে (**শ্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী** পিতা ৺মুরারী মুখার্জী ওরফে মুরারী মোহন মুখার্জী, সাকিম বিলকুলি উত্তরপাড়া, খলিসানী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১৩৮) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা দেরুই, ৭২ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর ১৯১ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ১৫৬ নং দাগে, শালি জমি ষোল আনায় ১৫৩ শতকের মধ্যে বিগত ইংরাজী ০৪/০৮/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১)I-10228/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিলমুলে **শ্রীমতী সাধনা মালিক** স্বামী কাশীনাথ মালিক, সাকিম দেরুই, হারিট, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, মহাশয়াকে ৩২.৯৪ শতক সম্পত্তি, ২)I-10246/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিলমুলে **শ্রী কুন্তল মালিক** পিতা মাধব মালিক, সাকিম দেরুই, হারিট, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, মহাশয়কে ২৪.৩৯ শতক সম্পত্তি, ৩)I-10247/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিলমুলে **শ্রীমতী নিভা মালিক** স্বামী শশীভূষন মালিক, সাকিম দেরুই, হারিট, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, মহাশয়াকে ১১.৭২ শতক সম্পত্তি এবং ৪)I-10245/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিলমুলে শ্রী রমেশ চন্দ্র মালিক পিতা লাবন্যদেব মালিক সাকিম দেরুই, হারিট, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, মহাশয়কে ৩৬.৮২ শতক সম্পত্তি, একুনে চারটি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয় করিয়াছি। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ **১)শ্রীমতী সাধনা মালিক** স্বামী কাশীনাথ মালিক, **২)শ্রী কুন্তল মালিক** পিতা মাধব মালিক, **৩)শ্রীমতী নিভা মালিক** স্বামী শশীভূষন মালিক, **৪)শ্রী রমেশ চন্দ্র মালিক** পিতা লাবন্যদেব মালিক, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি-**শ্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী** (আমমোক্তার)

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

<u>উত্তর ২৪ পরগনা</u>

<u>অ্যাড কানেক্সন</u>
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

<u>এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র</u>
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

<u>হুগলি</u>

<u>মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,</u>
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

<u>জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,</u>
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

<u>নদিয়া</u>

<u>টাইপ কর্ণার,</u>
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

দানপত্র দাতা:- শ্রী অমিয় কুমার চট্টোপাধ্যায়, পিতা- মৃত অজিত কুমার চট্টোপাধ্যায়, সাং- মীরাবাজার, পো: পলাশী, থানা-: কালীগঞ্জ ,জেলা নদীয়া। আমার পৈত্রিক সম্পত্তি যাহা আমি ওয়ারিশ সূত্রে এবং আমোক্তারনামায় প্রাপ্ত হইয়া ,যাহার দলিল নং- ৪৬৮১/০৭ ও ৪৬৮২/০৭ , আমার নাতি রীতম চ্যাটার্জী (নাবালক) , অভিভাবক শ্রীমতী মীরা চ্যাটার্জী (রায়), স্বামী- তন্ময় চ্যাটার্জী সাং- মীরাবাজার, পো: পলাশী, থানা-: কালীগঞ্জ ,জেলা নদীয়া, -কে আমার দেখভালের জন্য দানপত্র স্বরূপ প্রদান করিয়া হইয়াছিল।তাহার বয়স এখন সাবালক(২০) হইয়া গেলে উক্ত সম্পত্তির মালিক আমার নাতি রীতম চ্যাটার্জী, পিতা- তন্ময় চ্যাটার্জী, সাং- মীরাবাজার, পো: পলাশী, থানা-: কালীগঞ্জ ,জেলা নদীয়া, ১৮/০৯/২০১৩ তারিখে, দলিল নং- ১৩৪৬৫/১৩ ও ১৩৪৮৫/১৩ বলে নকাশিপাড়া থানার অন্তর্গত বেথুয়া রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রি হয় ।উক্ত দলিল বলে আমার সম্পত্তির দেবগ্রাম বি.এল.এন্ড এল. আর.ও. অফিসে রেকর্ড সেকশনে গেলে আমাকে দুটি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে বলায় তাহা দেবার জন্য আমার ঠাকুরদা শ্রী অমিয় কুমার চট্টোপাধ্যায়ের পুরোনো রেকর্ড নং- মৌজা- ৮ নং মীরা, খতিয়ান নং- এল. আর. ৬৪/১, দাগ নং- আর এস. ৬১২, এল.আর. ৮৩১, শ্রেণী- বাড়ি (কেবলমাত্র একতলায় একটি দোকানঘর), যাহার পরিমাণ- ১৪২ বর্গফুট এবং শ্রেণী- বাড়ি (দোতলার ফাঁকা ছাদ) যাহার পরিমাণ- ৯১৫ বর্গফুট ।আমার বি.এল.এন্ড এল. আর.ও. অফিসে রেকর্ড করিবার জন্য উপরে উক্ত বিষয়ে এবং দাগ নং ও দলিল নং-এ কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করিয়া দেবগ্রাম বি.এল.এন্ড এল. আর.ও. অফিসে আপত্তি জানাইবেন অন্যথায় আইনবলে আমার নামে রেকর্ড হইতে বাধ্য থাকিবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮ ভাদ্র ১৪৩২ বৃহস্পতিবার

ঐক্যের ডাক অভিষেকের

■ তৃণমূল কংগ্রেসের ভেতরে শৃঙ্খলা ফেরাতে মঙ্গলবার কড়া বার্তা দিলেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্যামাক স্ট্রিটে শ্রীরামপুর ও মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলার নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসে তিনি স্পষ্ট বলেন; দলীয় নির্দেশ অমান্য করা আর কোনওভাবেই বরদাস্ত হবে না। প্রত্যেক আসনে জয়ের টার্গেট নিয়েই ঝাঁপাতে হবে। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বা ব্যক্তিগত মতভেদ ভুলে সকলে একযোগে কাজ করতে হবে;এমনটাই নির্দেশ দেন অভিষেক। রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সিও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে জানিয়ে দেওয়া হয়, বিরোধীদের হাতে থাকা আসনে 'জোড়াফুল' ফোটানোই এখন মূল লক্ষ্য। পাশাপাশি যে আসন ইতিমধ্যেই তৃণমূলের দখলে, সেখানে ভোটের শতাংশ বাড়াতে হবে। দলের এক শীর্ষ নেতার কথায়, ২০২৬-এর ভোটে জয় নিশ্চিত করাই এখন অগ্রাধিকার, তাই সংগঠনে শৃঙ্খলা ভাঙার চেষ্টা সহ্য করা হবে না। অন্যদিকে, কৃষ্ণনগর পুরসভা ইস্যুতে তৃণমূল ভবনে আলাদা বৈঠকে নেতৃত্ব প্রশ্ন তোলে; কেন দলীয় নির্দেশ উপেক্ষা করে চেয়ারপার্সনের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হল? অসন্তোষ প্রকাশ করে জানানো হয়েছে, এমন কাজের ফল প্রার্থী বাছাইয়ে ভবিষ্যতে প্রভাব পড়তে পারে। দিনের শেষে রাজনৈতিক মহলের পর্যবেক্ষণ; অভিষেকের বৈঠক ও কড়া বার্তা আসলে ২০২৬-এর ভোটের প্রস্তুতির অংশ। নেতৃত্ব স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, শৃঙ্খলা ও ঐক্য বজায় রাখা ছাড়া অন্য কোনও পথ খোলা নেই।

আলাদা হল ব্লু-ইয়েলো লাইন

■ দৈনিক যাত্রীর চাপ সামলাতে অবশেষে কঠোর পদক্ষেপ নিল কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ। দিনের ব্যস্ত সময়ে গাদাগাদি ভিড়, দেরি হওয়া ট্রেন ও প্ল্যাটফর্মে অসহনীয় অপেক্ষা নিয়ে যাত্রীদের অভিযোগ এতদিন উপেক্ষিত থাকলেও এবার নড়েচড়ে বসল মেট্রো ভবন। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ব্লু লাইন (নোয়াপাড়া, কবি সুভাষ) ও ইয়েলো লাইনকে সম্পূর্ণ আলাদা করা হচ্ছে। এতদিন ব্লু লাইনের রেক ও মোটরম্যান ইয়েলো লাইনে পাঠানো হত, ফলে নর্থ-সাউথ লাইনের পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছিল। নতুন সিদ্ধান্তে যাত্রীরা নোয়াপাড়ায় ট্রেন বদলে ইয়েলো লাইনে যেতে পারবেন, তবে ব্লু লাইনের ট্রেন আর সরাসরি চলবে না। যাত্রী সুবিধার জন্য মহানায়ক উত্তম কুমার ও নোয়াপাড়ায় অতিরিক্ত তিনটি করে রেক মজুত থাকবে, প্রয়োজনে দ্রুত পরিষেবায় যুক্ত করা হবে। বহুদিন বন্ধ থাকা টালিগঞ্জ শেডও পুনরায় চালু করা হচ্ছে। কবি সুভাষ স্টেশনে কাজের কারণে ট্রেন দেরি হলেও কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পিক আওয়ারে রুট সংক্ষিপ্ত করে উত্তম কুমার থেকে রেক ঘুরিয়ে দেওয়া হবে, যাতে প্ল্যাটফর্মে অতিরিক্ত ভিড় না জমে।

আত্মঘাতী গৃহবধূ

■ দেনার দায়ে আত্মঘাতী এক গৃহবধূ। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে ভাটপাড়া পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাঁকিনাড়ার রথতলা ফিঙাপাড়া সোনামনি কলোনির ঘটনা। মৃতার নাম মহুয়া গাঙ্গুলি ওরফে মৌ (৪৩)। বুধবার সকালে ভাটপাড়া থানার পুলিশ নিজের ঘর থেকে ওই মহিলার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। মৃতার শ্বশুর অসিত কুমার গাঙ্গুলি জানান, ওদের ছয় লক্ষ টাকার মতো দেনা হয়ে গিয়েছে। সেই দেনা ছেলে-বউমা পরিশোধ করতে পারছিল না। এমনকী এক পাওনাদার এসে নাতির মোবাইল ফোনটাও নিয়ে চলে গিয়েছে। অসিত বাবুর দাবি, দেনার দায়ে তাঁর বউমা আত্মঘাতী হয়েছে। অপরদিকে মৃতার আত্মীয় মোহন দাস জানান, বাড়ি মেরামতি করতে গিয়ে ওঁরা ধার-দেনায় জড়িয়ে গিয়েছে। মাঝে-মধ্যেই পাওনাদারেরা এসে গালিগালাজ করত। এমনকী পাওনাদারেরা ঘর থেকে ডাইনিং টেবিল ও টি টেবিল তুলে নিয়ে গেছে। মোহন বাবুর দাবি, পাওনাদারদের চাপ সহ্য করতে না পেরেই মৌ আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে।

জলসা দেখতে গিয়ে মৃত্যু ২ বিজেপি কর্মীর

অভিযুক্ত ১৭ জনের কল রেকর্ড দেখতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গত ১২ জুলাই জলসা দেখতে গিয়ে সুজিত দাস ও সুজিত পাইক নামে দুই বিজেপি কর্মীর মৃত্যু হয়। সেই ঘটনায় মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট দেখে পুলিশ দাবি করেছিল বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে। এরপর আদালতের নির্দেশে ফের ময়নাতদন্ত হলে দ্বিতীয়বার একেবারে ভিন্ন ফল আসে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট দু'বার ভিন্ন কেন তা নিয়ে আদালতে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছিল পুলিশকে। বুধবার সেই মামলায় ১৭ জনের কল রেকর্ড দেখতে চাইল বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি সব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ। এই ঘটনায় সিবিআই তদন্ত হবে কি না মূল মামলায় স্থির করবে আদালত।

বস্তুত, গত ১২ জুলাই জলসা দেখতে গিয়ে সুজিত দাস ও সুজিত পাইক নামে দুই বিজেপি কর্মীর মৃত্যুতে মেদিনীপুর মেডিক্যাল

কলেজের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট দেখিয়ে পুলিশের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছিল বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে ওই দুই বিজেপি কর্মীর। তবে মৃতদের পরিবার দাবি করেছিল খুন করা হয়েছে। পরবর্তীতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তাঁরা। আদালতের নির্দেশে দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। সেখানে দেহে আঘাতের চিহ্ন মেলে। এই ঘটনাতেই বুধবার ডিভিশন বেঞ্চ পুলিশের কাছে জানতে চায়, 'দ্বিতীয় ময়না তদন্তেতে কীভাবে অত্যাচারের দাগ এল? একটা মেলায় এত বড় ঘটনা ঘটল অথচ কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান নেই? নিশ্চিত সাক্ষীরা ভয় পাচ্ছেন। তাঁদের ভয় দূর করুন। কেস ডাইরি খুব গুরুত্বপূর্ণ।' এরই পাশাপাশি আদালত এদিন এ মন্তব্যও করে, 'বৈদ্যুতিক পোল থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু এটা নাও হতে পারে। কারণ দেহে আরও আঘাত ছিল, যেটা দ্বিতীয় ময়নাতদন্তে উঠে এসেছে।'

এই ঘটনায় তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন বিচারপতি দেবাংশু বসাক। বলেন, 'দুই ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আলাদা, এমন হলে মানুষের বিশ্বাস চলে যাবে পুরো সিস্টেমের উপর।' এরপর বিচারপতির নির্দেশ, 'কল রেকর্ডিং সব মোবাইল ফোনের চেক করুন। চিকিৎসক,আইও অর্থাৎ তদন্তকারী আধিকারিক এবং ওসি সহ বাকি সতেরো জনের ফোন রেকর্ডিং খতিয়ে দেখতে হবে।' একই সঙ্গে তাঁর নির্দেশ, যে ১৭ জনের নামে অভিযোগ এসেছে তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হোক।

দুর্নীতির টাকা উচ্চ নেতৃত্বের কাছে পৌঁছনোর মাধ্যম 'কালীঘাটের কাকু', দাবি ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রর জামিন আবেদনের শুনানিতে বিস্ফোরক দাবি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের। বুধবার ইডির তরফে আদালতে জানানো হয়, শাসক দলের নিচুতলার কর্মীদের কাছ থেকে সংগৃহীত দুর্নীতির টাকা সরাসরি উচ্চ নেতৃত্বের কাছে পৌঁছত না। সেই অর্থ পৌঁছে দেওয়ার একমাত্র মাধ্যম ছিলেন সুজয় কৃষ্ণ। আর এই সুজয়কৃষ্ণই তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে পরিচিত 'কালীঘাটের কাকু'।

এর পাশাপাশি ইডির আইনজীবী ধীরাজ ত্রিবেদী আদালতে জানান, '২০ মার্চের রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইসিআর ৬ রেজিস্টার করা হয়েছিল। পরে এই মামলায় সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রর নাম জড়ায়। তিনি রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী একজন ব্যক্তিত্বও বটে। প্রার্থীদের কাছ থেকে তিনি সরাসরি টাকা নিতেন না, বরং এজেন্ট ও সাব-এজেন্টদের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করতেন। কুন্তল ঘোষের মতো অভিযুক্তরা বিভিন্ন সাব-এজেন্টের কাছ থেকে টাকা তুলে সুজয়ের হাতে দিত। এরপর সেই টাকা উচ্চ নেতৃত্বের কাছে পৌঁছে দিতেন তিনি।' এই মধ্যস্থতার জন্যই সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র অর্থ পেতেন বলে দাবি ইডির।

পাশাপাশি ইডির দাবি, সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস কোম্পানির সিওও ছিলেন। এই কোম্পানি তৈরি হয়েছিল নিয়োগ দুর্নীতি চালানোর জন্য। কুন্তল ঘোষ সুজয়ের নির্দেশে একটি ভুয়ো ওয়েবসাইট তৈরি করে নকল কাউন্সেলিং চালু করেছিলেন। এমনকি প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল বলে আদালতে জানিয়েছে ইডি।

প্রসঙ্গত, এদিন ভার্চুয়াল মাধ্যমে আদালতে হাজির ছিলেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। শুনানিতে ইডি জানায়, তাদের হাতে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে, যা তারা পরবর্তী শুনানিতে পেশ করতে চায়। মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী সোমবার, ৮ সেপ্টেম্বর।

ব্রাত্য বসুকে বিধানসভায় ফেলে পেটানোর দরকার ছিল: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: অনুমতির নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ায় সোমবার মেয়ো রোডে গান্ধি মূর্তির পাদদেশে তৃণমূলের ধরনা মঞ্চ খুলে দেয় সেনাবাহিনী। মঙ্গলবার বিধানসভায় বিশেষ অধিবেশনে এই প্রসঙ্গ উঠলে পাকিস্তানের সেনার কথা টেনে আনেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। সেনাবাহিনীর ভূমিকাকে ৭১ সালের পাক সেনাদের অত্যাচারের সঙ্গে তুলনা করেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেছেন, 'সেনারা যখন প্রতিবাদী মঞ্চ খুলে দিল, তখন ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ঢাকা শহরে পাক সেনার গুলি করে হত্যার ঘটনা তাঁর মনে পড়েছিল। আমরা ইতিহাসকে মুছে ফেলতে পারি না।' শিক্ষামন্ত্রীর এহেন মন্তব্যে জোর বির্তকের সৃষ্টি হয়েছে। এই ইস্যুতে শিক্ষামন্ত্রীকে 'পেটানোর' নিদান দিলেন পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতা অর্জুন সিং। বিজেপি নেতার সাফ বক্তব্য, পাক সেনার সঙ্গে ভারতীয় সেনার তুলনা করেছেন শিক্ষামন্ত্রী। কিন্তু বিধানসভায় থাকলে তিনি ব্রাত্য বসুকে বুঝিয়ে দিতেন। তাঁর হুঙ্কার, ব্রাত্য বসুর মতো দেশদ্রোহী লোককে বিধানসভায় ফেলে পেটানোর দরকার ছিল। একজন মন্ত্রী হয়ে

বাংলাদেশের সঙ্গে দেশের তুলনা করছেন। যেই বাংলাদেশকে ভারত জন্ম দিয়েছে। এদিন তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, ব্রাত্য বসু, মমতা ব্যানার্জি দেশের বিরুদ্ধে কথা বলছেন। আর দেশের মানুষ বসে বসে সেটা শুনছেন। প্রাক্তন সাংসদের অভিযোগ, মমতা ব্যানার্জি আগে বিএসএফের অপমান করেছেন। এখন উনি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করছেন। তাঁর কটাক্ষ, যারা দেশ রক্ষা করছেন। সেই সেনা নাকি ওনাকে দেখে ছুটে পালাচ্ছিল। তাঁর হুঁশিয়ারি, ফোর্ট উইলিয়ামে নিয়ে গিয়ে মমতা ব্যানার্জিকে কোর্ট মার্শাল করা উচিত। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার বেলায় ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক সওকত মোল্লার কনভয় বাসন্তী হাইওয়েতে এক বাইক আরোহীকে ধাক্কা মারে। সেই ধাক্কায় কলকাতার কড়েয়া থানা এলাকার বাসিন্দা বাইক আরোহী মহম্মদ তাজউদ্দিনের মৃত্যু হয়েছে। এপ্রসঙ্গে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, সওকত মোল্লার কনভয় একজন বাইক আরোহীকে ধাক্কা দিয়ে মেরে ফেলল। সওকত মোল্লা কি পীরবাবা আছে নাকি। তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তাঁর সাফ বক্তব্য, দেখবেন এই ঘটনায় সওকত মোল্লার বিরুদ্ধে কোনও মামলা হবে না।

চিংড়িঘাটার মেট্রোর জট কাটাতে নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মাত্র ৩৬৬ মিটারের জন্যই চালু করা যাচ্ছে না একটা আস্ত মেট্রো রুট। রাজ্যের কাছে বারবার আবেদন জানিয়েও ফিরতে হয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষকে। শুধু তাই নয়, আদালতে আবেদন জানানোর পরও কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। চিংড়িঘাটার ওই অংশের কাজের জন্য এবার রাজ্যকে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। কারণ, এই ৩৬৬ মিটার জুড়ে গেলেই চালু হয়ে যাবে কবি সুভাষ থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা। সেই রুটের জট কাটাতে এবার উদ্যোগী হল আদালত। মেট্রো রেল, রাজ্য, আরভিএনএল, রাজ্য পুলিশ এবং কেএমডিএ-কে বৈঠকে বসার নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ। কবে আলোচনায় বসা হবে, সে বিষয়েই বৃহস্পতিবারই জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ডিভিশন বেঞ্চ বলে, জনস্বার্থের জন্য আলোচনায় বসুন। পাশাপাশি ডিভিশন বেঞ্চ এও জানায়, শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে শনিবার সকাল ৭টা, শনিবার সন্ধ্যা থেকে রবিবার সকাল এবং রবিবার সন্ধ্যা থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত কাজ করা সম্ভব।

শিয়ালদহ আদালতে রাকেশ সিংকে পেশ, অভিযুক্ত একাধিক ধারায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ট্যাংরা থেকে মঙ্গলবার রাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর বুধবার সকালে বিজেপি নেতা রাকেশ সিংকে শিয়ালদহ আদালতে পেশ করল কলকাতা পুলিশ। কংগ্রেস রাজ্য সদর দপ্তরে ভাঙচুরের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারা, সরকারি সম্পত্তি নষ্টের মামলা ও আর্মস অ্যাক্ট-এর ধারা যুক্ত করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে রিমান্ড চাওয়া হবে।

আদালত চত্বরে সকাল থেকেই উত্তেজনা ছড়ায়। বিজেপি সমর্থকেরা 'মোদী, মোদী' স্লোগান দিতে থাকেন, পাল্টা কংগ্রেস কর্মীরা স্লোগান দেন; 'চোর, ভোটচোর, গদ্দি ছোড়।' পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে গন্ডগোলও হয়। আদালত প্রাঙ্গণে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

রাকেশ সিংয়ের ছেলে শিবম ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার। তাঁর পরিবারের কয়েকজনের বিরুদ্ধে পুলিশে নতুন করে এফআইআর দায়ের হয়েছে, অভিযোগ শিবমকে উদ্ধার করার চেষ্টা করতে গিয়ে তারা মহিলা পুলিশকে হেনস্তা করেছেন।

বিজেপির অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে মিথ্যা মামলা দিচ্ছে। কংগ্রেস দাবি করেছে, দলীয় কার্যালয়ে হামলার নেপথ্যে রাকেশ সিংয়ের হাত স্পষ্ট। আদালতের পরবর্তী শুনানির দিনেই ঠিক হবে, তাঁকে রিমান্ডে দেওয়া হবে কি না।

পুলিশ মমতার এজেন্ডা চালাচ্ছে, তোপ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ট্যাংরা থেকে বিজেপি নেতা রাকেশ সিং গ্রেপ্তার হতেই ফের তপ্ত রাজ্য রাজনীতি। পুলিশের দাবি, এটি 'মাল্টিপল চার্জেস' মামলা। অস্ত্র আইনের সেকশন ২৫ ও ২৭-সহ যুক্ত হয়েছে 'প্রিভেনসন অফ ইনসাল্টস টু ন্যাশনাল অনার অ্যাক্ট এবং বিএনএসএস -এর ধারা ১০৯, ১১৫(২), ১১৮(১), ২২৬(২), ৩(৫), ৩২৪(২), ৩২৬, ৩২৯(৪), ৩৫১ ও ৭৯। অভিযোগ ষড়যন্ত্র, প্ররোচনা, গুরুতর আঘাত ও অস্ত্র ব্যবহার। আইনজীবীরা প্রশ্ন তুলেছেন; অস্ত্র উদ্ধার হয়নি, দলীয় পতাকা পোড়ানোতে জাতীয় সম্মান আইনের প্রয়োগ হয় না, প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকলে মামলা দুর্বল। গুরুতর আঘাত বা হামলার ধারা তখনই হয় যদি অভিযুক্ত ঘটনাস্থলে থাকেন। শুভেন্দু অধিকারী রাকেশের বাড়িতে গিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে শিশু ও মহিলাদের মারধরের অভিযোগ করেন; ছোট বাচ্চাগুলোকে মেরেছে, মহিলাদের রক্তাক্ত করেছে। এটা পুলিশ? তিনি শীর্ষ আদালতের নির্দেশ তুলে ধরে বলেন, আসামির পরিবারের গায়ে হাত দেওয়া যাবে না। বিজেপির শমীক ভট্টাচার্য জানান, পতাকা পোড়ানোতে দল বিশ্বাসী নয়, কিন্তু কর্মীর আবেগের বহিঃপ্রকাশকে অপরাধ বানানো ঠিক নয়। বিজেপির অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসন ইচ্ছে করে ধারার পাহাড় চাপাচ্ছে যাতে রাকেশ দীর্ঘদিন জেলে থাকেন এবং ইন্ডি জোটের সঙ্গী কংগ্রেসকে খুশি রাখা যায়। তারা এই পদক্ষেপকে তঅপোজিশন মুজলিংদ বলে অভিহিত করেছে।

বিতর্কিত অধ্যাপক প্রার্থী নিয়োগে রামকৃষ্ণ মিশনকে নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিতর্কিত অধ্যাপক প্রার্থীকে নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় রামকৃষ্ণ মিশনকে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে অনলাইনে বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীকে প্রফেসর হিসেবে নিয়োগ কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করতে পারে না। এরই পাশাপাশি ইংরেজির সহকারী প্রফেসর হিসেবে প্রার্থীকে নিয়োগের নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের।

আদালতের তরফ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়, সমাজমাধ্যমে যেহেতু তিনি অন্যরকম দৃষ্টিভঙ্গি বা মতাদর্শের উল্লেখ করেছেন, যা তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস, তা যদি মিশনের আদর্শের পরিপন্থীও হয়, তাহলেও কলেজের গভর্নিং বডি তাঁকে নিয়োগ না করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। সঙ্গে আদালত এও জানায়, কলেজ নিজেকে সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলেও দাবি করতে পারে না। এমনকী তাদের স্পেশ্যাল স্ট্যাটাস বা বিশেষ মর্যাদার দাবিও গ্রহণযোগ্য নয়। রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ অথবা যিনি বিপরীত ধর্মী কোন আদর্শপন্থী নন, এক মাত্র তেমন প্রার্থীকেই সুপারিশ করা উচিত বলে কলেজ সার্ভিস কমিশনের প্রতি তারা শর্ত আরোপ করতে পারে না। আদালত সূত্রে খবর, রাজ্য কলেজ সার্ভিস

কমিশনের সুপারিশ করা প্রার্থীকে কলেজ কর্তৃপক্ষ আইনত প্রত্যাখ্যান করতে এবং তাঁকে নিয়োগপত্র দিতে অস্বীকার করার পরিপ্রেক্ষিতেই দায়ের হয় এই মামলা। আদালত সূত্রে এও জানা গেছে, মামলাকারী ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর প্রার্থী ২০০৭ সালে নেট-জেআরএফ উত্তীর্ণ এবং ২০১৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি প্রাপ্ত। ২০২০ সালে কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় তিনি সফলভাবে ইন্টারভিউ উত্তীর্ণ। এরপর মেধাভিত্তিক কাউন্সেলিং-এ উত্তীর্ণ হয়ে তিনি নরেন্দ্রপুরের রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক কলেজকে (স্বশাসিত) পছন্দের কলেজ হিসেবে বেছে নেন। সেই মতো জারি কমিশনের সুপারিশ মতো প্রার্থীকে নিয়োগ করতে অস্বীকার করে কলেজ। এদিকে এই কলেজ স্বশাসিত। রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা কেন্দ্র। ওয়েস্ট বেঙ্গল সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী এটি এক সোসাইটি। কলেজ পরিচালন কর্তৃপক্ষ ওই সুপারিশ পেয়ে জানতে পারে, সমাজ মাধ্যমে এই ব্যক্তির আপত্তিকর বহু পোস্ট রয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কেও তিনি বহু একপেশে এবং অবমাননাকর মন্তব্য সেখানে করেছেন। ফলে এমন ব্যক্তির নিয়োগের ফলে কলেজের পরিবেশ দীর্ঘস্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষত প্রতিষ্ঠানের নীতি লঙ্ঘনের সম্ভাবনা প্রবল মনে করায় গভর্নিং বডি কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেয় বলে হলফনামা দিয়ে জানায় কলেজ কর্তৃপক্ষ।

এদিকে মামলাকারীর দাবি, 'প্রাসঙ্গিক ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দেওয়ার ফলে অন্য কোনও কলেজে নিয়োগ পাওয়ার অধিকার এখন আমার নেই। চাকরি পাওয়ার সুযোগ থেকে আমাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। কোন নির্দিষ্ট আদর্শ প্রচার করার অধিকার তাদের নেই বা সেই আদর্শ মেনে চলার জন্য কাউকে তারা বাধ্য করতে পারে না।'

এরপই আদালতের তরফ থেকে জানানো হয়, সংবিধান অনুযায়ী ওই কলেজ নিজেকে সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান বলে দাবি করতে পারে না। তারা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পায়। তাই তাদের সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত কলেজ হিসেবে গণ্য করতে হবে। প্রার্থীর কিছু মন্তব্যের জন্য মিশনের আদর্শ জলাঞ্জলি যাবে বলে মনে করাটা অমূলক। এরপরই প্রার্থীকে নিয়োগের নির্দেশ দেয় আদালত।

মামলা লেখার ক্ষেত্রে গাফিলতি বরদাস্ত নয়, জানালেন নগরপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মামলা লেখার ক্ষেত্রে গাফিলতি। আর সেই কারণে আদালতে জামিন পেয়ে যাচ্ছেন অভিযুক্তরা। পরপর এমন ঘটনায় উদ্বিগ্ন লালবাজার। সম্প্রতি চিৎপুর থানার একটি মামলা ঠিক ভাবে না সাজানোয় কোর্টে জামিন পেয়েছেন অভিযুক্ত। এরপরেই প্রতিটি ডিভিশনের ডেপুটি কমিশনারদের (ডিসি) বিশেষ নির্দেশিকা পাঠালেন পুলিশ কমিশনার (সিপি) মনোজ ভার্মা।

আর এই নির্দেশিকায় তিনি খুব স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, অভিযুক্তকে শাস্তি দিতে হলে, মামলা সাজানোর সময়ে আইন মেনে যথাযথ প্রক্রিয়া মানতে হবে প্রতিটি থানাকে। প্রয়োজনে থানার অফিসাররা সরকারি আইনজীবীদের পরামর্শ নেবেন, সাহায্য নিতে হবে সিনিয়র অফিসারদেরও। কোনও গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না।

এদিকে গত ক'মাসে কলকাতায় প্রবীণদের উপরে একাধিক হামলা

হয়েছে। সম্প্রতি পঞ্চসায়রে খুন হয়েছেন অসুস্থ বৃদ্ধা। তদন্তে নেমে বাড়ির আয়া ও তার প্রেমিককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। প্রবীণদের ওপর এ ধরনের হামলার ঘটনা নিয়েও কপালে ভাঁজ কলকাতা পুলিশের কর্তাদের। আর সেই কারণেই সিপি চান, প্রবীণ নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে থানার অফিসাররা আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করুন। এর পাশাপাশি থানাগুলিকে জানানো হয়েছে, বয়স্ক নাগরিকরা যে সেন্টার থেকে আয়া বা পরিচারিকাদের কাজে রাখছেন, সেই কেন্দ্রগুলির ব্যাপারে বিস্তারিত খোঁজখবর রাখবে পুলিশই। আয়াদের ছবি, পরিচয়পত্র, বায়োডেটা রাখতে হবে থানার রেকর্ডে। প্রবীণদের বাড়ি গিয়ে ফর্ম দেওয়া বা অনলাইনে ফর্মপূরণে সাহায্য করবেন দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনও পুলিশ আধিকারিক। প্রবীণদের সমস্যায় পাশে দাঁড়ানোর বিষয়টাও নিশ্চিত করতে হবে। এর পাশাপাশিপুজোর মুখে সোশ্যাল মিডিয়ায় নজরদারি জোরদার করতে বলেছে লালবাজার। উস্কানিমূলক পোস্ট চোখে পড়লে তার উৎস খুঁজে বের করে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে থানাগুলিকে।

EKDIN 04.09.2025 PAGE 4_Layout 1 9/3/2025 2:36 PM Page 1

সম্পাদকীয়

রোজই বিভ্রাট, পরিষেবা বাড়তেই বেরিয়ে পড়েছে মেট্রোর কঙ্কাল

উত্তর-দক্ষিণ মেট্রো তো ছিলই। সঙ্গে জুড়েছে হাওড়া ময়দান-সেক্টর ফাইভ, এয়ারপোর্ট-নোয়াপাড়া ও নিউ গড়িয়া- বেলেঘাটার মত আরও তিন রুট। শহরবাসী অধীর আগ্রহে তাকিয়ে ছিল এই রুটগুলির দিকে। আশা ছিল, এবার একটু নির্ঝঞ্ঝাটে গন্তব্যে পৌঁছানো যাবে। কিন্তু কোথায় কী, পরিষেবা বাড়তেই বেরিয়ে পড়েছে মেট্রোর কঙ্কাল। গত সপ্তাহ দুয়েকের তথ্য বলছে, এমন একটা দিনও যায়নি, যেদিন নির্বিঘ্ন মেট্রো সফর করেছেন যাত্রীরা। মেট্রো চড়ে সময়ে গন্তব্যে পৌঁছানো ক্রমশ অলীক স্বপ্ন হয়ে উঠছে। সময়ে ট্রেন আসে না, আসলে ছাড়ে না, বন্ধ হয় না দরজা, ধীর গতিতে চলা, কখনওবা পুরোপুরি স্তব্ধ।এটাই এখন নর্থ-সাউথ মেট্রোর চেনা ছবি। চাপ বাড়তেই দিশেহারা কর্তৃপক্ষ। এত যাত্রী, এত ট্রেন, হিমশিম খাচ্ছেন কর্তা, থেকে কর্মীরা। মুখে স্বীকার না করলেও বোঝা যাচ্ছিল, এই বিপুল সংখ্যক যাত্রীকে পরিষেবা দেওয়ার মত পরিকাঠামো এখনও গড়ে তুলতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। আর সেই ভাবনা যে একেবারেই ভিত্তিহীন তার প্রমাণ মিলল হাতেনাতে। চাপের মুখে প্রায় ২২টি পরিষেবা বন্ধের ঘোষণা করল মেট্রো। ফলে এখন থেকে আর সরাসরি এয়ারপোর্ট থেকে নোয়াপাড়া হয়ে শহিদ ক্ষুদিরাম যাওয়া যাবে না। নোয়াপাড়ায় নেমে ট্রেন বদল করতে হবে। সেই সঙ্গে দমদম থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত সোম থেকে শুক্র যে বিশেষ রাত্রিকালীন পরিষেবা চালু হয়েছিল তাও আপাতত তুলে দেওয়া হল। ব্লু লাইনে দিনে আরও ২০টি ট্রেন কমানো হল। সবমিলিয়ে ব্যাপক কাটছাঁট পরিষেবায়। কেন এই কাটছাঁট? মেট্রোর তরফে অবশ্য খোলসা করে কিছু জানান হয়নি। কর্মী ইউনিয়নগুলির দাবি, এতগুলো রুটে নিরবিচ্ছিন্ন পরিষেবা দেওয়ার মতো পরিকাঠামে এবং লোকবল মেট্রোর নেই। বিশেষ করে রেক ও চালকের অভাব তো ছিলই, এখন পরিষেবা বাড়তেই সমস্যা আরও প্রকট হয়েছে। তাই পরিষেবায় কাটছাঁট করা ছাড়া বিকল্প ছিল না। তাহলে ঢাকঢোল পিটিয়ে কেন সাত তাড়াতাড়ি এক সঙ্গে চালু করে দেওয়া হল এতগুলি রুট? জানাই ছিল এতে যাত্রীর চাপ বাড়বে। তাহলে কেন রাখা হল না প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। জবাবটা এখন মেট্রো কর্তৃপক্ষকেই দিতে হবে।

শব্দবাণ-৩৭৮

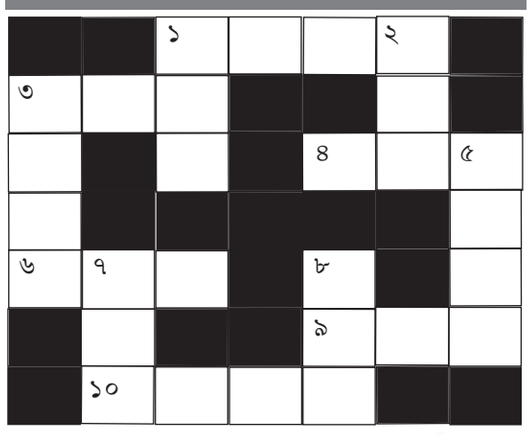

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. চন্দন ৩. গোপনে কোনো জিনিস সরিয়ে দেওয়া ৪. হত্যাকারী ৬. ইঙ্গিত, সংকেত ৯. সস্তা ১০. অবিরাম, একটানা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১.— গঙ্গাস্নান ২. রুপো ৩. ব্যাংক ইত্যাদিতে জমা টাকার হিসাব-সংবলিত বই ৫. ধূসর ৭. শ্যামবর্ণ, কালো ৮. দৈত্য।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৭৭

পাশাপাশি: ২. উত্তরাকাশ ৫. রফা ৬. সৃষ্টি ৭. যুব ৮. ভোজ ১০. নবীকরণ।

উপর-নীচ: ১. ফাঁকা ২. উৎসৃজন ৩. রাত ৪. শরবর্ষণ ৯. ঠেক ১১. বীজ।

জন্মদিন

আজকের দিন

ঋষি কাপুর

১৯৪১ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সুশীল কুমার শিন্ডের জন্মদিন।*
১৯৫২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ঋষি কাপুরের জন্মদিন।*
১৯৬২ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় কিরণ মোরের জন্মদিন।*

কম্পিউটার সায়েন্স এখন অতীত, ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং ভবিষ্যৎ

অনিন্দ্য কিশোর

■ **কৃত্রিম মেধার ঝড়ে দিশেহারা?**

রাজ্য জয়েন্টের কাউন্সেলিং চলবে এই মাসের এগারো তারিখ পর্যন্ত। হাজার-হাজার ছাত্রছাত্রী আর তাঁদের অভিভাবকরা এখন জীবনের এক কঠিন চৌমাথায় দাঁড়িয়ে। কোন পথে গেলে, মিলবে ভবিষ্যতের সোনালি রাজপথ? বর্তমানে, এই প্রশ্নে জেরবার রাজ্যের লক্ষাধিক পড়ুয়ার ততোধিক অভিভাবক।

গত এক দশক ধরে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রবেশিকা মানেই ছিল কম্পিউটার সায়েন্সের জন্য এক প্রকার সোনার দৌড়। র‍্যাঙ্কের সামান্য এদিক-ওদিক হলেই স্বপ্নভঙ্গের হাহাকার। কিন্তু সময় বদলায়। আর সময়ের সঙ্গে বদলায় চাহিদাও। যে কৃত্রিম মেধা বা এআই-কে ঘিরে এত উন্মাদনা, সেই এআই-ই আজ আইটি এবং কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের চেনা জগতে এক অনিশ্চয়তার কালো মেঘ তৈরি করেছে।

বিশেষজ্ঞরা কিন্তু অন্য দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছেন। তাঁদের মতে, এই আবহে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এক পুরনো শাখাই হয়ে উঠতে চলেছে ভবিষ্যতের তুরুপের তাস। নাম; ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন। যখন সফটওয়্যারের দুনিয়ায় টালমাটাল অবস্থা, তখন নীরবে ভবিষ্যতের ভিত গড়ছে এই শাখাটিই। তাই র‍্যাঙ্ক হাতে পাওয়ার পর চেনা পথে হাঁটার আগে, একবার নতুন দিগন্তটাকেও চিনে নেওয়া যাক।

■ **কৃত্রিম মেধার কোপে বিশ্বজুড়ে টালমাটাল আইটি জগৎ**

বিগত এক-দেড় বছর ধরে বিশ্বজুড়ে আইটি এবং টেক-জগতে যে কর্মচ্যুতি বা 'লে-অফ'-এর ঝড় উঠেছে, তা এক কথায় নজিরবিহীন। গুগল, মাইক্রোসফট, মেটা, অ্যামাজন-এর মতো টেক-দৈত্যরা হাজার হাজার কর্মী ছাঁটাই করেছে। বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী, শুধুমাত্র ২০২৩ সালেই বিশ্বজুড়ে টেক-শিল্পে প্রায় আড়াই লক্ষ কর্মী চাকরি হারিয়েছেন।

এই ঝড়ের আঁচ এসে পড়েছে ভারতের মাটিতেও। টিসিএস, ইনফোসিস, উইপ্রোর মতো দেশের প্রথম সারির আইটি সংস্থাগুলি নতুন নিয়োগের হার অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছে। ন্যাসকমের মতো শিল্প সংগঠনের রিপোর্টও বলছে, ফ্রেশারদের জন্য চাকরির বাজার আগের মতো আর উজ্জ্বল নয়।

এই বিপুল কর্মী ছাঁটাইয়ের পিছনে অন্যতম প্রধান কারণ হল কৃত্রিম মেধার অভাবনীয় উত্থান। চ্যাট-জিপিটি, জিটহাব বা কো-পাইলটের মতো টুলগুলি আজ কোডিং, সফটওয়্যার টেস্টিং বা ডি-বাগিংয়ের মতো কাজগুলি মানুষের চেয়ে অনেক দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে করে দিতে সক্ষম। এর ফলে, যে এন্ট্রি-লেভেল সফটওয়্যার ডেভেলপারের ভূমিকা একসময় আইটি শিল্পের মেরুদণ্ড ছিল, আজ সেই পদটিই সবচেয়ে বেশি প্রশ্নের মুখে। সংস্থাগুলি এখন কম কর্মী দিয়ে বেশি কাজ করানোর দিকে ঝুঁকছে। যার প্রথম কোপটি এসে পড়ছে নতুন স্নাতকদের উপর।

এই পরিস্থিতি আমাদের একটি কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করায়। যে সফটওয়্যারকেন্দ্রিক বিশ্ব আমরা এতদিন দেখেছি, তার চরিত্র বদলাচ্ছে। কৃত্রিম মেধা নিজেই সফটওয়্যার লেখার ক্ষমতা অর্জন করছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই কৃত্রিম মেধা যার উপর ভর করে চলছে; অর্থাৎ যে জটিল মাইক্রোচিপ, সেমিকন্ডাক্টর, সেন্সর এবং কমিউনিকেশন সিস্টেম; সেগুলি কারা তৈরি করবে? উত্তরটা লুকিয়ে আছে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অন্য এক শাখায়।

সিদ্ধান্ত নেওয়ার মাহেন্দ্রক্ষণ

এই মুহূর্তে কাউন্সেলিংয়ের পোর্টালে বসে যে সিদ্ধান্তটি নেওয়া হচ্ছে, তা কেবল একটি কলেজের একটি আসনে ভর্তি হওয়া নয়। এটি আগামী চার বছরের জন্য কোনও পড়ুয়ার কেরিয়ারের ভিত তৈরির একটি বাজি। আজ থেকে চার বা পাঁচ বছর পর যখন সে স্নাতক হয়ে বেরোবে, তখন চাকরির বাজারের ছবিটা কেমন হবে, তা মাথায় রেখেই সিদ্ধান্ত নেওয়াটা বিচক্ষণতার পরিচয়। আজকের দিনের সবচেয়ে জনপ্রিয় শাখাটিই যে চার বছর পর সেরা থাকবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। আইটি শিল্পের সাম্প্রতিক টালমাটাল পরিস্থিতি সেই বিপদ ঘণ্টাই বাজাচ্ছে।

তাই শুধুমাত্র গত বছরের প্লেসমেন্টের সর্বোচ্চ প্যাকেজ দেখে বা বন্ধুদের কথায় প্রভাবিত না হয়ে, একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করা অত্যন্ত জরুরি। এমন একটি শাখাকে বেছে নেওয়া উচিত যার ভিত্তি মজবুত এবং যা ভবিষ্যতের প্রযুক্তির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। একজন ভাল ইঞ্জিনিয়ার যে কোনও শাখা থেকেই কোডিং শিখতে পারেন। কিন্তু একজন কম্পিউটার সায়েন্সের ছাত্রের পক্ষে কোর ইলেকট্রনিক্সের জটিল বিষয়গুলি পড়ে শেখা প্রায় অসম্ভব। কাউন্সেলিংয়ের এই কয়েকটি দিনই সেই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সময়।

■ **বাংলার শিক্ষাচিত্রে কেন আরও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন**

এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক শিক্ষা পরিস্থিতিও এক গভীর সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা; সর্বত্রই যেন এক অনিশ্চয়তার বাতাবরণ। এর কয়েকটি প্রধান কারণ হল।

নিয়োগে দুর্নীতি শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে।

পরিকাঠামোর অভাব অনেক রাজ্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো বা আধুনিক ল্যাবের অভাব রয়েছে।

মেধা পাচার রাজ্যের সেরা ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকরা সুযোগের অভাবে ভিন রাজ্য বা বিদেশে পাড়ি দিচ্ছেন। যা রাজ্যের মেধা-ভাণ্ডারকে প্রায় শূন্য করে দিয়েছে।

এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে, ছাত্রছাত্রীদের এমন একটি বিষয় নির্বাচন করা উচিত যার প্রাসঙ্গিকতা এবং চাহিদা শুধুমাত্র রাজ্যের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত। ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং-র মতো একটি কোর শাখা, যার পাঠ্যক্রম সারা দেশে প্রায় একই এবং যার প্রয়োগ সর্বজনীন। সেই ডিগ্রির গুরুত্ব এই প্রতিকূল পরিবেশেও বজায় থাকবে।

■ **বিশেষজ্ঞদের বাজি ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং**

শিক্ষাবিদ এবং শিল্প বিশেষজ্ঞরা কেন বারংবার ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংকেই ভবিষ্যতের সেরা বাজি হিসেবে মনে করছেন? এর পিছনে রয়েছে কয়েকটি অকাট্য যুক্তি।

হার্ডওয়্যার ছাড়া সফটওয়্যার অচল কৃত্রিম মেধা, ইন্টারনেট অফ থিংস, ফাইভ-জি বা সিক্স-জি টেকনোলজি, ইলেকট্রিক গাড়ি, রোবোটিক্স; এই সমস্ত ভবিষ্যৎ প্রযুক্তিই দাঁড়িয়ে আছে অত্যাধুনিক হার্ডওয়্যারের উপর। আর এই হার্ডওয়্যারের জন্ম হয় ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারদের হাতে। সেমিকন্ডাক্টর, মাইক্রোচিপ, সেন্সর, মাইক্রোপ্রসেসর এবং কমিউনিকেশন সিস্টেম; এই সবকিছুর ডিজাইন, নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করেন ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার। সোজা কথায়, কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং যদি হয় গাড়ির চালক, তা হলে ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (ইসিই) হল সেই গাড়ির ইঞ্জিন এবং শরীর। ইঞ্জিন না থাকলে চালক গাড়ি চালাবে কী করে?

বৈচিত্র্য এবং নমনীয়তা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং হল হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের মধ্যে এক পারফেক্ট সেতু। এই শাখার ছাত্রছাত্রীরা একদিকে যেমন ভেরি লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন, এমবেডেড সিস্টেম এবং সিগন্যাল প্রসেসিং-এর মতো কোর হার্ডওয়্যার বিষয় পড়েন, তেমনই সি, জাভা, পাইথন-এর মতো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজও শেখেন। এর ফলে একজন এই শাখার স্নাতক যেমন ইন্টেল, কোয়ালকম এনভিডিয়া-র মতো কোর সেমিকন্ডাক্টর সংস্থায় চাকরি পেতে পারেন, তেমনই সামান্য চেষ্টাতেই টিসিএস, ইনফোসিস-এর মতো আইটি সংস্থাতেও সহজেই চাকরি পেতে পারেন। কিন্তু একজন কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং স্নাতকের পক্ষে কোর হার্ডওয়্যার সংস্থায় চাকরি পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

ভবিষ্যতের চাকরির ঠিকানা আগামী দশকে যে ক্ষেত্রগুলিতে বিপুল নিয়োগ হবে, তার সবকটিই ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং নির্ভর। যেমন

সেমিকন্ডাক্টর শিল্প ভারত সরকারের 'ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর মিশন'-এর দৌলতে দেশে চিপ তৈরির শিল্পে বিপুল বিনিয়োগ আসছে।

টেলিকমিউনিকেশন ফাইভ-জি এবং আসন্ন সিক্স-জি প্রযুক্তির প্রসারের জন্য দক্ষ কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারের চাহিদা তুঙ্গে।

ইলেকট্রিক গাড়ি গাড়ির কন্ট্রোল সিস্টেম, ব্যাটারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং সেন্সর তৈরির জন্য ইসিই ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক।

বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং আধুনিক চিকিৎসা যন্ত্র (যেমন, এমআরআই, ইসিজি মেশিন) তৈরিতেও ইসিই-র ভূমিকা অনস্বীকার্য।

সুতরাং, এটা স্পষ্ট যে কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রতি অন্ধ মোহ একবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এসে এক কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি। কৃত্রিম মেধার উত্থান একদিক দিয়ে যেমন বিপদ, তেমনই অন্যদিক দিয়ে নতুন সুযোগের দরজাও খুলে দিচ্ছে। ইসিই, সেই সুযোগেরই নাম। কাউন্সেলিংয়ের পোর্টালে তোমার একটি মাত্র ক্লিকই ঠিক করে দেবে, তুমি কি বদলাতে থাকা বর্তমানের শরিক হবে, না ভবিষ্যতের রূপকার?

সিদ্ধান্ত তোমার।

লেখক: বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক এবং পেশা-পরামর্শক। সরকারি জার্নাল-সহ বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় নিয়মিত লেখেন।

স্বাধীনতার আভাস আছে, নাগাল নেই!

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

স্বাধীনতা দিবস গেলো। ফুটবল খেলা হলো, রক্তদান হলো, ঘুড়ি ওড়ানো হোল,পথেঘাটে তিলোত্তমা থেকে তামান্নার উপর ঝাঁঝালো বক্তব্য হলো, লালকেল্লা,রেড রোড, কুচ কাওয়াজ হল। বেলুন,পতাকা, রঙ, সঙ,ঢং আরো যাবতীয় মিলেমিশে একাকার হলো। এবারেও দেখাগেছে সেই ছেলেমেয়েদের ঢল -- যারা জোড়ায় বাঁচে। মানে ভ্যালেন্টাইন, সরস্বতী পুজো, আর এই ১৫ ই আগস্ট যেনো মিলেমিশে একাকার। স্কুলের ভিড় দেখা গেছে। কচিকাঁচাদের আগের থেকে প্রস্তুতি মানে নিপাট ড্রেস, একটু বড়দের চড়া মেকআপ, রোগাপাতলাদের সেই ঢোলা পাঞ্জাবি-পায়জামা, মধ্য বয়স্কা দের না বলা ছলা কলা বলা - যায়না বলা --- সবই আগের মত। সরি, আগের থেকে বেশি। যেমন খাসির দোকানে লাইন, সঙ্গে মদের দোকানেও। পতাকা ঘুরছে বাইকে। তিন, চার চাকাও থামেনি। সাইকেলে পতাকাটা তেমন নামেনি। দেখেছি নেতাজির গলায় মালা ঢাকা আর গান্ধীজির স্টাটু সম্পূর্ণ ফাঁকা। ধরা পড়েছে এবারও উল্টো করে পতাকা লাগানো। ভুল হয়েছে কততম স্বাধীনতা দিবস বলাতে। ভুল হয়েছে এবারও প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে ১৫ ই আগস্ট গুলিয়ে ফেলা। কতগুলি বাংলা ও হিন্দি মুভি রিলিজ হয়েছে সে খবর অবশ্য ছেলে ছোকরাদের কাছে আছে। না খুঁটি পুজো তেমন হয় নি। কারণ দুর্গা পুজো অনেক এগিয়ে। বিরিয়ানির দোকানে লাইন, হোটেল- বার-পাব ঠিকঠাক কি আগের থেকে বেশি! সাংঘাতিক রাইটাররা কি করেছে জানি না। তবে কবিতা লিখলে মরবে। হাই ডিপ্রেশন ছাড়া নাকি এখন কেউ ও সবে মাতে না। অনেকে বলে বোলে শুনেছি। ভয় নেই! হয়তবা সুনীল গাঙ্গুলী বেঁচে থাকলে বুঝিয়ে দিত।

না, প্রকৃতি বেইমানি করেনি। স্বাধীনতার দিনটি বেশ ছিল। ঠাণ্ডা গরমের মিশেল। মানে কারো জমেছে তো কারো কমেছে। মানে ঠিক যেনো পুজোর পূর্বাভাস। একটা মিষ্টি দিন। না, মেঘের তেমন আনাগোনা দেখা যায়নি। বৃষ্টির তেমন প্রাদুর্ভাব ও ছিল না। মানে প্রকৃতির সব কিছু ঠিকঠাক। রসালো সেই দিন। সুতরাং জমেছে স্বাধীন দিন।

আচ্ছা আঁতেল রা ঠিক কি করছিল? চলুন তবে সেই ঘরে পায়চারি করা যাক। এখন এই আঁতেল শ্রেনীর মানুষ অনেক বেশি হয়ে গেছে। একটা সময় মনে করা হতো যারা অধিক জ্ঞানী অথচ কোনো কাজে তার জ্ঞানকে লাগাতে পারেনি তেমন মানুষই আঁতেল। বলতে খারাপ লাগলেও বলতেই হচ্ছে নন্দন চত্বরে এই আঁতালোমের চাষ হয়। মানে ধরুন হাজারো কবিতা লিখে খাতা ভর্তি করা থাকলেও একটি প্রকাশিত হয়েছে কোনো বড় পত্রিকায়। ব্যস, সে কবি হয়ে গেলো। তার আর সেই ' কবি ' তকমা থেকে নামা মুস্কিল। এই যাত্রা চলতেই থাকলো। কিম্বা ধরুন গ্রুপ থিয়েটার করা মানুষটা যে কিনা বহু জায়গায় মঞ্চ করলেই ছোট পর্দায় একটা চান্স পেয়েছিল কিম্বা বড়পর্দায় জুনিয়র আর্টিস্ট। ব্যস, হলো তার সর্বনাশ। সে তো আর অন্য কিছুতে মন দিতে পারবে না। সে ভাবনায় উত্তমকুমার। এরকম ছবি আঁকা, নাচ, গান কত কি পারফর্মিং আর্ট আছে যেখানে অনেকে ডুবেছে। কারণ তারা বাস্তবে বিশ্বাস করেনি, প্রদীপের উজ্জ্বল আলোর শিখা দেখেছে পেছনের অন্ধকারকে দেখেনি। কিম্বা জানলেও অনুভবে মানতে চায়নি। সুতরাং... গেলো গেলো আর গেলো। হ্যাঁ, তাদের স্বাধীনতা কেমন ছিল? আসুন সেই ঘরেই ঘুরে আসি। যে ছবি আঁকতে পারে সে একটা ছবি এঁকেছিল স্বাধীনতার দিবসের আগের রাতে। রক্ত দিয়ে। সাবজেক্ট সেই তিলোত্তমার বিচার চাই। হ্যাঁ, এক বছর পেরিয়েছে। তার কোথায় বিচার হলো? যে গান জানে সেও গাইছে--- আর কবে, আর কবে, আর.... কবে। যে কবিতা জানে সেও বলতে চেয়েছে--- তোর কি অত আমার শরীর কোথায় কেমন ঢাকবো কত! এই রকম আছে কত। মুশকিলটা হলো ভেতরের কাহিনীতে ঢুকলে। জানা গেলো যে ছবি এঁকেছিল সেটা তার রক্ত নয়, ওই রক্ত মাখা ব্যান্ডেজ থেকে তুলির আঁচড় আসলে বেশ কিছুটা আগে প্রজেক্টের জন্যে কোনো এক খুব চেনা দোকান থেকে চেয়ে আনা মুরগির রক্ত। যে গান গাইলো সে জাস্ট মুখ মেলালো। আর যে কবিতা আওরাচ্ছিল যে---তোর কি অত আমার শরীর কোথায় কেমন ঢাকবো কত---- আসলে তার শরীরে কাপড় তেমন নেই বললেই চলে। আরো জানা গেছে ঠিক আগের রাত কাটানো পুরুষটি তাকে ঠিকমতো সুখ দেয়নি। এমনকি নেশার ঘোর তার চলেছে মঞ্চে কবিতা কাঁপানো য়।

এই তো আমাদের স্বাধীনতা! আমাদের প্রজন্ম! আপনি কত ভালো স্কুলে দেবেন যেখানে আপনি ছোটবেলা থেকে নিরাপদ থাকতে পারেন! আপনি যেটা জানেন সেটা ঠিক। আপনি যেটা জানেন না সেটা ঠিক নয়। কিভাবে আমি আপনি বাঁচব বলুন তো? আমরা স্বাধীনতার এত বছর পরেও কি সত্যি স্বাধীন? আপনার আমার প্রশ্ন আসবে না আমার আপনার ছেলেমেয়ে যেখানে পড়ে সেখানে সব ভালো পরিবেশ কিনা? যা হচ্ছে সব ভালো হচ্ছে এটা কোন ধরনের সহ্য শক্তি! বলতে পারেন ভালো জায়গাটা কোথায়? কোথায় আমরা ঠিক শিক্ষাটা পাবো? আমাদের মধ্যে থেকে আর কবে লোভ, হিংসা, আবেগের মত বিষয় খুব স্বাভাবিক হবে? কি সর্বনেশে গান লিখেছিল অনুপম রায়। 'আমাকে আমার মত থাকতে দাও/ আমি নিজেকে নিজের মতো গুছিয়ে নিয়েছি'। দেখো কান্ড! মানে নিজেকে নিজের মতো গুছিয়ে নিলে আর অন্য কারো দরকার পরে না! বিচিত্র ব্যাপার। তার মানে ওই গান শেখায়---আমরা আবার, যে-যার! আমরা দেখছি সব সাফল্যের পিছনে আছে নির্মম কাহিনী। আমদের ভালো হলো কই? আমরা স্বাধীন। তার মানে কি এটাই ধরে নিতে হবে যে আমরা বেপরোয়া। আমাদের স্বাধীনতা মানে কি যেমনখুশী সাজা। মানে যে যেমন পারব জীবন নিয়ে মাতবো? না, এখনো ঠিক তাই নয়। তবে আমাদেব জাগতে হবে, জাগাতে হবে। দায়িত্বভার তুলে দিতে হবে ইয়ং জেনারেশন দের উপর। যারা কাজ করবে। যার ভুল করবে। বার বার ভুল হবে। কিন্তু এই বিশ্বাস তাদের জাগাতে হবে যে আমাদের একদিন ঠিক হবে। একদিন সঠিক বিশ্বাস জন্মাবে যে আমরা করবো জয়।

আজ স্বাধীনতার এতো বছর পার হয়ে গেলো। কই, আমাদের বোধের উদয় হলো কই! আমাদের মানুষিকতার উদয় হলো কই! আমরা কোথায় কিভাবে স্বাধীন হলাম! এখনো চাষী মরে, এখনো গরীব মরে। এখনো সন্ত্রাস থামেনি। এখনো খুন, হিংসা, দ্বন্দ্ব, থামেনি। এখনো ধর্ষণ থামছে না। এখনো কতই শিশুশ্রমিক আছে সমাজে! এখনো শিশু পাচার হয়! এখনো কত লোক একবেলা খেয়ে বেঁচে থাকে! এখনো কত সাধ গরিবের পূরণ হয় না শুধু অর্থের অভাবে! এখনো কত বেকার। মানুষ এখনো কত আশ্রয়হীন, নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। এখনো সব মানুষের জন্যে খাবার ব্যবস্থা নেই। এখনো মানুষ কতই না অভাবে। না, সব কিছু রাতারাতি ঠিক হয়ে যাবে না। সব পেলে নষ্ট জীবন। জীবনে সঙ্গে থাকবে সব কিছু-- অভাব দরিদ্র সবকিছু। কিন্তু বাকিগুলি! না, আমরা বাকি মানে খুন ,হিংসা, ধর্ষণ, মার্ডার থাকবে কেনো? আমরা যেদিন এসব ঘটানোর জন্যে আমাদের বিবেককে সমস্ত অবৈধ বিষয় থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারব সাথে সুস্থ মানসিকতায় উন্নত করতে পারব সেদিনই আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতার রূপ রস গন্ধ বর্ণ উপলব্ধি করতে পারবো। কি মানবেন তো?

লেখক: বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

দাম্পত্য অশান্তির মীমাংসায় তোলা! মালদায় কাঠগড়ায় সিভিক ভলান্টিয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: প্রতিবেশী এক পরিবারের স্বামী ও স্ত্রীর অশান্তির মীমাংসা করার ক্ষেত্রে দুই লক্ষ টাকা তোলা আদায়ের অভিযোগ উঠলো মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের এক সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, টাকা না দেওয়ায় অপহরণ করা হয় প্রতিবেশী এক যুবককে। এমনকি ওই যুবকের একটি দোকানে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় ওই সিভিক ভলান্টিয়ার তথা তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী তারিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে। পুরো বিষয়টি নিয়ে লিখিত অভিযোগ জানানোর পরেও পুলিশ প্রয়োজনীয় কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মালিওর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নারায়ণপুর এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নারায়ণপুরের বাসিন্দা গোলাম রসুলের সঙ্গে বিহারের পূর্ণিয়া রিজওয়ানা পারভিনের কয়েক মাস আগে বিয়ে হয়। কিন্তু স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি লেগেই থাকতো। সেই অশান্তি মেটানোর জন্য মেয়ের বাবার বিহারের বাড়িতে গত ২৩ আগস্ট সালিশি সভা ডাকে তৃণমূলের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী তারিকুল ইসলাম। যিনি আবার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সিভিক ভলান্টিয়ার। সালিশিতে মধ্যস্থতা না-হলে থানায় নিয়ে যাওয়ার নাম করে গোলাম রসুলকে অপহরণের অভিযোগ ওঠে ওই সিভিকের বিরুদ্ধে। এরপর তারিকুল ইসলাম-সহ রসুলের শ্বশুর বাড়ির পরিবারের বিরুদ্ধে অপহরণের অভিযোগ হয়। বিহার থেকে গোলাম রসুলকে উদ্ধার করে পুলিশ। তারপর অভিযোগপত্র থেকে তারিকুলের নাম সরানোর জন্য বারবার চাপ এবং হুমকি আসতে থাকে।

এদিকে এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার রাতে গোলাম রসুল এবং তাঁর দাদার প্রসাধনী সামগ্রীর দোকানে রহস্যজনকভাবে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। তাঁদের অভিযোগ, 'তারিকুল ফোন করে তাঁদের হুমকি দিয়েছিল। বলেছিল, অনেক বড় ক্ষতি করে দেবে সে। আর সেই ঘটনায় ঘটলো। ওই সিভিক দলবল নিয়ে তাদের দোকান জ্বালিয়ে দিয়েছে।' শুধু তাই নয় স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী তাজমুল হোসেনের ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণেই তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করছে না বলেও অভিযোগ উঠেছে।

এদিকে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই তারিকুল ইসলাম বলেন, 'এই ধরনের কোনও ঘটনার পিছনে আমি জড়িত নই। চক্রান্ত করে আমাকে ফাঁসানো হচ্ছে। এলাকার একটি পরিবারের স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে গোলমাল হয়েছিল। তা মীমাংসা ওদের পরিবার করার জন্য আমাকে বলেছিল। আমি কোনওরকম টাকা নিইনি এবং ওই দোকানে কে বা কারা আগুন ধরিয়েছে তাও বলতে পারব না। সবটাই মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন।' এদিকে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপির জেলা সম্পাদক রূপেশ আগরওয়াল বলেন, 'অন্যায়ভাবে ওই পরিবারটিকে চাপ দিয়ে টাকা চাওয়া হয়েছে। শাসকদল ঘনিষ্ঠ বলে ওই সিভিক ভলান্টিয়ারকে প্রোটেকশন করা হচ্ছে না।' হরিশ্চন্দ্রপুরে তৃণমূল বিধায়ক তাজমুল হোসেন বলেন, 'যদি কেউ অন্যায় করে থাকে তার জন্য পুলিশ এবং প্রশাসন রয়েছে। ঘটনা কি ঘটেছে জানি না। তবে অভিযোগ প্রমাণিত না হলে কাউকেই অভিযুক্ত করা যায় না। পুরো বিষয়টি পুলিশ তদন্ত করে দেখছে।'

এসআইআর না-হলে, বিধানসভা নির্বাচন হতে দেব না: শ্রীরূপা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: 'এসআইআর যদি না হয়, তবে এই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন হতে দেব না। মণ্ডল কমিশন যখন হয়েছিল ঠিক সেই রকম ভাবেই দিল্লিতে আগুন জ্বলবে। নির্বাচন কমিশন দপ্তরে গিয়ে আমরা বসবো। আমরা জানি না নির্বাচন কমিশন কিভাবে এই রাজ্যে এসআইআর করবে। পুলিশ দিয়ে করবে? না সেনাবাহিনী দিয়ে করবে।' বুধবার দুপুরে একটি সাংবাদিক বৈঠকে এই রীতিমতো হুমকি দিলেন ইংরেজবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী।

বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী অভিযোগ করেন, বাংলার বুকে এসআইআর করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। প্রতিটা বুথে ১০০, ২০০'র ওপর মৃত ভোটার। বাড়ছে অনুপ্রবেশ। ভোট আসলে রক্তাক্ত হচ্ছে বাংলা। এই পরিস্থিতিতে আমরা এই বাংলায় এসআইআর চাই। যদিও বিজেপি বিধায়কের পাল্টা দিয়েছে তৃণমূল। মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, 'আপনাকে অনেক আশা নিয়ে ইংরেজবাজারের জনগণ ভোট দিয়েছে। কিন্তু আপনাকে এলাকায় দেখা যায় না। কিছুদিন আগেই আপনার নিখোঁজ বিধায়ক পোস্টার পড়েছিল। উত্তর প্রদেশ থেকে গুজরাট এই সমস্ত রাজ্যে ভোটের সময় এসআইআর করা হলো না কেন? এখন বাংলা নিয়ে আপনার মাথা ব্যথা।'

SBI | এসবিআই এইচএলসি বেহালা (১৭৮৯৯)
বেহালা, জীবন তারা বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩এ/৪৪এক্স, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৩
ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : সুশান্ত বিবহার, ই-মেল আইডি : sbi.17899@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১২৫৮৭

পরিশিষ্ট - II-A [দ্রষ্টব্য রুল ৬(২)]
অস্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২) সংস্থান অধীনে অস্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৩.০৯.২০২৫
সময় : ৩০০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে নিচে বর্ণিত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ অস্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** **২৩.০৯.২০২৫** তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে'** এবং **'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** বিক্রি করা হবে **২১,৩৬,৩১০ টাকা** জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী নাজমুল মল্লিক**-এর কাছ থেকে। সংরক্ষিত মূল্য **২০,৫২,০০০ টাকা** এবং বায়না জমা **২,০৫,২০০** টাকা।

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ, যদি কিছু থাকে, অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
JEEP MERIDIAN LTD PLUS AT 4X4, রেজিস্ট্রেশন নং - WB08 Q2123, ইঞ্জিন নং ৪২৬৩০৫০, চেসিস নং : MCAPJ9AY4PFA07611*7P, নির্মাণ বর্ষ :২০২৩।

* আরটিও-তে গাড়ির মালিকানা হস্তান্তরের জন্য ব্যাংক বা তার কোনও কর্মকর্তা দায়ী থাকবে না।
* বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত লিংক, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **https://www.bankeauctions.com** দেখুন

তারিখ : ০৪.০৯.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : এইচএলসি বেহালা — এসবিআই এইচএলসি বেহালা

SBI | স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II, কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১ ইমেল : sbi.18192@sbi.co.in
সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, মূল স্বত্ব দলিল নং ১-৮৩০৯-২০০৮ সালের, অভিহিত পাটনি এবং সরিতা পাটনির নামে এবং স্বত্ব দলিল নং ১-১২৪৮-১৯৯৬, সুরেশ কুমার পাটনি এবং সরিতা পাটনির নামে, মেসার্স ইমপেক্স মেটাল অ্যান্ড ফেরো অ্যালয়স লিমিটেডের অ্যাকাউন্টে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার নিকট বন্ধকদত্ত।

নিম্নস্বাক্ষরকারী আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছে যে উল্লিখিত মূল স্বত্ব দলিল নং ১-৮৩০৯-২০০৮, অভিহিত পাটনির নামে এবং স্বত্ব দলিল নং ১-১২৪৮-১৯৯৬, সুরেশ কুমার পাটনি এবং সরিতা পাটনির নামে, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ-II এর হেফাজত থেকে পাওয়া যাচ্ছে না বা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। উক্ত স্থানান্তরিত/ হারিয়ে যাওয়া দলিলগুলির বিষয়ে শেক্সপিয়ার সরণি থানায় জি ডি ই নং ৩০৩১, তারিখ ৩০.০৮.২০২৫ দায়ের করা হয়েছে।

কোনও ব্যক্তি উক্ত মূল দলিলগুলি পেয়ে থাকলে বা কোনও দাবি, আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট অনুগ্রহ করে জমা দিন এবং/বা আপত্তি, দাবি দাখিল করুন, এবং সংশ্লিষ্ট সময়ের পরবর্তীতে কোনও দাবি আপত্তি গ্রাহ্য হবে না। আরও অবগত করা হচ্ছে যে, কোনও ব্যক্তি যদি অসৎ উপায়ে সংশ্লিষ্ট দলিল ব্যবহার করেন তা অবৈধ এবং আইনি জটিলতার মধ্যে পড়তে পারেন। কোনও কারণে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনও যোগাযোগ না করা হলে উক্ত দলিলের সার্টিফায়েড কপি মূল নথি হিসেবে সংশ্লিষ্ট সকল উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে।

তারিখ : ০৪.০৯.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা — এসবিআই, এসএএমবি-২, কলকাতা

ইউকো ব্যাঙ্ক | UCO BANK
ইউকো ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস কলকাতা
৫, লালা লাজপত রায় সরণি
২য় তল, কলকাতা - ৭০০০২০
অলঙ্কার নিলামের জন্য বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কলকাতা জোনের অধীনে শাখাগুলির নিম্নোক্ত ঋণখেলাপি ঋণগ্রহীতাদের দায়বদ্ধ স্বর্ণ নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে **২৫০৯.২০২৫ তারিখ বেলা ১২ টায়** নিলাম করা হবে।

নিলামের স্থান : ইউকো ব্যাঙ্ক, হরিদেবপুর শাখা, ১০৭৭, এম জি রোড, হরিদেবপুর, কলকাতা - ৭০০০৮২

ক্রম নং	শাখা	ঋণগ্রহীতার নাম	স্বর্ণ (মোট) অলংকারের ওজন	নিট ওজন	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়)	বায়না জমা (টাকায়)
১.	হরিদেবপুর শাখা (২৩৮১)	সুদীপ্ত মুখার্জি	৫৮.২০০ গ্রাম	২৯.২০০ গ্রাম	২,৬১,০০০ টাকা	৬৫,২৫০ টাকা (২৫ শতাংশ সংরক্ষিত মূল্যের)
			৫৭.৮০০ গ্রাম	২৯.৮০০ গ্রাম	২,৫২,০০০ টাকা	৬৩,০০০ টাকা (২৫ শতাংশ সংরক্ষিত মূল্যের)

১) ব্যাঙ্ক স্বর্ণ অলংকার/মুদ্রার ওজন বা শুদ্ধতার বিষয়ে বা স্বর্ণ স্বচ্ছতা বা অন্য কোনও বিষয়ে নিশ্চিন্ততা দিতে অপারগ।
২) সংশ্লিষ্ট অলংকার ব্যাঙ্কের যেকোনও কাজের দিন কাজের সময়ে আগ্রহী ডাকদাতারা পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।
৩) আগ্রহী ডাকদাতা/ক্রেতাকে উল্লিখিত মতে বায়না জমা দাখিল করতে হবে।
৪) সর্বোচ্চ ডাকদাতাকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে বা পরবর্তী কাজের দিন কাজের সময়ে অবশিষ্ট পরিমাণ আদায় দিলে অলংকার হস্তান্তর করা।
৫) সফল ডাকদাতা সংশ্লিষ্ট পরিমাণ আদায় দিতে ব্যর্থ হলে, বায়না জমা বাজেয়াপ্ত হবে এবং অলংকার ৩০ দিনের মধ্যে পুনরায় বিক্রি করা হবে, বায়না জমার খামতি বা অতিরিক্ত ক্ষেত্রে সফল ডাকদাতার পূর্বের নিলাম ডাক থেকে আদায় করা হবে কিন্তু অলংকারের জন্য আদায় দেওয়ার পরও অলংকার গ্রহণ না করলে।
৬) অসফল ডাকদাতা নিলাম সমাপ্ত হওয়ার অব্যবহিতভাবে বায়না জমা ফেরত পাওয়ার অধিকারী।
৭) ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও পর্যায়ে নিলাম বন্ধকরার আইনি অনুমোদিত এবং সেক্ষেত্রে বায়না জমা ফেরত দেওয়া হবে।
৮) নিলাম মাধ্যমে অলংকার ক্রয়ের প্রস্তাব স্বীকার করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কেবল ব্যাঙ্কের এবং ব্যাঙ্ক সর্বোচ্চ প্রস্তাব গ্রহণে বাধ্য নয়।
সংশ্লিষ্ট সকল আগ্রহী ডাকদাতাকে সংশ্লিষ্ট শাখা প্রবন্ধক এর নিকট **২৩.০৯.২০২৫ বেলা ১২ টা থেকে বেলা ১ টার মধ্যে** বায়না জমা দাখিলের অনুরোধ করা হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট সময়ের পর প্রস্তাব ব্যাঙ্ক কর্তৃক গ্রহণ করা হবে না।

তারিখ : ০৪.০৯.২০২৫ — স্বা/-
স্থান : কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, ইউকো ব্যাঙ্ক

নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড
CIN: L10400WB1907PLC001722
রেজি. অফিস : ১৭, রায় স্ট্রিট, এলকোলা, কলকাতা - ৭০০০২০
ফোন : ০৩৩ ৪০৬২ ৯১২৭
ই-মেল : neelachalkolkata@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.neelachal.co.in

১১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস : ১৭ রায় স্ট্রিট, এলকোলা, কলকাতা-৭০০০২০, এর ১১৯ বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) শুক্রবার ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে সকাল ১১ টায় [illegible] স্টুডিও, ৪, এন এস সি বোস রোড, টালিগঞ্জ, কলকাতা-৭০০০৪০, ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হবে এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য যা সদস্যগণকে প্রেরিত হয়েছে।

এজিএম নোটিশ এবং ৩১ মার্চ ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন উপযুক্ত সদস্যগণের নথিভুক্ত ইমেল ঠিকানা/ডাক ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.neelachal.co.in তেও উপলব্ধ।

সভায় যোগদান এবং ভোটদানের অধিকারী সদস্যগণ তাদের পক্ষে সভায় যোগদান এবং ভোটদানের জন্য প্রক্সি নিয়োগ করতে পারেন। যথাযথভাবে পূরণ করা প্রক্সি ফর্ম সভার অন্তত ৪৮ ঘন্টা পূর্বে রেজিস্টার্ড অফিসে প্রেরিত করতে হবে।

আরও বিস্তারিত জানতে, সদস্যগণ কোম্পানির ওয়েবসাইট neelachalkolkata@gmail.com যোগাযোগ করতে পারেন।

নীলাচল মিনারেলস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
স্থান : কলকাতা — তেজস দোশী
তারিখ : ০২.০৯.২০২৫ — ডিরেক্টর

SBI | স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, রিজিওনাল বিজনেস অফিস, রিজিওন-১, ১০৬, কিরণ চন্দ্র সিংহ রোড, হাওড়া -৭১১১০২

নতুন শাখা স্থাপনের জন্য প্রেমিসেস আবশ্যক

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, রিজিওনাল বিজনেস অফিস, রিজিওন-১, হাওড়া অন্তর্গত, হাওড়াতে এটিএম সহ প্রস্তাবিত নতুন শাখা স্থাপনের জন্য ২০০০ থেকে ২৫০০ বর্গফুট স্পেস বাজার এলাকায় অবাধ দৃশ্যমানতা সহ গ্রাউন্ড ফ্লোরে ৬০০ মিটারের মধ্যে লিজের ভিত্তিতে একতলায় বৈদ্যুতিক সংযোগ, জল, পার্কিং এবং জেনারেটর স্পেস এবং বর্ষার সময়ে জল জমার সমস্যা ব্যতীত ১৫ দিনের মধ্যে দখল দিতে প্রস্তুত মালিকগণের (নির্মিত ভবন) কাছ থেকে লিজে দিতে প্রস্তুত আগ্রহ আহ্বান করছে। আগ্রহী মালিকগণ **টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল টেন্ডার,** রিজিওনাল ম্যানেজার আরবিও-১, হাওড়ার নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় কাজের দিন দুই পৃথক সিলকরা খামে ৭ কাজের দিনে দাখিল করুন। ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও দালালি/কমিশন দেওয়া হবে না।

তারিখ : ০৪.০৯.২০২৫ — রিজিওনাল ম্যানেজার, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া আরবিও-১, হাওড়া

কুল ক্যাপস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
ঠিকানা : 'অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্ট', ২৩, শরৎ বোস রোড, ২য় তল,
ফ্ল্যাট নং - ১সি, কলকাতা-৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, CIN : L27101WB2015PLC208523

কোম্পানির ১০ম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশের সংশোধনী

২১ আগস্ট, ২০২৫ তারিখের নোটিশ এবং ২৩ আগস্ট, ২০২৫ তারিখের সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের সংশোধনী ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সকাল ১১টায় কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্ট, ২৩ শরৎ বোস রোড, ২য় তল, ফ্ল্যাট নং ১সি, কলকাতা - ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ঠিকানায় অনুষ্ঠিতব্য ১০ম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") আহ্বানের জন্য কুল ক্যাপস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ("কোম্পানি") এর সকল সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

এই বিজ্ঞপ্তি ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সকাল ১১টায় (আইএসটি) কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্ট, ২৩ শরৎ বোস রোড, ২য় তল, ফ্ল্যাট নং ১সি, কলকাতা - ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ঠিকানায় অনুষ্ঠিতব্য কোম্পানির ১০ম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশের অপূর্ণতা [illegible]

১. কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে শ্রী রাজীব গোয়েঙ্কার পুনরায় নিয়োগ সম্পর্কিত পৃষ্ঠা ২-এর দফা নম্বর ৩:
"অর্ডিনারি রেজোলিউশন" শব্দটি "স্পেশাল রেজোলিউশন" হিসাবে পড়তে হবে [illegible]

২. বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশের ১৩ নং পৃষ্ঠার দফা নম্বর ৫-এতে অতিরিক্ত তথ্য
[illegible]

৩. বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশের বিজ্ঞপ্তি ৭ নম্বর পৃষ্ঠায় অতিরিক্ত নোট ১৫ সংক্রান্ত
[illegible]

এই সংশোধনীটি কোম্পানির সদস্যদের কাছে প্রচারিত ২১ আগস্ট, ২০২৫ তারিখের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে এবং উভয়ই একসাথে পড়তে হবে।
উপরে উল্লিখিত তথ্য ব্যতীত, দশম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে প্রদত্ত অন্যান্য সমস্ত বিবরণ অপরিবর্তিত থাকবে।
সংশোধনী এবং দশম বার্ষিক সাধারণ সভার সংশোধিত বিজ্ঞপ্তিটি উপরোক্ত সংশোধন/সংযোজন সহ ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএসই) -এ যথাযথভাবে জমা দেওয়া হয়েছে। অধিকন্তু, এটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন www.coolcapsindustries.in-এও পাওয়া যাবে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
কুল ক্যাপস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান : কলকাতা — শ্রী অরিজিৎ ঘোষ
তারিখ : ০৪.০৯.২০২৫ — কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া | Bank of India BOI — Relationship beyond banking
বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আমস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর
জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট - IV [রুল - ৮(১) দ্রষ্টব্য]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** অনুমোদিত অফিসার হিসাবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে দাবি নোটিশ দিয়েছেন নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে বকেয়া পরিশোধের জন্য।

ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্ক করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, লেনদেন হলে তা **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**-এর সমূদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, চার্জ আদায়সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্র. নং	ক) ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তি/জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	ক) দখলের তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১	ক. ঋণগ্রহীতা : সৈয়দ সামসুল হক খ. শাখা : রামপুরহাট	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি মৌজা : বিনোদপুর, জেএল নং ১৪৯, এলআর খতিয়ান নং ১০২৩, খতিয়ান নং ৪৭৩, প্লট নং ৭৭৬ এবং ৭৭৭, গ্রাম : বিনোদপুর, জয়কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, পো এবং থানা : রামপুরহাট, জেলা : বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : জহুরল হকের টিন শেড পাকা ভবন; দক্ষিণে : জহুরল হকের খোলা জমি; পূর্বে : গ্রামীণ সড়ক; পশ্চিমে : আসরাফুল হকের টিন শেড ভবন।	ক) ০২.০৯.২০২৫ খ) ০৪.০৬.২০২৫ গ) ৯১০৪৮৮.৮৩ টাকা এবং ইউসিআই (কথায় নয় লাখ দশ হাজার চারশ অষ্টাশি টাকা এবং তিরাশি পয়সা ইউসিআই সহ)
২	ক. ঋণগ্রহীতা : মহ বাগবুল ইসলাম খ. শাখা : রামপুরহাট	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি, পশ্চিমবঙ্গ জেলা : বীরভূম, থানা : রামপুরহাট, বিএল এবং এলআরও রামপুরহাট, সাব রেজিস্ট্রার অফিস রামপুরহাট, মৌজা : মল্লিকপুর, জেএল নং ৯৯, আয়াস গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, খতিয়ান নং ২৫৯ এবং ২১৬, এলআর খতিয়ান নং ৬২৪, প্লট নং ৩১৪, হাল প্লট নং ৩১৪/৮৪০। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : আসগর অলির সম্পত্তি; দক্ষিণে : সিরাজুল ইসলামের সম্পত্তি; পূর্বে : পিডব্লুডি রোড এবং পুকুর; পশ্চিমে : মেহেবুব ইসলামের সম্পত্তি।	ক) ০২.০৯.২০২৫ খ) ০৪.০৬.২০২৫ গ) ৮০৮১৪৬.৭৭ টাকা এবং ইউসিআই (কথায় আট লাখ আট হাজার একশ ছেচল্লিশ টাকা এবং সাতাত্তর পয়সা ইউসিআই সহ)

তারিখ : ০২.০৯.২০২৫ স্থান : রামপুরহাট — অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

kotak | কোটক মাহিন্দ্রা প্রাইম লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস - ২৭ বিকেসি, সি ২৭, জি ব্লক, বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০৫১
শাখার ঠিকানা : ৭ম তল, ২২ ক্যামাক স্ট্রিট, ব্লক - বি, কলকাতা - ৭০০০১৬

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ (২) ধারা অধীনে নোটিশ

নিম্নস্বাক্ষরকারী হলেন কোটাক মহিন্দ্রা প্রাইম লিমিটেডের অনুমোদিত কর্মকর্তা, যা ভারতীয় কোম্পানি আইন, ১৯৬৫ এর অধীনে নিবন্ধিত একটি নন-ব্যাংকিং আর্থিক সংস্থা এবং এর নিবন্ধিত অফিস ২৭ বিকেসি, সি ২৭, জি ব্লক, বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০৫১, (পরবর্তীতে "কেএমপিএল" নামে উল্লিখিত), যা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে নিযুক্ত, এতদ্বারা আপনাকে নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে :

ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতার নাম : ১. শ্রী বিজয় কুমার রায় (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) পিতা নমোনারায়ণ রায়, ১২ ১২ স্ট্রিট রোড লেন ইউকে দত্ত দমদম উত্তর ২৪ পরগনা কলকাতা - ৭০০০২৮। মোবাইল নং ৯৮৩১০৯২৭৬৭। **২. শ্রী অভিজিত রায়, পিতা বিজয় কুমার রায় (সহ-ঋণগ্রহীতা)** ১২ ১২ স্ট্রিট রোড লেন ইউকে দত্ত দমদম উত্তর ২৪ পরগনা কলকাতা - ৭০০০২৮। মোবাইল নং ৮৪২০৬৭৯৫০০

লোন এ/সি নং : KLAP-58432

১৩(২) অধীনে নোটিশের তারিখ : ২৫.০৮.২০২৫, **এনপিএ তারিখ** - ০৩ আগস্ট-২০২৫

আইনের ধারা ১৩(২) অধীনে দাবি নোটিশের তারিখ এবং পরিমাণ - ১,৪০,৬৪,৭৪৩.৪০ টাকা (এক কোটি চল্লিশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার সাতশ তেতাল্লিশ টাকা এবং চল্লিশ পয়সা) ২৫ আগস্ট ২০২৫ তারিখ অনুযায়ী

বন্ধকদত্ত সম্পত্তি : সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি মৌজা : সুলতানপুর, জেএল নং ১০, আরএস নং ১৪৮, তৌজি নং ১৭৩, দাগ নং ২৩২১, খতিয়ান নং ৭৬৫,হোল্ডিং নং ১০১, রাম কৃষ্ণ গড় রোড, ওয়ার্ড নং ৩, থানা : দম দম, দমদম পুরসভা অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা (হস্তান্তর দলিল তারিখ ১৭/০৩/২০২৩ দলিল নং ১ ০২৮৬৩/২৩ এবং ২৩/০৩/২০২৩ দলিল নং ১ ৩০২০/২৩ অনুযায়ী),
সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী বিজয় কুমার রায়।

তারিখ : ০৪.০৯.২০২৫ — কোটাক মহিন্দ্রা প্রাইম লিমিটেডের পক্ষে
স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার

SBI | এসবিআই, হোম লোন সেন্টার রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার-২ এর কাছে, নিউ টাউন, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক-এ, ২য় ফ্লোর, রাজারহাট নিউ টাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, পোস্ট- হাতিয়ারা, কলকাতা-৭০০১৬১। ই-মেইল: sbi.16822@sbi.co.in
রিডেম্পশন নোটিশ

শ্রী তরুণ মজুমদার প্রযত্নে- প্রয়াত বাসুদেব মজুমদার
বেলা নিবাস, এ/এএস-১২/৭ অর্জুনপুর, রথতলা, উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০০৫৯

শ্রী তরুণ মজুমদার প্রযত্নে- প্রয়াত বাসুদেব মজুমদার, থানা- সৃজন টেক পার্ক, ৯ম ফ্লোর, ডিএন- ৫২, সেক্টর- ৫, সল্ট লেক, কলকাতা-৭০০০৯১

শ্রী তরুণ মজুমদার প্রযত্নে- প্রয়াত বাসুদেব মজুমদার, বাজাজ অ্যালিয়াঞ্জ লাইফ ইন্স্যুরেন্স, এ১১৮, ১ম ফ্লোর, রাজা দিনেন্দ্র স্ট্রিট, গৌরী বাড়ি ক্রসিং-এর কাছে, কলকাতা-৭০০০০৪

পত্র নং: SHLC/RAJ/25-26/735 — **তারিখ: ২৭.০৮.২০২৫**

প্রিয় মহাশয়,
বিষয়: স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধক রাখা সম্পত্তি বিক্রির জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) অনুসারে নোটিশ।
অ্যাকাউন্ট: শ্রী তরুণ মজুমদার
অ্যাকাউন্ট নং : ৩৩৩৩৪৬৫৩৭৯২, ৩৩৩৩৪৬৫৫৪০৪

আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২) অনুযায়ী জারি করা নোটিশ তারিখ ০৭.১০.২০২৩ এবং প্রতিকী দখল নোটিশ তারিখ ২১.১২.২০২৩ ও তারিখ ২৫.০৬.২০২৫ তে শিরোনামোক্ত অ্যাকাউন্টের বাস্তবিক দখল নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলী সহ সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর বিধান অনুযায়ী ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত ই-নিলামে নিম্নে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যে সুরক্ষিত সম্পত্তি বিক্রির জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদি আপনি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) অনুযায়ী উল্লিখিত নিয়মাবলীর পরিশিষ্ট ৪-এ অনুসারে সংবাদপত্রে বিক্রয় নোটিশ প্রকাশিত হবে।

ক্র. নং	বিক্রিতব্য সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ	দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ
১.	বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা ৩ (তিন) কাঠা ৮ (আট) ছটাক ০ (শূন্য) বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের, তার সঙ্গে **৭৬০ (সাতশো ষাট) বর্গফুট** বা সামান্য কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এলাকার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট, **ফ্ল্যাট নং- এ,** যা ৩য় ফ্লোরে অবস্থিত এবং এতে দুটি বেড রুম, একটি কিচেন-কাম-লবি, একটি টয়লেট ও একটি বারান্দা আছে। ফ্ল্যাটটি **'সূর্যমুখী অ্যাপার্টমেন্ট'** নামক ভবনে অবস্থিত। ফ্ল্যাটটি মৌজা-অর্জুনপুর, জেএল নং-৭, রে সা বো-১৬০, তৌজি নং-১৮১, হাল তৌজি নং-৩০৮৩, পরগনা-কালিকাতা, পূর্বে থানা রাজারহাট বর্তমানে বাগুইহাটি-র অন্তর্গত, সিএস দাগ নং-১১১, আরএস দাগ নং-২১২, এলআর দাগ নং-১৫৩, সিএস খতিয়ান নং-৬৮, আরএস খতিয়ান নং-১১৭, এলআর খতিয়ান নং-২৪৮২, এডিএসআরও বিধাননগর, সল্ট লেক সিটি-এর অধীনে, রাজারহাট গোপালপুর পৌরসভার স্থানীয় সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং- ১৫, হোল্ডিং নং- আরজিএম-১৫/১০, আরজিএম-১৫/১১, এবং আরজিএম-১৫/১২। প্রেমিসেস নং- এনসি-১৮, অর্জুনপুর, পশ্চিম পাড়া-তালতলা, কলকাতা-৭০০০৫৯, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। **২০১৩ সালে বুক-১, সিডি ভলিউম নং-১৭, পৃষ্ঠা নং-১১৯০৯ থেকে ১১৯৩১ -এ নিবন্ধিত টাইটেল ডিড নং-১১৯৯৮। সম্পত্তিটি শ্রী তরুণ মজুমদারের নামে আছে, যিনি প্রয়াত বাসুদেব মজুমদারের পুত্র।** **সম্পত্তির চৌহদ্দি:**- উত্তর- শ্রী শম্ভু পালের বাড়ি, দক্ষিণ- ১২ ফুট চওড়া সাধারণ রাস্তা, অর্জুনপুর (পশ্চিম পাড়া), পূর্ব- ১২ ফুট চওড়া সাধারণ রাস্তা, পশ্চিম- অন্যের জমি।	**২১.১২.২০২৩ (প্রতীকী দখল)** **২৫.০৬.২০২৫ (বাস্তবিক দখল)** **সংরক্ষিত মূল্য: ২১.৪৬ লক্ষ টাকা**

আমরা এতদ্বারা আপনাকে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি আবারও আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তারিখ: ০৪.০৯.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: রাজারহাট — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

কেএইচএল ফিনান্স লিমিটেড
(পূর্বতন এইচডব্লিউএল ট্রেডার্স লিমিটেড নামে পরিচিত)
CIN U64300WB2022PLC255148
রেজিস্টার্ড অফিস : সার্কুলার কোর্ট, ৮ এ জে সি বোস রোড, ৫ম তল, রুম নং ৪৭
কলকাতা - ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ, ফোন ০৩৩ ২২৮২৩৫৮৫

নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা ("তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা") ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল ১১.৪৫ মিনিটে (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি")/ অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস ("ওএভিএম") সুবিধার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যা কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালার প্রযোজ্য বিধানাবলী, যা জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০ এবং ০৯/২০২৪ তারিখ যথাক্রমে ৮.০৪.২০২০, ১৩.০৪.২০২০, ৫.০৫.২০২০ এবং ১৯.০৯.২০২৪ সহিত পঠিত কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা হয়েছে সদস্যদের একটি সাধারণ স্থানে শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত। তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য নির্ধারিত স্থান রেজিস্টার্ড অফিস সার্কুলার কোর্ট, ৮ এ.জে.সি. বোস রোড, ৫ম তল, রুম নং ৪৭, কলকাতা - ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য।
এমসিএ সার্কুলার অনুসারে, তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ইমেল মাধ্যমে সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (দের) সাথে নিবন্ধিত। ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের কাট-অফ তারিখ অনুসারে, ভৌত আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ারধারী সদস্যরা সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ("সিডিএসএল") এর ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম ("রিমোট ই-ভোটিং") এর মাধ্যমে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন। সকল সদস্যকে অবহিত করা হচ্ছে যে :
ক) রিমোট ই-ভোটিং সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সকাল ১০টা থেকে শুরু হবে এবং বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বিকেল ৫টায় শেষ হবে;
খ) যে কোনও ব্যক্তি, যিনি তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ ইমেল দ্বারা প্রেরণের পরে এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ারধারী হয়ে কোম্পানির সদস্য হন, তিনি helpdesk.evoting@cdslindia.com অথবা preeti.choudhary@indiaglycols.com ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি কোনও ব্যক্তি ইতিমধ্যেই রিমোট ই-ভোটিং এর জন্য সিডিএসএলে নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে ভোট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে;
গ) তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভার আগে রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোটদানকারী সদস্যরা ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভার অংশগ্রহণ করতে পারবেন কিন্তু তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভার সময় ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে পুনরায় ভোটদানের অধিকারী হবেন না;
ঘ) তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি সিডিএসএল এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com এ পাওয়া যাবে; এবং
ঙ) যেসব সদস্যের শেয়ার বাস্তব আকারে আছে, যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানিতে নিবন্ধিত নয়, তারা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করতে পারেন যেমন ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান করা কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি), আধার (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি) প্রয়োজনীয় তথ্য যেমন preeti.choudhary@indiaglycols.com অথবা admin@mcsregistrars.com ইমেল ঠিকানায়। ডিম্যাট আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা আপডেট করতে পারবেন।
সদস্যদের নিবন্ধন এবং কোম্পানির শেয়ার স্থানান্তর বই শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

কেএইচএল ফিনান্স লিমিটেডের পক্ষে
স্থান : নয়ডা — ইউ এস ভারতিয়া
তারিখ : ০৩.০৯.২০২৫ — ডিরেক্টর

vikramsolar
বিক্রম সোলার লিমিটেড
CIN : U18100WB2005PLC106448
রেজিস্টার্ড অফিস- বায়োওয়ান্ডার, ১১তম ফ্লোর, ইউনিট নং-১১০২
৭৮৯, আনন্দপুর মেইন রোড, ইস্ট কলকাতা টাউনশিপ, কলকাতা - ৭০০ ১০৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
কর্পোরেট অফিস- 'দ্য চেম্বার্স', ৮ম ফ্লোর, ১৮৬৫, রাজডাঙ্গা মেইন রোড, কলকাতা - ৭০০ ১০৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন- +৯১ ৩৩ ২৪৪২ ৭২৯৯/৭৩৯৯, ইমেল- secretarial@vikramsolar.com; ওয়েবসাইট www.vikramsolar.com

ভিডিও কনফারেন্সিং/অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিতব্য ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, বিক্রম সোলার লিমিটেড ('কোম্পানি') এর সদস্যদের ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম/মিটিং') বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ১২.০০টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং/অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে ('ভিসি/ওএভিএম') অনুষ্ঠিত হবে। এটি কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ('এমসিএ') কর্তৃক জারি করা ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সর্বশেষ জেনারেল সার্কুলার নং ০৯/২০২৪, এবং এই বিষয়ে এমসিএ কর্তৃক জারি করা অন্যান্য পূর্ববর্তী সার্কুলারগুলির (সম্মিলিতভাবে 'এমসিএ সার্কুলার' হিসাবে উল্লিখিত) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('সেবি') কর্তৃক তার ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের সর্বশেষ সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFD-PoD- 2/P/CIR/2024/133, এবং এই বিষয়ে সেবি কর্তৃক জারি করা অন্যান্য পূর্ববর্তী সার্কুলারগুলির ('সেবি সার্কুলার') সাথে সামঞ্জস্য রেখে, এবং কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর প্রযোজ্য বিধান অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে, যাতে এজিএম আহ্বানকারী নোটিশে উল্লিখিত কার্যাবলি সদস্যদের কোনো সাধারণ স্থানে উপস্থিত না থেকেই সম্পন্ন করা যায়। এজিএম-এর বিবেচিত স্থান হবে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস।

উপরিউক্ত এমসিএ এবং সেবি সার্কুলার অনুযায়ী, এজিএম-এর নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৫ (আর্থিক বছর ২০২৪-২৫ এর নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী সহ) বুধবার, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে কোম্পানির/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(স)-এর কাছে নিবন্ধিত ইমেল ঠিকানা থাকা সকল শেয়ারহোল্ডারদের কাছে ইলেকট্রনিক মোডে পাঠানো হয়েছে। এছাড়াও, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) -এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে, যাদের ইমেল আইডি নিবন্ধিত ছিল না, তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে যেখানে একটি ওয়েব-লিংক এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণী উপলব্ধ রয়েছে।

এজিএম নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৫-এর (আর্থিক বছর ২০২৪-২৫ এর নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী সহ) অনুলিপি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.vikramsolar.com,** এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড ('এমআইআইপিএল') (পূর্বতন নাম লিংক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড) এর ওয়েবসাইট **https://instavote.linkintime.co.in** এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** ও **www.nseindia.com**-এও উপলব্ধ রয়েছে। রিমোট ই-ভোটিং/ই-ভোটিং-এর বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএম-এর নোটিশে এবং সদস্যদের কাছে পাঠানো ইমেইলেও দেওয়া আছে। যে সকল সদস্য লিখিত অনুরোধ জানাবেন, তাদেরকে নোটিশের ফিজিক্যাল কপি বার্ষিক প্রতিবেদন সহ সরবরাহ করা হবে।

এজিএম-এ অংশগ্রহণ
সদস্যরা এমআইআইপিএল কর্তৃক প্রদত্ত ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে **https://instavote.linkintime.co.in**-এ লগ ইন করে এজিএম-এ যোগদান এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, কোম্পানির এজিএম-এ সশরীরে যোগদান এবং অংশগ্রহণের কোনো বিধান থাকবে না। এজিএম-এ যোগদানের বিস্তারিত নির্দেশনা কোম্পানির ২০তম এজিএম-এর নোটিশে দেওয়া আছে। ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য লগইন ক্রেডেনশিয়াল নোটিশে উল্লিখিত বিভিন্ন মাধ্যম এবং সফলভাবে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত করার পর ইমেলের মাধ্যমে উপলব্ধ করা হবে।

রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং-এর জন্য নির্দেশাবলী
কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ১০৮ এর বিধান এবং কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ এর রুল ২০ (সংশোধিত) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৪ (সংশোধিত) এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) কর্তৃক জারি করা সার্কুলারগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, কোম্পানি তার সদস্যদের এজিএম-এ সম্পন্ন হতে চলা ব্যবসার জন্য রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম-এর তারিখে ভেন্যু ভোটিং-এর সুবিধা প্রদান করছে এবং এই উদ্দেশ্যে, কোম্পানি এমআইআইপিএল-এর সাথে ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটিং সহজতর করার জন্য একটি চুক্তি করেছে, যাকে অনুমোদিত সংস্থা হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (সকাল ৯.০০টা আইএসটি) থেকে শুরু হয়ে বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (বিকাল ৫.০০টা আইএসটি) পর্যন্ত চলবে। এই সময়ের মধ্যে, কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ অনুযায়ী কোম্পানির শেয়ারহোল্ডাররা রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন। এরপর এমআইআইপিএল দ্বারা ভোটিং-এর জন্য রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে।

একবার কোনো শেয়ারহোল্ডার কোনো প্রস্তাবের উপর ভোট দিয়ে দিলে, পরবর্তীতে তিনি তা পরিবর্তন করতে পারবেন না। এজিএম চলাকালীন ভোটিং-এর সুবিধাও উপলব্ধ থাকবে। যে সকল সদস্য ভিসি-এর মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত থাকবেন এবং যারা রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে প্রস্তাবগুলির উপর তাদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করতে বাধাগ্রস্ত নন, তারা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। যে সকল শেয়ারহোল্ডার এজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে চান, তারাও এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারবেন, কিন্তু তারা পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না, এবং যদি পুনরায় ভোট দেন, তবে তা গণনা করা হবে না। যে কোনো ব্যক্তি যিনি নোটিশ পাঠানোর পরে কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ অনুযায়ী শেয়ার ধারণ করেন, তিনি **instameet@in.mpms.mufg.co.in**-এ অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি তিনি/তিনি ইতিমধ্যেই রিমোট ই-ভোটিং-এর জন্য এমআইআইপিএল -এর সাথে নিবন্ধিত থাকেন, তবে তিনি/তিনি তার বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ভোট দিতে পারেন।

ইলেকট্রনিক ভোটিং-এর পদ্ধতি এজিএম-এর নোটিশে এবং এমআইআইপিএল দ্বারা সদস্যকে পাঠানো ইমেইলে উপলব্ধ রয়েছে। সদস্যরা অনুগ্রহ করে নোট করবেন যে এজিএম-এর নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.vikramsolar.com,** এমইউএফজি-এর ওয়েবসাইট **https://instavotelinkintime.co.in/** এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট বিএসই লিমিটেড -এর **www.bseindia.com** এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড -এর **www.nseindia.com**-এ উপলব্ধ রয়েছে।

এ. কে. লাভ অ্যান্ড কোং, কোম্পানি সেক্রেটারিজ-এর প্র্যাক্টিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি শ্রী অতুল কুমার লাভ (এফসিএস-৪৮৪৮/সিপি-৩২৩৮) কে একটি সুষ্ঠু এবং স্বচ্ছ উপায়ে ই-ভোটিং প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। স্ক্রুটিনাইজার, এজিএম-এ ভোটিং শেষ হওয়ার সাথে সাথেই, ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে দেওয়া ভোটগুলি (অর্থাৎ এজিএম চলাকালীন এবং রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে দেওয়া ভোট) আনব্লক করবেন এবং চেয়ারম্যান বা তার দ্বারা লিখিতভাবে অনুমোদিত অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে মোট ভোটের একটি একত্রিত স্ক্রুটিনাইজারস রিপোর্ট জমা দেবেন, যিনি তাতে প্রতিস্বাক্ষর করবেন। ফলাফল এজিএম শেষ হওয়ার পর থেকে ২ কার্যদিবসের মধ্যে ঘোষণা করা হবে। ঘোষিত ফলাফল স্ক্রুটিনাইজারস রিপোর্ট সহ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং বিএসই লিমিটেড-এ পাঠানো হবে, যেখানে কোম্পানির শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত রয়েছে। ফলাফল স্ক্রুটিনাইজারস রিপোর্ট সহ এমআইআইপিএল এর ওয়েবসাইটেও রাখা হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটেও প্রদর্শিত হবে। যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোট পাওয়া যায়, তবে প্রস্তাবগুলি মিটিং-এর তারিখে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে পাস হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

যদি শেয়ারহোল্ডারদের ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, তবে তারা **https://instavote.linkintime.co.in**-এর হেল্প বিভাগে উপলব্ধ ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেনস ('এফএকিউএস') এবং ইন্সটাভোট ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা **enotices@in.mpms.mufg.com**-এ একটি ইমেল লিখতে পারেন অথবা ০২২-৪৯১৮৬০০০ নম্বরে কল করতে পারেন। যদি শেয়ারহোল্ডারদের ভিসি-এর মাধ্যমে মিটিং-এ তাদের অংশগ্রহণ এবং অ্যাক্সেস সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন থাকে, তবে তারা **instameet@in.mpms.mufg.com**-এ একটি ইমেল পাঠাতে পারেন অথবা ০২২-৪৯১৮ ৬০০০/৪৯১৮ ৬১৭৫ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

ই-ভোটিং সম্পর্কিত অভিযোগগুলি শ্রী রাজীব রঞ্জন, সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট - ই-ভোটিং, সি১০১, এম্বেসি ২৪৭, এল.বি.এস. মার্গ, ভিখরোলি (ওয়েস্ট), মুম্বাই - ৪০০ ০৮৩, ফোন- +৯১ ২২ ৪৯১৮ ৬০০০ (২৫০৫) এবং ইমেল আইডি- **rajiv.ranjan@in.mpms.mufg.com**-এর কাছে পাঠানো যেতে পারে।

ইমেল আইডি, প্যান এবং ব্যাঙ্ক বিবরণী নিবন্ধিত/আপডেট করার পদ্ধতি -
- যে সকল সদস্য ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ার ধারণ করেন এবং তাদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস-এর কাছে তাদের ইমেল ঠিকানা, প্যান এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণী নিবন্ধিত/আপডেট করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা যে ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস-এর কাছে তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট রয়েছে, সেখানে তা নিবন্ধিত/আপডেট করে নেবার জন্য।

ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি-
- শেয়ারহোল্ডারদের এজিএম-এর নোটিশে উল্লিখিত সমস্ত ব্যবসার উপর রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুযোগ থাকবে।
- রিমোট ই-ভোটিং/ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য লগইন ক্রেডেনশিয়াল এজিএম নোটিশে বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হিসাবে শেয়ারহোল্ডারদের কাছে উপলব্ধ করা হবে। ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএম-এর নোটিশে দেওয়া থাকবে।

এই বিষয়ে আরটিএ বা কোম্পানিকে ই-মেলের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হলে তা বিবেচিত হবে না। সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা এজিএম নোটিশে উল্লিখিত সমস্ত নোট এবং বিশেষ করে এজিএম-এ যোগদানের নির্দেশাবলী, রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি মনসংযোগ দিয়ে পড়ার জন্য। এই নোটিশটি কোম্পানির সকল সদস্যের তথ্য এবং সুবিধার জন্য জারি করা হয়েছে এবং এটি এমসিএ এবং সেবি-এর প্রযোজ্য সার্কুলারগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বিক্রম সোলার লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
সুদীপ্ত ভাওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
কলকাতা, ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ — সদস্যপদ নং-F5303

‘তৃণমূল মানেই পাকিস্তানের দালাল’, খানাকুল থেকে শাসককে নিশানা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ‘২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর বিজেপি ক্ষমতায় এলে খানাকুলে ‘বন্যা’ নামক শব্দটি ইতিহাস হয়ে যাবে। বিরোধী দলনেতা হিসাবে এটা শুভেন্দু অধিকারী, খানাকুলের মানুষকে কথা দিচ্ছে।’ বুধবার খানাকুলের পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা-য় এসে এমনই প্রতিশ্রুতি দিতে দেখা গেল রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। বহুদিন পর একই মঞ্চে দেখা গেল আরামবাগ মহকুমার ৪ বিজেপি বিধায়ক ও জেলা সভাপতিকে। যা আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উৎসাহিত করবে।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই শুভেন্দু অধিকারী খানাকুলে বন্যা পরিস্থিতি দেখতে এসেছিলেন। তখন তাঁকে ঘিরে এক তৃণমূল সমর্থক ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দেন। বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট জলঘোলা হয়। এদিন অবশ্য খানাকুলের মোড়ে মোড়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়। পাশাপাশি রাজ্য পুলিশও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট সজাগ ছিল। এদিন মাঠ ভর্তি জনগণকে দেখে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘আয় তৃণমূল দেখে যা, খানাকুলে বিজেপির ক্ষমতা।’ এরপরেই তিনি আক্রমণ করেন রাজ্যের শাসকদল ও দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি বলেন, ‘ভারতবর্ষের সেনাদের দেখে পাকিস্তান, চিনের সেনারা ভয়ে পিছু হটে। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, তাঁকে দেখে নাকি ২০০ সেনা ছুটে পালিয়ে গেছে। যা ভারতীয় সেনাদের কাছে যথেষ্ট অপমানজনক।’ শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, বিধানসভাতে ভারতীয় সেনাদের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে তিনি সাসপেন্ড হয়েছেন। এরজন্য তিনি নিজেকে গর্বিত মনে করছেন বলে জানান। পাশাপাশি তিনি স্লোগান তোলেন, ‘ছিঃ! মমতা ছিঃ! আসলে তৃণমূল মানেই পাকিস্তানের দালাল।’ এরপরই তিনি বলেন, ‘তৃণমূল আসলে সর্বভুক প্রাণী। এরা যেমন চাকরি খায়, তেমনই বালি, কয়লা, পাথর, সোনা সবই খেয়ে নেয়। ভারতবর্ষের মধ্যে চাকরি নিয়ে ৩টি কেলেঙ্কারি হয়েছে। তারমধ্যে প্রথম হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ, যেখানে ২৬ হাজার জনের চাকরি গেছে। দাগিদের যে নামের তালিকা প্রকাশ করেছে এসএসসি, তা অসম্পূর্ণ। ৩৩ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি ঝুলছে। আর সব কিছুই করেছে এই চোর তৃণমূল।’ এরপরই স্লোগান ওঠে ‘চাকরি চোর, তৃণমূল। চাকরি চুরি করল কে? মমতা ব্যানার্জী আবার কে?’ এদিন এসআইআর নিয়ে মুখ খোলেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, ‘এই বিষয়টি নিয়ে আমি কথা দিচ্ছি, ভারতীয় মুসলমানদের কোথাও সমস্যা নেই। যে সমস্ত হিন্দু বাংলাদেশ থেকে এসেছেন তাদেরও কোনও সমস্যা নেই। তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। তা ইতিমধ্যেই মোদি জি ঘোষণা করেছেন। কিন্তু যে সমস্ত বাংলাদেশি মুসলমানরা ও রোহিঙ্গারা এখানে ঢুকে আছে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু অযথা ভোটের জন্য আতঙ্ক ছড়াবেন না।’ তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাকরির প্রতিশ্রুতিকে তীব্র কটাক্ষ করেন। শুভেন্দু বলেন, ‘পিসি, ভাইপো ভোটের আগে হেলিকপ্টারে চেপে একাধিকবার আরামবাগে এসেছেন। আর প্রতিবারই ডবল ডবল চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর বাস্তবে বিষয়টি একটু বদলে গেছে। পিসি ভাইপো মিলে ডবল, ডবল চাকরি দেওয়ার জায়গায় চাকরি খেয়েছে।’ সবমিলিয়ে এদিন তিনি খানাকুলের মাটিতে দাঁড়িয়ে আগামী বিধানসভা ভোটে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসছেন বলে বার্তা দেন।

ফের গঙ্গা ভাঙনের কবলে সামশেরগঞ্জ

নদীগর্ভে তলিয়ে গেল একাধিক বাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, সামশেরগঞ্জ: ভাঙন আতঙ্ক কাটছে না সামশেরগঞ্জে। ফের ভয়াবহ গঙ্গা ভাঙনের সাক্ষী থাকল মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ ব্লকের উত্তর চাচন্ড। বুধবার সকাল ন'টার পর থেকে গঙ্গা ভাঙনের কবলে পড়েছে সামশেরগঞ্জের উত্তর চাচন্ড গ্রামের বিস্তীর্ণ অংশ। গঙ্গার গর্ভে তলিয়ে গিয়েছে জয়দেব সরকার নামে এক ব্যক্তির বাড়ির একাংশ। ফাটল ধরেছে প্রায় আরও পাঁচ থেকে সাতটি বাড়িতে। পাঁচটি বাড়ি বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে। গঙ্গাগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে যাতায়াতের রাস্তার একাংশ। ফের নতুন করে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে এলাকা জুড়ে। বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র পালাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। দুর্গতরা এখনও পর্যন্ত আশ্রয় ঠিক করতে পারেননি। স্থানীয় গাছতলায় আশ্রয় নিয়েছেন তাঁরা। প্রশাসনের তরফে দুর্গতদের স্থানীয় একটি স্কুলে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সামশেরগঞ্জ ব্লকের বিডিও সুজিত চন্দ্র লোধ বলেন, ‘ভাঙন শুরু হয়েছে শুনেছি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। দুর্গতদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে।’

ফের নতুন করে ভাঙন বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে সামশেরগঞ্জে নতুন চাচন্ড। দিন কয়েক আগেই ওই গ্রামের ৭টি বাড়ি গঙ্গা গর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। ভাগীরথীর জলস্তর বাড়ার পর থেকেই ফের শুরু হয়েছে ভূমি ধস। নদী চলে এসেছে গ্রামের বসতি এলকায়। বুধবার সকাল থেকেই শুরু হয়েছে ব্যাপক ভাঙন। নদীপাড় ধসে তলিয়ে যাচ্ছে নদীর কিনারার একের পর গাছ, রাস্তা। ইতিমধ্যে ৩টি বাড়ি তলিয়ে গিয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। বিপজ্জনক অবস্থায় ঝুলছে আরও ৫টি বাড়ি। ভয়াবহভাবে ঝুলছে একটি মন্দিরও। যেকোন মুহূর্তে সেগুলি তলিয়ে যেতে পারে। বাঁধের ওপর দিয়ে নির্মাণ করা ঢালাই রাস্তার একাংশও গঙ্গাগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই বুধবার সকাল থেকে নতুন করে গঙ্গা ভাঙনের আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে সামশেরগঞ্জের উত্তর চাচন্ড গ্রামে। উল্লেখ করা যেতে পারে, গত কয়েকদিন গঙ্গার জলস্তর কমতে থাকলেও হঠাৎ করে তিনদিন হল জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই নতুন করে গঙ্গা ভাঙনে উদ্বিগ্ন সাধারণ মানুষ। স্থানীয় বাসিন্দা আশ্রয়হারা ফতেমা বিবি বলেন, ‘যেভাবে ভাঙন শুরু হয়েছে তাতে আমরা দিশেহারা। কোথায় যাব, কোথায় থাকব জানি না।’ মোদাশ্বর হোসেন বলেন, ‘মানুষ গৃহস্থালি সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। অস্থায়ী জায়গায় উঠেছেন। স্কুলে থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।’

মগরায় যুবকের নৃশংস খুনে সিবিআই তদন্তের দাবি পরিবারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বন্ধুর ডাকে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন যুবক। তারপর থেকে আর বাড়ি ফেরেনি। জানা যাচ্ছে, অভিযুক্ত প্রথমে শ্বাসরোধ করে খুন করে প্রমাণ লোপাটে দেহ চপার দিয়ে টুকরো-টুকরো করে কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা। গোটা ঘটনায় সিবিআই তদন্ত চাইল পরিবার।

ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির মগরা থানা এলাকায়।

মৃতের নাম লক্ষ্মণ (৩৬)। বাঁশবেড়িয়া ঝুলুনিয়া এলাকার বাসিন্দা। গত ২১ অগস্ট পরিবারের তরফে নিখোঁজ ডায়েরি করা হয় মগরা থানায়। পুলিশ তদন্ত শুরু করে। এলাকায় স্নিফার ডগ এনে তল্লাশি চালানো হয়। পাশাপাশি বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের তরফে গঙ্গাতে তল্লাশি চালানো হয়। ঘটনায় শিবনাথ সাউ ওরফে শিবুকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মগড়া থানার পুলিশ শিবুকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও দুইজনকে গ্রেপ্তার করে।

মৃতের পরিবার সূত্রে খবর, পরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে দিঘায় ঘুরতে গিয়েছিলেন লক্ষ্মণ। সেখান থেকে ফিরে আসার পর শিবু তাঁকে স্থানীয় ক্লাবে ডেকে নিয়ে যান। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রথমে গামছা দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয় লক্ষ্মণকে। খুনের পর প্রমাণ লোপাট করতে দেহ চপার দিয়ে টুকরো টুকরো করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা। শিবুকে গ্রেপ্তার করে জেরা করতেই লক্ষ্মণকে খুনের কথা স্বীকার করে অভিযুক্ত। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরোনো শত্রুতার জেরেই খুন করা হয়েছে তাঁকে।

হুগলি গ্রামীণ জেলা পুলিশের ডিএসপি ক্রাইম অভিজিৎ সিনহা মহাপাত্র জানান, ‘নিখোঁজের একটা অভিযোগ দায়ের হয় মগরা থানায়। আমরা সেই মতো শুরু করি। অভিযুক্তরা স্বীকার করেছে যুবককে তারা খুন করেছে। সেই মতো আমরা ঘটনার পুনর্নির্মাণ করি। খুনে ব্যবহৃত একটি ছুরি এবং গামছা উদ্ধার হয়েছে। এখনও পর্যন্ত দেহ পাওয়া যায়নি। আশেপাশের সমস্ত থানা রেল পুলিশকে আমরা জানিয়েছি। স্নিফার ডগ নিয়ে এসেও আমরা তল্লাশি চালিয়েছি। এলাকার সিসিটিভির ফুটেজ ও খতিয়ে দেখা হয়েছে। এলাকার অনেককেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। দেহ খুঁজে পাওয়ার জন্য আমরা সব রকম প্রচেষ্টা চালাচ্ছি।’ মৃত যুবকের বোন সুমিত্রা চৌধুরী বলেন, ‘১৫ দিন পর পুলিশ এসে বলছে লক্ষ্মণকে খুন করে গুম করে দেওয়া হয়েছে। অনেকদিন আগেই তো গ্রেপ্তার করা হয়েছিল শিবুকে তাহলে এতদিন পরে সে কেন স্বীকার করছে। এর পিছনে কোনও প্রভাবশালীর হাত আছে। পুলিশ সেটা খুঁজে বের করুক অথবা সিবিআই-কে দিয়ে তদন্ত করাক।’ যুবকের ভাই রাহুল চৌধুরী বলেন, ‘পুলিশ যে দাবি করছে সেটা সঠিক নয়।

এইচএম এডুকেশন সেন্টারের সচেতনতামূলক কার্যক্রম

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সম্প্রতি হিন্দমোটর এইচএম এডুকেশন সেন্টার এক সমাজ সচেতনতামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করেছিল। হেলমেট ব্যবহার করা জীবনের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেই বার্তা সমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নেয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকারা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট এ. সি. পি. শুভঙ্কর বিশ্বাস, উত্তরপাড়া ট্রাফিক পুলিশের ইনস্পেক্টর মির্জা সাবির আলী বেগ এবং সাইবার গুরু রাজর্ষি চক্রবর্তী। এছাড়াও ছিলেন বিদ্যালয়ের ম্যানেজার এবং রেক্টর সুদীপ্ত বোস, অধ্যক্ষা সোনিতা রায়, শিক্ষা অধিকর্তা নিতু চট্টোপাধ্যায়, সহধ্যক্ষা মনীষা সিং এবং কার্যনির্বাহী আধিকারিক কল্পনা ডিক্রুজ। সকল অতিথিরা এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই শোভাযাত্রায় কয়েকটি ট্যাবলোর মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীরা একটু ঘটনা প্রবাহ তুলে ধরে, যার মধ্যে দিয়ে তারা হেলমেট ব্যবহার করার পরামর্শ দেয়। এছাড়া তারা পথ নাটিকার মাধ্যমেও এই বার্তা প্রচার করে। এলাকাবাসী ও পথচারীরাও এই উদ্যোগের প্রশংসা করে। বিদ্যালয়ের কৃতিত্বের কথাও এখানে তুলে ধরা হয়। অভিভাবকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এই কার্যক্রমকে সফল রূপ দান করে।

মহানায়কের শততম জন্মদিনে স্মৃতিমেদুর কেশববাবু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: একটা সময় ছিল যখন হাওড়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শুধুমাত্র উত্তম কুমার অভিনীত চলচ্চিত্র দেখতে বাগনান কলেজ রোডের সিনেমা হলে ভিড় জমাতেন মানুষ। পরে উত্তম কুমারের পরবর্তী সময়ে বাংলা চলচ্চিত্রের এক গ্যাপ তৈরি হয়। গ্রামীণ দর্শকরা ধীরে ধীরে বলিউড সিনেমার দিকে ঝুঁকে যান। কিন্তু সেই সময়ে বাগনানের চিত্রবানী সিনেমা হল মানেই উত্তম কুমারের ছবি। আর হাউস ফুল। গ্রাম বাংলার হাজারো মানুষ সাইকেলে চেপে আসতেন এই হলে। বলাই বাহুল্য সেই সময়ে হল সংলগ্ন সাইকেল সারাইয়ের দোকান থেকে প্রতিদিনকার রুটি রুজির সংস্থান করতেন বাগনানের রূপাসগোড়ির কেশব সামন্ত। উত্তম কুমারের সিনেমা থাকলেই নাওয়া খাওয়া ভুলে দর্শকদের সঠিক সময়ে সাইকেল সারাই করে দেওয়াই ছিল তাঁর কাজ। উত্তম কেন্দ্রীক সিনেমা হলটির ওঠা নামা নিজে চোখে দেখে আসছেন অশীতিপর কেশব বাবু। আজো সাইকেলের দোকান রয়েছে। তবে তেমন চলে না। চিত্রবানী সিনেমা হলের ওঠা নামার সঙ্গে সঙ্গে উত্তম ম্যানিয়া ও চোখের সামনে দেখেছেন তিনি। বুধবার এই সব কথাই বলছিলেন অশীতিপর বৃদ্ধ কেশববাবু। কয়েক বছর আগে উত্তম প্রেমীদের উদ্যোগে তৈরি হয়েছে মহানায়ক উত্তমকুমারের আবক্ষ মূর্তি। বুধবার উত্তম কুমারের ১০০তম জন্মদিন পালন অনুষ্ঠান হল। পশ্চিম বঙ্গ সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানে উত্তম কুমারের প্রতিকৃতিতে মালা দিতে তাঁকে ডেকে নিলেন উদ্যোক্তা চন্দ্র নাথ বসু ও উত্তম কুমার স্মৃতি রক্ষা কমিটির সম্পাদক মানস বসু। কিছুটা অপ্রস্তুত হলেও মালা দিয়ে স্যালুট ঠুকলেন কেশববাবু। ফিরে গেলেন সেই সময়টায়। আর এই দৃশ্যের সাক্ষী থাকলেন সাহিত্যিক মধুসূদন বাগ, শিল্পী সৈকত খাঁড়া-সহ বাগনান স্টেশন রোডের কয়েক শো মানুষ। প্রমাণিত হল উত্তম ম্যানিয়া চিরন্তন।

SEBI भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange Board of India

সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া, ১৯৯২ এর ধারা ২৮এ সঙ্গে পঠিত আয়কর আইন, ১৯৬১ -এর দ্বিতীয় তফসিলের রুল ২ এর অধীন দাবি বিজ্ঞপ্তি

রিকভারি অফিসার, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া-নর্দান রিজিওনাল অফিস, নিউ দিল্লি (“সেবি- এনআরও”), নিম্নে দেওয়া বিবরণ অনুযায়ী নিম্নলিখিত সত্তাগুলির (“খেলাপি”) কাছে দাবি বিজ্ঞপ্তি (“এনওডি”) জারি করেছে :

Sl. No.	Certificate No.	Name of the Defaulter	In the matter of	Address of Defaulter
1.	3406	Balvir Singh	Alchemist Holdings Ltd.	Flat no. 401, Tower No. 12, Royal Estate, Ambala Road, Zirakpur, District-Mohali, Punjab-140603
2.	4823	Satyender Kumar	Mefcom Agro Industries Limited.	Add-1-A9/3 Shayam Vihar, Phase-II, Najaf Garh, New Delhi-110043, Add-2-606, Kailash Building, 26, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001
3.	7017	Shivamshree Businesses Ltd. (Earlier Siddarth Businesses Ltd)	Shivamshree Businesses Ltd.	Add1--A-31, Gali No.2, Madhu Vihar, New Delhi, Delhi 110092
4.	7052	Shashank Tekriwal	Dealings in Illiquid Stock Options on BSE	RK Dal Oil Industries, Salarpur Galla Mandi, Bahraich, Salempur, Uttar Pradesh-271801
5.	7223	Sikhar Indrastructure Private Limited	Dealings in Illiquid Stock Options on BSE	A-36, A Block Phase 2, Vivek Vihar, Delhi-110095
6.	7255	Jayanti Singh	Dealings in Illiquid Stock Options on BSE	A-5, Dilkusha Colony, Lucknow, Uttar Pradesh-226010
7.	7315	Gopal Hari Agarwal	Dealings in Illiquid Stock Options on BSE	33211, Gaya Prasad Lane, Kanpur, Near Beni Madav Dharmshala, Kanpur, Uttar Pradesh - 208001
8.	7320	Jatin Ahuja	Dealings in Illiquid Stock Options on BSE	218, Naraina Vihar, Delhi-110028
9.	7938	Mr. Rajat Mishra	Insider trading by certain entities in the scrip of Hindustan Aeronautics Limited	H. No. 51/46, Mahesh Bhawan, Udayganj Road, Lucknow, Uttar Pradesh-226001
10.	7983	Anil Kumar Sharma	Sanco Industries Limited	Add 1 C/o Sanjay Gupta, C-56, Surajmal Vihar, Delhi 110092; Add 2 33, GC, Emerald Height Tower-2, Ramprastha Green, Sector-7, Vaishali, Ghaziabad, Uttar Pardesh-201010; Add -3: BE-61, Shalimar Bagh (West), Delhi-110088
11.	8062	Jitendra Kumar Tiwari	Unregistered portfolio management activities by Allied Financial Services Pvt Ltd	Brahmvarchas Sodha Sansthan, Shantikunj, Haridwar Uttarakhand 249401
12.	8063	Kamla Jain	Dealing in illiquid Stock Options at the BSE	House No. 1522 Ludhiana, Punjab-141001
13.	8065	Indra Deo Tripathi HUF	Dealings in Illiquid Stock Options on BSE	H 216 DDA Flats Naraina New Delhi-110028
14.	8080	Prakash Gupta and his proprietorship firm viz. Shri Trading Co.	IPO of Eco Friendly Food Processing Park Limited	Plot No.-139, Khasra No. 50/20, Village Bhakswa, Delhi-110042
15.	8083	LMR Green Realty Private Limited	IPO of Eco Friendly Food Processing Park Limited	FFF-50/A Mangal Bazar, Laxmi Nagar, Delhi-110092
16.	8091	Radhika Nevatia	Dealing in illiquid Stock Options at the BSE	504 Palm Court 7190-C Swaroop Nagar Kanpur Uttar Pradesh 208002
17.	8101	Rajiv Verma	Dealing in illiquid Stock Options at the BSE	H. No.-116, Model Town East, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201001
18.	8103	Kamlesh Agrawal	Dealing in illiquid Stock Options at the BSE	W/ Krishan Gopal Agrawal, Chandausi, Uttar Pradesh-202412
19.	8131	Kumar Ram Agarwal HUF	Dealing in illiquid Stock Options at the BSE	47, Premanand Kunj, Dayalbag, New Agra, Uttar Pradesh-282005
20.	8144	Daya Builders Private Limited	Dealing in illiquid Stock Options at the BSE	Add 1-1027, West End Mall, 11th Floor District Centre, Janak Puri, New Delhi, 110058; Add 2-G 44A, 22nd Floor, Laxmi Nagar Delhi 110092
21.	8250	Usha Maurya	Dealing in illiquid Stock Options at the BSE	32 Deen Dayal Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh-208024
22.	8308	Orion Retail Pvt. Ltd.	Superior Finlease Ltd.	21, Golden Enclave, Ranaji Enclave Part 1, New Delhi-110043
23.	8319	Satyawati	Dealing in illiquid Stock Options at the BSE	House No.-481, Sector-15, Faridabad, Haryana-121007
24.	8326	Splendid Hotels Resorts Private Limited	Superior Finlease Ltd.	No.-33/21, Block-NS, Ranaji Enclave, Najafgarh, New Delhi-110043
25.	8331	Jitney Investments Pvt. Ltd.	Superior Finlease Ltd.	No.-33/21, Block-NS, Ranaji Enclave, Najafgarh, New Delhi-110043
26.	8333	Shrawan Kumar	Superior Finlease Ltd.	Plot No. 89, NS Block, Nr. Metro Pillar No. 60 Ranaji Enclave Najafgarh, New Delhi-110043
27.	8334	Ashish Singh	Superior Finlease Ltd.	21, Golden Enclave, Ranaji Enclave Part-1, New Delhi-110043
28.	8337	Ashworth Constructions Pvt. Ltd.	Superior Finlease Ltd.	No.-33/21, Block-NS, Ranaji Enclave, Najafgarh, New Delhi-110043
29.	8339	Ancient Education Pvt. Ltd.	Superior Finlease Ltd.	No.-33/21, Block-NS, Ranaji Enclave, Najafgarh, New Delhi-110043
30.	8356	Uttam Kumar	Dealing in illiquid Stock Options at the BSE	452-B, B-Block, Near Jawala Flor Mill Railway Colony Amritsar Punjab-143001
31.	8360	Amreen Sukhyani	Dealing in illiquid Stock Options at the BSE	1616, Civil Lines QF63, Padam Apartment, Kanpur-208001
32.	8374	Kirtidan K Gadhavi	Superior Finlease Ltd.	Block Number 50, Vipul Society, Railway Station Road, Limbdi, Surendranagar, Gujarat-363421
33.	8372	Ashish Panalal Shah	Superior Finlease Ltd.	2 Gharangan Flats, b/h Child care Hospital, Navrangpura, Ahmedabad, Gujrat-380009
34.	8373	Deepika Sharma	Superior Finlease Ltd.	R 1/21 Vijay Vihar, Uttam Nagar, D K Mohan Garden SO, Delhi 110059
35.	8377	Orion Retail Pvt. Ltd	Superior Finlease Ltd.	Add 1- NS-92, Khasra No.33/21, Ranaji Enclave Najafgarh, Near Arjun Park Bus Stand, New Delhi- 110043; Add 2-19, Mansarovar Apartment, Plot No. 3, Sector 5, Dwarka, South West Delhi, New Delhi-110075
36.	8378	Spire Marketing Pvt. Ltd.	Superior Finlease Ltd.	19, Mansarovar Apartment, Plot No 3, Sector 5, Dwarka, South West Delhi, New Delhi- 110075
37.	8394	Carona Infra Projects Private Limited (Now known as Alright Merchantile Private Limited)	Dealing in illiquid Stock Options at the BSE	Add 1-123/782, Fazalganj, Kaushalpuri, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh-208012; Add 2 H No 468, Gala No. 7, 3rd Floor, Shree Krushna Commercial Complex, Mankoli, Bhiwandi, Thane-421302
38.	8424	SVPL Developers Private Limited	Dealing in illiquid Stock Options at the BSE	Add 1- EWS 707, Barra 2 Kanpur, Uttar Pradesh-208021; Add 2 Plot No.-1, Arazi No.-575 Bairi Akbarpur Kachar Kanpur, Uttar Pradesh-208019
39.	8436	Nidhi Singh	Dealing in illiquid Stock Options at the BSE	Ramganga Viahr, Anshik PS-Civil Lines Moradabad, Uttar Pradesh 244001
40.	8496	Kamaljeet Singh	Dealing in illiquid Stock Options at the BSE	House No.-1642, 30 Ft. Road, Ward No.-5, Jawahar Colony Faridabad, Sec-22, Haryana- 121005
41.	8520	Rahul Kumar	Wisec Global Limited	Add 1-H. No. 112 B Kashiram Colony, Sadarpur, Sec-45, Noida Uttar Pradesh-201301; Add 2 H. No. 81, Hari Enclave, Chandpur Road, Bulandshahr Uttar Pradesh--203001
42.	8592	Kartavya Dee Finance Limited	Dealing in illiquid Stock Options at the BSE	Add-1-C/o Mr. Nizamuddin, Abdul Zabbar A-165/D1 Block-A, Sanajay Colony, Bhatti Mines Nr. Alu More, New Delhi-110074; Add 2- Shyam Chambers, Room No. 2, Cabin 4, 2nd Floor, 7/1 A Grant lane Kolkata West Bengal-700012
43.	8596	Money Mishra Financial Services	Transfer of mutual fund units by Money Mishra Financial Services and others.	4A Group Tower G3 Sector 3, Noida-201301
44.	8601	Sumac International Limited	Dealing in illiquid Stock Options at the BSE	Add 1-P 210, Pushpanyan, Nehru Enclave, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh 226010; Add 2-12/5 Old Mussoorie Road, Rajpur, Dehradun Uttarakhand 248009
45.	8619	Dharmvir Singh	Dealing in illiquid Stock Options at the BSE	Bhataula, Shekhupur, Aligarh, Uttar Pradesh-202128
46.	8623	Maya Agarwal	Dealing in illiquid Stock Options at the BSE	33211 Chowk Thatharai, Kanpur Nagar, Kanpur Uttar Pradesh 208001
47.	8624	Moongipa Investments Limited	Moongipa Investments Limited	Plot No. 06 B.N. Block, Local Shopping Center, Shalimar Bagh, New Delhi-110088
48.	8624	Mr. Madhur Agarwal	Moongipa Investments Limited	BN-39, West Shalimar Bagh, New Delhi-110088
49.	8624	Mr. Shiv Kumar Agarwal	Moongipa Investments Limited	BN-108, West Shalimar Bagh, New Delhi-110088
50.	8624	Mr. Sudhir Agarwal	Moongipa Investments Limited	BN-39, West Shalimar Bagh, New Delhi-110088

এনওডি টি শেষ পরিচিত ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠানো সম্ভব হয়নি। নোটিশ প্রাপকরা সেবি-এর ওয়েবসাইট (www.sebi.gov.in) থেকে **"Enforcement-> Recovery Proceedings"** শিরোনামের অধীনে এনওডি -এর একটি কপি ডাউনলোড করতে পারেন, অথবা নীচের ঠিকানায় রিকভারি অফিসারের অফিস থেকে একটি কপি সংগ্রহ করতে পারেন, অথবা recoverynro@sebi.gov.in -এ একটি ই-মেল পাঠিয়ে এবং তার একটি কপি deepshikhaL@sebi.gov.in এবং kshamac@sebi.gov.in -এ পাঠিয়েও তা পেতে পারেন।

রিকভারি অফিসার
সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া-নর্দান রিজিওনাল অফিস,
৮ম তল, প্লেট বি, টাওয়ার ১, এনবিসিসি কমপ্লেক্স, ইস্ট কিডওয়াই নগর, নিউ দিল্লি - ১১০০২৩

এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে এনওডি-এর কোনো প্রতিক্রিয়া না পাওয়া গেলে, রিকভারি অফিসার রেকর্ডে উপলব্ধ উপকরণের ভিত্তিতে রিকভারি প্রক্রিয়া চালিয়ে যাবেন।

তারিখ: ২৯.০৮.২০২৫
স্থান: নিউ দিল্লি

CBC 15204/11/0152/2526

বার্গি বাঁধের ৯টি গেট খোলা হল, নর্মদার জলস্তর বাড়ার আশঙ্কা

জব্বলপুর, ৩ সেপ্টেম্বর: টানা বর্ষণে মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে রানী অবন্তিবাই সাগর প্রকল্পের বার্গি বাঁধে সর্বোচ্চ জলস্তরের সীমা অতিক্রম করেছে। বুধবার সকালে বাঁধের জলস্তর ৪২২.৮৫ মিটার রেকর্ড করা হয়, যেখানে সর্বোচ্চ অনুমোদিত স্তর ৪২২.৭৬ মিটার। ফলে অতিরিক্ত জল নিয়ন্ত্রণে রাখতে বাঁধের ৯টি গেট গড়ে ০.৭৮ মিটার পর্যন্ত খোলা হয়েছে। এখন বাঁধ থেকে প্রতি সেকেন্ডে ১০৯৭ কিউসেক জল ছাড়ছে প্রশাসন, যা আগে ছিল মাত্র ২০০ কিউসেক। এর ফলে নর্মদার ঘাট ও তীরবর্তী এলাকায় জলস্তর ৫ থেকে ৬ ফুট পর্যন্ত বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। বন্যা নিয়ন্ত্রণ দফতরের সহকারী প্রকৌশলী সাধারণ মানুষকে নদীর ঘাট ও তীরবর্তী অঞ্চল থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার পরামর্শ দিয়েছেন।

একাধিক রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ আর্জি রাহুলের

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর: পঞ্জাব, হরিয়ানা ও হিমাচল প্রদেশ-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিশেষ আর্জি রাখলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। বন্যা কবলিত রাজ্যগুলির জন্য বিশেষ ত্রাণ প্যাকেজ ঘোষণা করার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীর কাছে রাহুল গান্ধী আবেদন জানিয়েছেন।

বন্যায় বিধ্বস্ত জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, পঞ্জাব, উত্তরাখণ্ডের জন্য বিশেষ ত্রাণ প্যাকেজ ঘোষণা করার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রাহুল গান্ধী। বন্যার ফলে সৃষ্ট ধ্বংসযজ্ঞের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস নেতা রাহুল

গান্ধী বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি পঞ্জাব, জম্মু ও কাশ্মীর, উত্তরাখণ্ড এবং হিমাচল প্রদেশের জন্য অবিলম্বে একটি বিশেষ ত্রাণ প্যাকেজ ঘোষণা করার পাশাপাশি ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযান ত্বরান্বিত করার জন্যও আবেদন জানান।

ভাকরা ও পং বাঁধের জল ছাড়তেই পঞ্জাবে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি

চন্ডীগড়, ৩ সেপ্টেম্বর: হিমাচল প্রদেশের ভাকরা বাঁধের জলাধারে ভারী বৃষ্টিপাতের পর ভাকরা বাঁধ থেকে ভারী জল ছাড়ার কারণে বুধবার পঞ্জাবের রূপনগর জেলা প্রশাসন শতদ্রু নদীর কাছে বসবাসকারী স্থানীয়দের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। বুধবার সকাল ৬টায়, ভাকরা বাঁধের জলস্তর ছিল ১,৬৭৭.৮৪ ফুট, যেখানে সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতা ১,৬৮০ ফুট। বাঁধে জলের প্রবাহ ছিল ৮৬,৮২২ কিউসেক এবং নির্গমন ছিল ৬৫,০৪২ কিউসেক।

আধিকারিকরা জানিয়েছেন, হিমাচল প্রদেশে ভারী বৃষ্টিপাতের পরিপ্রেক্ষিতে, বাঁধ থেকে জল নিষ্কাশন ৬৫,০০০ কিউসেক থেকে

বাড়িয়ে ৭৫,০০০ কিউসেক করা হচ্ছে এবং নাঙ্গাল এলাকার গ্রামগুলি এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। জলাধার এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাতের পরিপ্রেক্ষিতে রাজপুরা মহকুমার ঘাগ্গার নদীর কাছের গ্রামগুলির বাসিন্দাদের জন্য পাটিয়ালা জেলা প্রশাসনও সতর্কতা জারি করেছে।

যমুনার জল বিপদসীমার ওপরেই, উদ্বেগজনক পরিস্থিতি দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর: বৃষ্টিও থামছে না, যমুনার জলস্তরও কমছে না, উলটে বাড়ছে। বুধবারও যমুনা নদীর জলস্তর বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। নদী সংলগ্ন এলাকার কিছু অংশে যমুনা নদীর জল ঘরে ঢুকে পড়েছে। যমুনা নদীর জল উত্তাল হওয়ায় ওখলা ব্যারেজের সকল গেট খুলে দেওয়া হয়েছে। যমুনা নদীর জল নিগমবোধ ঘাটেও প্রবেশ করেছে। দিল্লির যমুনা বাজার এলাকাতেও জল ঢুকে গিয়েছে। উত্তর প্রদেশের মথুরাতেও যমুনা নদীর জল বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, ইতিমধ্যেই নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। প্রশাসন মানুষজনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

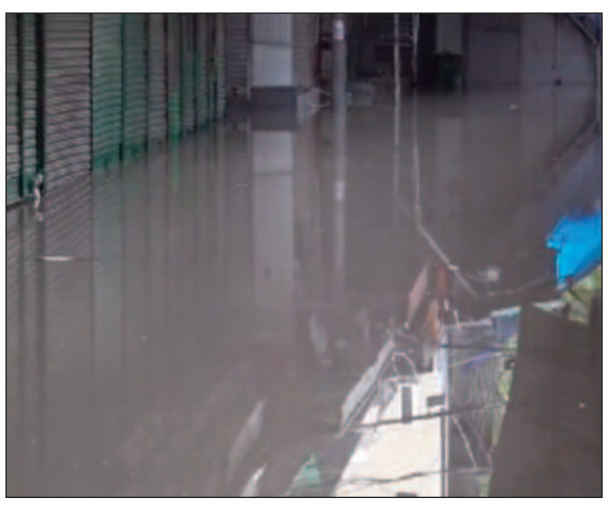

পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসওয়েতে দুর্ঘটনায় মৃত ৩, শোক প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী যোগীর

আমেঠি, ৩ সেপ্টেম্বর: উত্তর প্রদেশের আমেঠিতে পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসওয়ের ওপর গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ যুবকের। বুধবার ভোররাতে ভয়াবহ এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার ভোররাতে পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসওয়ের ওপর একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকে ধাক্কা মারে, দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় গাড়িতে থাকা ৩ জনের।

শুকুল বাজার থানার অধীনে পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসওয়ের ৬০.১ নম্বর পয়েন্টের কাছে ভোররাত ৩.৩০ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। গাড়িটি দ্রুত গতিতে থাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকে ধাক্কা মারে। তাতে মৃত্যু হয় ৩ জনের। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এই দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। নিহতদের পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

জম্মুতে ভারী বৃষ্টিতে বাড়ি ভেঙে মৃত ২, গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বন্ধ

জম্মু, ৩ সেপ্টেম্বর: ভারী বৃষ্টির মধ্যেই জম্মুতে বাড়ি ভেঙে প্রাণ হারালেন দু'জন। বুধবার জম্মু জুড়ে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়েছে, এরইমধ্যে বাড়ি ভেঙে দু'জন প্রাণ হারান। গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলি বন্ধ রয়েছে।

এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বুধবার দ্বিতীয় দিনের মতো জম্মু অঞ্চলে মুষলধারে বৃষ্টিপাতের ফলে বাড়ি ভেঙে এক মহিলা ও তার মেয়ের মৃত্যু হয়েছে, এবং প্লাবিত গ্রামে ৪০ জন আটকে পড়েছেন।

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে অবিরাম ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে, আখ নুরে চেনাব নদী তীব্র স্রোতে প্রবাহিত হচ্ছে, যার ফলে জিয়া পোটা ঘাট প্লাবিত হয়েছে এবং মন্দিরগুলি আংশিক ভাবে ডুবে গিয়েছে।

এসডিআরএফ-এর একজন কর্তা মহিন্দর পাল বলেন, 'আমরা তথ্য পেয়েছি, আখনুরের গড়খাল গ্রাম পঞ্চায়েতে গুজ্জর সম্প্রদায়ের প্রায় ৪০ জন মানুষ আটকে পড়েছেন। চেনাব নদী তীব্র স্রোতে বইছে, কিছু মানুষকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।'

আত্মঘাতী বিস্ফোরণে রক্তাক্ত পাকিস্তানের কোয়েটা, মৃত ১৪

কোয়েটা, ৩ সেপ্টেম্বর: আত্মঘাতী বিস্ফোরণে রক্তাক্ত হল পাকিস্তানের কোয়েটা। কোয়েটার সারিয়াব রোডে মঙ্গলবার সন্ধ্যার আত্মঘাতী বিস্ফোরণে বুধবার পর্যন্ত ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, আহত হয়েছেন আরও অনেকে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ব্যস্ততম এলাকায় বিস্ফোরণটি ঘটে, আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। সন্ত্রাস দমন বিভাগের (সিটিডি) একজন মুখপাত্র বলেছেন, 'শাহওয়ানি স্টেডিয়ামের কাছের ঘটনাটি স্পষ্টতই একটি আত্মঘাতী বিস্ফোরণ ছিল।' তিনি আরও বলেন, ঘটনাস্থল থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে। ২০২১ সাল থেকে পাকিস্তানে, বিশেষ করে খাইবার পাখতুনখোয়া এবং বালুচিস্তান প্রদেশে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। বালুচিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী সরফরাজ বুগতি এক বিবৃতিতে এই বিস্ফোরণের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন, এটিকে নিরীহ মানুষের উপর কাপুরুষোচিত আক্রমণ বলে অভিহিত করেছেন তিনি।

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নং ঃ জিইএম/২০২৫/বি/৬৬২৩৪১৬ তারিখ ঃ ০১.০৯.২০২৫। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/বিজিবি, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ কর্তৃক নিম্নে বর্ণিত কাজের জন্য বিড আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **আইটেম ক্যাটাগরি ঃ** পরিষেবার জন্য কাস্টম বিড-সি অ্যান্ড ডবলু ওয়ার্কশপ/লিলুয়া থেকে বিইএসওয়াই/বিইকিউ-তে ফেরাস স্ক্র্যাপ/ বিক্রয়যোগ্য জিনিসপত্রের নিষ্পত্তি (লোডিং, পরিবহন এবং আনলোডিং সহ)। পরিষেবার জন্য কাস্টম বিড-সি অ্যান্ড ডব্লিউ ওয়ার্কশপ/এলএলএইচ থেকে বিইএসওয়াই/বিইকিউ-তে নন-ফেরাস স্ক্র্যাপ/বিক্রয়যোগ্য জিনিসপত্রের নিষ্পত্তি (লোডিং, পরিবহন এবং আনলোডিং সহ)। **অফিসের নাম ঃ** ক্যারেজ এবং ওয়াগন ওয়ার্কশপ লিলুয়া; **বিড জমার শেষ তারিখ ও সময় ঃ** ২২.০৯.২০২৫ সকাল ১১টা। **বিড খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২২.০৯.২০২৫, সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে। **বিড অফারের বৈধতা (শেষ তারিখ থেকে) ঃ** ৯০ (দিন)। **চুক্তির মেয়াদ ঃ** ২ বছর। **বিডারের ন্যূনতম গড় বার্ষিক টার্নওভার (৩ বছরের জন্য) ঃ** ৪২ লাখ। **একই/অনুরূপ পরিষেবার জন্য প্রয়োজনীয় অতীত অভিজ্ঞতার বছর ঃ** ১ বছর। **অনুরূপ পরিষেবার অতীত অভিজ্ঞতা প্রয়োজন ঃ** হ্যাঁ। **এমএসই-এর জন্য বছরের অভিজ্ঞতা এবং টার্নওভারে ছাড় ঃ** না; **স্টার্টআপ-এর জন্য বছরের অভিজ্ঞতা এবং টার্নওভারে ছাড় ঃ** না; **বিডের ধরন ঃ** টু প্যাকেট বিড। **বিক্রয়কারীর থেকে প্রয়োজনীয় নথি ঃ** অভিজ্ঞতার মানদণ্ড, বিডার টার্নওভার, অতিরিক্ত নথি ১ (এটিসি-তে অনুরোধ করা হয়েছে), অতিরিক্ত নথি ২ (এটিসি-তে অনুরোধ করা হয়েছে)। *যদি কোন বিডার অভিজ্ঞতার/ টার্নওভারের মানদণ্ড থেকে অব্যাহতি পেতে চান, তাহলে ছাড়ের জন্য তার যোগ্যতা প্রমাণবিশিষ্ট নথিগুলি ক্রেতার দ্বারা মূল্যায়নের জন্য আপলোড করতে হবে। **প্রযুক্তিগত মূল্যায়নের সময় প্রযুক্তিগত ব্যাখ্যার জন্য অনুমোদিত সময় ঃ** ২ দিন; **আনুমানিক বিড মূল্য ঃ** ₹ ৮৩,২৬,৬৪৯; **আর্থিক নথির মূল্য নির্দেশ করে ব্রেকআপ আবশ্যক ঃ** হ্যাঁ; **ইএমডির বিবরণঃ** অ্যাডভাইসরী ব্যাঙ্ক ঃ স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া; **ইএমডির পরিমাণ ঃ** ₹ ১,৬৬,৫৩০; **ইপিবিজি-এর বিবরণ ঃ** অ্যাডভাইসরী ব্যাঙ্ক ঃ স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া; **ইপিবিজি শতাংশ (%) ঃ** ৫.০০।

MISC-191/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

এশিয়া কাপের টিকিট বিক্রি শুরু, ভারত-পাক ম্যাচের উন্মাদনা তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী ৯ অগস্ট থেকে শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপ। প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচেই থাকবে উত্তেজনার ঝড়, কারণ এর ঠিক একদিন পর আরব আমিরশাহীর বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে ভারত তাদের অভিযান শুরু করবে। তবে টুর্নামেন্টের সমস্ত ম্যাচের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ তৈরি করেছে ১৪ সেপ্টেম্বরের ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ। পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলার পর প্রথমবার মাঠে মুখোমুখি হতে চলেছে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশ। তাই এই ম্যাচকে ঘিরে শুধু উপমহাদেশ নয়, গোটা ক্রিকেট বিশ্বেই উন্মাদনার পারদ তুঙ্গে উঠেছে।

মেগা ম্যাচের টিকিট বিক্রি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। সমর্থকরা যাতে আগাম বুকিং করতে পারেন, তার জন্য এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি) অনলাইনে একটি বিশেষ টিকিট বুকিং পোর্টাল চালু করেছে। এসিসি জানিয়েছে, ভক্তরা তিনটি আলাদা প্যাকেজ থেকে নিজেদের মতো করে টিকিট বেছে নিতে পারবেন।

প্যাকেজ ১ এতে গ্রুপ 'এ'-র ম্যাচগুলির টিকিট অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ ভারত, পাকিস্তান, ওমান এবং আরব আমিরশাহীর ম্যাচ দেখতে চাইলে এই প্যাকেজ নিতে হবে। এর প্রাথমিক মূল্য ধরা হয়েছে ৪৭৫ দিরহাম, যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১১ হাজার টাকার সমান। প্যাকেজ ২ এতে রয়েছে সুপার ফোরের সব ম্যাচের টিকিট। ক্রিকেটপ্রেমীরা এই পর্যায়ের রোমাঞ্চকর খেলা মাঠে বসে উপভোগ করতে পারবেন। এই প্যাকেজের শুরুর দাম ৫২৫ দিরহাম, যা ভারতীয় টাকায় প্রায় ১২,৫০০ টাকা।

প্যাকেজ ৩ এই বিশেষ প্যাকেজটি মূলত সেই সমর্থকদের জন্য, যারা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ একসঙ্গে উপভোগ করতে চান। এর মধ্যে থাকছে দু'টি সুপার ফোর ম্যাচ, ঙ২ বনাম ক্ষ২ (২৫ সেপ্টেম্বর) এবং ঙ১ বনাম ক্ষ১ (২৬ সেপ্টেম্বর)। এর পাশাপাশি রয়েছে সবার কাঙ্ক্ষিত এশিয়া কাপ ফাইনালের (২৮ সেপ্টেম্বর) টিকিটও। এই প্যাকেজের মূল্যও ৫২৫ দিরহাম, ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১২,৫০০ টাকা।

অনলাইনের পাশাপাশি, কিছুদিন পর থেকে দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম ও আবু ধাবির জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়ামের বক্স অফিস থেকেও টিকিট কেনা যাবে। ফলে যারা সরাসরি স্টেডিয়ামে গিয়ে টিকিট কিনতে চান, তাঁদের জন্যও সুবিধা থাকছে। ভারত-পাক ম্যাচের জনপ্রিয়তা নতুন নয়। দুই দেশের রাজনৈতিক টানাপোড়েন মাঠের লড়াইকে সবসময় অন্য মাত্রা দিয়েছে। এবারও ব্যতিক্রম নয়। বিশেষ করে নিরাপত্তা পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এই ম্যাচের গুরুত্ব আরও বেড়ে গিয়েছে। ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে এটি শুধুমাত্র একটি খেলা নয়, বরং এক ধরনের আবেগ ও গর্বের লড়াই। সব মিলিয়ে এশিয়া কাপকে ঘিরে এখন থেকেই উত্তেজনা চরমে। অনলাইনে টিকিট বিক্রি শুরু হতেই ভক্তরা ঝাঁপিয়ে পড়েছেন বুকিংয়ে। কে কখন, কীভাবে টিকিট পাবেন তা নিয়েই চলছে হুড়োহুড়ি। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, এশিয়া কাপের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ নিঃসন্দেহে ১৪ সেপ্টেম্বরের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচই হতে চলেছে।

বিশ্বকাপ টিকিট বণ্টন মামলায় হাইকোর্টে বিপত্তি সিএবির

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৩ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপ চলাকালীন টিকিট বণ্টন নিয়ে নানা অভিযোগ উঠেছিল। অভিযোগ ছিল, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি) এবং বিসিসিআইয়ের তরফে টিকিট বণ্টনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখা হয়নি। অনেকেই দাবি করেছিলেন, তাঁদের প্রাপ্য কমপ্লিমেন্টারি টিকিট তাঁরা পাননি। টিকিট বণ্টনের এই অস্বচ্ছতা ও দুর্নীতির অভিযোগ নিয়েই কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়ের হয়। মামলাটি বর্তমানে সিএবির ওম্বুডসম্যানের বিচারাধীন। ইতিমধ্যেই ওম্বুডসম্যান শুনানির জন্য ১ নভেম্বর তারিখ ধার্য করেছেন।

এই মামলা ঘিরে নতুন মোড় নিয়েছে আদালত অবমাননার অভিযোগে। মামলাকারীর পক্ষে কার্যত ব্যাট ধরেছিলেন সিএবির প্রাক্তন যুগ্ম সচিব দেবব্রত দাস ও বুদ্ধদেব মুখোপাধ্যায়। তাঁদের বিরুদ্ধেই এবার বিপদ ডেকে এনেছে হাই কোর্টের নির্দেশ। বিচারপতি অমৃতা সিনহা এই আদালত অবমাননার মামলায় তাঁদের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন। আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, এই সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় ওম্বুডসম্যানই দেখবেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তেই আস্থা রাখছে আদালত। সমস্যার সূত্রপাত মূলত দেবব্রত দাসের ভূমিকাকে ঘিরে। অভিযোগ উঠেছে, তিনি এই মামলার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না থাকলেও আদালতে নথি পেশ করেছেন। যা দেখে অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন। সিএবি সূত্রে দাবি করা হচ্ছে, যেহেতু দেবব্রতের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে সংগঠন ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা নিয়েছে, তাই তিনি ইচ্ছাকৃত ভাবে সিএবিকে বিপাকে ফেলতে চাইছেন। কিন্তু উলটে তিনি নিজেই সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছেন।

অন্যদিকে, মামলাকারী সিএবির এক লাইফ মেম্বার অভিযোগ করেছিলেন, টিকিট বণ্টনের ক্ষেত্রে তাঁদের যথাযথ প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। কমপ্লিমেন্টারি টিকিটে অনিয়ম হয়েছে এবং গোটা প্রক্রিয়া অস্বচ্ছ ছিল। যদিও সিএবি ও বিসিসিআইয়ের তরফে পাল্টা দাবি করা হয়, সমস্ত নিয়ম মেনেই বিষয়টি পরিচালিত হয়েছে এবং টিকিট বণ্টন সংক্রান্ত নথি ইতিমধ্যেই ওম্বুডসম্যানের কাছে জমা আছে।

এই প্রেক্ষিতে আদালতের সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, বিষয়টি নিয়ে আর কোনও অযথা মামলা চলবে না। একমাত্র ওম্বুডসম্যানের সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত। ফলে এখন সবার চোখ ১ নভেম্বরের শুনানির দিকে। সেখানে ঠিক কী সিদ্ধান্ত হয়, তার ওপর নির্ভর করবে এই বিতর্কিত মামলার ভবিষ্যৎ।

সব মিলিয়ে বলা যায়, বিশ্বকাপ টিকিট বিতরণ ইস্যুতে নতুন করে অস্বস্তিতে পড়েছে সিএবি-র একাংশ। বিশেষ করে প্রাক্তন যুগ্ম সচিব দেবব্রত দাস ও বুদ্ধদেব মুখোপাধ্যায়দের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আদালতের রায়ে তাঁরা যেমন চাপে, তেমনই পুরো সংস্থার ভাবমূর্তিও প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে। এখন ওম্বুডসম্যানের নির্দেশই নির্ধারণ করবে, সিএবি এই বিতর্ক থেকে কীভাবে বেরতে পারে।

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে পালিত শৈলেন মান্নার জন্মবার্ষিকী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ময়দান যতদিন থাকবে, ততদিন মান্নাদার জয়গাঁথা স্বর্ণাক্ষরে থেকে যাবে। প্রয়াত কিংবদন্তি ফুটবলার শৈলেন মান্নার ১০২তম জন্মবার্ষিকী পালন করল স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন। সোমবার রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে এভিনিউ সম্মিলনীর মাঠে শৈলেন মান্নার জন্মদিন উপলক্ষে এক ফুটবল প্রতিযোগিতার অয়োজন করা হয়েছিল। প্রতিযোগিতায় চারটি দল অংশ নিয়েছিল। প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল ফিল্ম আর্টিস্ট স্টার ও কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক স্টার। ফিল্ম আর্টিস্ট স্টার ৫-১ ব্যবধালে হারিয়েছে ক্রীড়া সাংবাদিক স্টারকে। এদিন অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম, বিধাননগর পুরসভার চেয়ারম্যান সব্যসাচী দত্ত, শৈলেন মান্নার কন্যা নীলাঞ্জনা মান্না, অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের সভাপতি সুভেন রাহা প্রমুখ। প্রত্যেককেই উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের সচিব স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়।

চন্দন রায়চৌধুরীর উদ্যোগে জমজমাট ইলিশ ফেস্টিভ্যাল রোয়িং ক্লাবে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্ষা মানেই ইলিশ, আর ইলিশ মানেই সুন্দরবন। বৃষ্টি হতেই শুরু সুন্দরবনের ইলিশ উৎসব। ভিড় জমিয়েছেন পর্যটকেরা। কিন্তু সুন্দরবন যেতে হয়নি, ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবের সচিব চন্দন রায়চৌধুরী তাঁদের ক্লাবেই আয়োজন করেছিল ইলিশ ফেস্টিভ্যালের। আসলে বর্ষা আসা মানেই ইলিশের স্বাদ পেতে নানান অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়ে থাকে। কোথাও নৌকা বিহারে ইলিশ উৎসব ,কোথাও আবার দুপুরের মেনুতে ইলিশ এর নানান পদ নিয়ে জমজমাট গেট টুগেদার। রবিবাসরীয় দুপুরে ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাব এর আয়োজনে জমজমাট ইলিশ ফেস্টিভালে হাজির আট থেকে আশি। আন্তরিকতার কোনো খামতি রাখেননি ক্লাবের তরফ থেকে সকলের প্রিয় ক্লাবের সচিব চন্দন রায়চৌধুরী। তাঁর আতিথেয়তায় মুগ্ধ আগত অতিথিরা। এদিন তুলাই পাঞ্জি চাল, ইলিশ মাছের তেল, সোনা মুগ ডাল,আলুভাজা, বেগুন ইলিশ, সর্ষে ভাপা ইলিশ সঙ্গে পেল্লাই সাইজের ভাজা ইলিশ আর চাটনি, পাপড়, রসগোল্লা, দই,পান দিয়ে একেবারে জমজমাট ইলিশ পার্বণে মেতে ওঠে রোয়িং ক্লাবের সকলে।

শুভঙ্কর ঘোষ দস্তিদারের উদ্যোগে টালিগঞ্জের ক্রিকেটারদের সই

নিজস্ব প্রতিবেদন: সারা বছরই ক্রিকেট নিয়েই মগ্ন থাকেন টালিগঞ্জ অগ্রগামীর অন্যতম পথিকৃৎ মন্টু ঘোষের জামাই টালিগঞ্জ অগ্রগামীর সচিব শুভঙ্কর ঘোষ দস্তিদার। সকলের প্রিয় শঙ্কুদা গ্রাসরুট লেভেল থেকেই ক্রিকেটার তুলে আনতে চান। ক্রিকেট মরশুমের প্রথম দিনই একঝাঁক নতুন ক্রিকেটার ও অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের সই করালেন শুভঙ্কর ঘোষ দস্তিদার।

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-30/25-26 Dated 29.08.2025
Exe. Engr.(Civil), ADDA invites **Percentage Rate Tender** (Online Bid System) for the works: **(1)** Tender ID No. 2025_ADDA_896893_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

আদ্রা ডিভিসনে পার্কিং চুক্তির জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়ার ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন ঃ বিবরণ নিম্নরূপঃ **ক্যাটিগরি ঃ** পার্কিং। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** পার্ক ৮৩। **লট নং/ক্যাটিগরি ঃ** (i) পার্কিং-এডিআরএ-বিবিএম-এমএক্স-৬৪-২৫-১ (পার্কিং–মিক্সড), (ii) পার্কিং-এডিআরএ-ভিএএ-এমএক্স-৬৭-২৫-১ (পার্কিং–মিক্সড)। **অকশন শুরু (সকল লট) ঃ** ১৫.০৯.২০২৫ বেলা ১২টা। **অকশন বন্ধের তারিখ/সময় ঃ** (i) ১৫.০৯.২০২৫ বেলা ১২.৩০ মিনিট, (ii) ১৫.০৯.২০২৫ বেলা ১২.৪০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য দরদাতাদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে **(www.ireps.gov.in)** ই-অকশন লিজিং মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোন জিজ্ঞাস্য/স্পষ্টীকরণের জন্য, যদি থাকে, নিম্নে স্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।

(PR-590) সিনিয়ার ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আদ্রা

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

ডাকছে মাঠের সবুজ ঘাস

ভার্চুয়াল স্ক্রিনে আসক্তি, ফাঁকা ময়দান, কোন পথে কৈশোর?

নিজস্ব প্রতিবেদন: সময় বদলাচ্ছে। প্রযুক্তি যেমন আমাদের জীবনযাত্রাকে নতুন আঙ্গিকে গড়ে তুলছে, তেমনই খেলাধূলার ধারণাতেও এসেছে বড় পরিবর্তন। একসময় কিশোররা বিকেল হলে দৌড়তো মাঠের দিকে; ফুটবল, ক্রিকেট কিংবা নিদেনপক্ষে লুকোচুরি। সবকিছুর কেন্দ্রে ছিল মাঠে নেমে সরাসরি অংশগ্রহণ। আজ সেই জায়গা ক্রমশ দখল করছে ই-স্পোর্টস বা ভার্চুয়াল গেমিং। ফলে 'মাঠের খেলা বনাম ই-স্পোর্টস'; এই বিতর্কে উঠে আসছে আধুনিক কিশোরদের মানসিক পরিবর্তনের প্রসঙ্গ।

বিশ্বজুড়ে ভিডিও গেম শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়, এখন এটি প্রতিযোগিতামূলক খেলার মর্যাদা পেয়েছে। 'ই-স্পোর্টস' নামের এই ক্ষেত্র গড়ে তুলছে কোটি কোটি টাকার ইন্ডাস্ট্রি। PUBG– Free Fire– Call of Duty– Valorant îy FIFA-র মতো গেম কিশোরদের মধ্যে একপ্রকার উন্মাদনা তৈরি করেছে। অনলাইন টুর্নামেন্ট, ইউটিউব লাইভ স্ট্রিমিং, ইনফ্লুয়েন্সার কালচার; সব মিলিয়ে 'ই-স্পোর্টস' আজকের প্রজন্মকে দিচ্ছে এক নতুন ধরনের সামাজিক পরিচয় ও পেশার সম্ভাবনা।

সহজলভ্যতা, মোবাইল বা কম্পিউটার হাতে থাকলেই খেলা সম্ভব, মাঠ খুঁজে বের করতে হয় না। সময়ের নিয়ন্ত্রণ, কয়েক মিনিটের মধ্যেই একাধিক ম্যাচ খেলা যায়, ফলে পড়াশোনার ফাঁকে বিনোদনের সুযোগ তৈরি হয়।

বন্ধুদের সংযোগ, ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, এমনকী বিদেশে বসেও বন্ধুর সঙ্গে খেলা সম্ভব। স্ট্যাটাস ও গ্ল্যামার, জনপ্রিয় গেমাররা যেমন ইউটিউবে বা স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে তারকা হয়ে উঠছেন, তেমনই কিশোরদের মধ্যে তৈরি হচ্ছে সেই স্বপ্ন।

বাস্তবের মাঠের খেলাগুলির গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। ক্রিকেট, ফুটবল, বাস্কেটবল কিংবা অ্যাথলেটিক্স; এগুলো শুধু শরীরচর্চা নয়, জীবনের পাঠও শেখায়। শারীরিক ফিটনেস বজায় রাখে। মাঠের খেলা টিমওয়ার্ক ও নেতৃত্বগুণ গড়ে ওঠে দলগত খেলায়। মানসিক দৃঢ়তা আসে হার-জিতের অভিজ্ঞতা থেকে। সামাজিক বন্ধন তৈরি হয় পাড়ার বা স্কুলের টিমে খেলার মাধ্যমে। আজকের কিশোররা যখন স্ক্রিন-ভিত্তিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে, তখন শারীরিক খেলার ঘাটতি নিয়ে চিন্তিত অভিভাবক ও বিশেষজ্ঞরা।

তবুও বাস্তবের মাঠের খেলাগুলির গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। ক্রিকেট, ফুটবল, বাস্কেটবল কিংবা অ্যাথলেটিক্স; এগুলো শুধু শরীরচর্চা নয়, জীবনের পাঠও শেখায়। শারীরিক ফিটনেস বজায় রাখে। মাঠের খেলা টিমওয়ার্ক ও নেতৃত্বগুণ গড়ে ওঠে দলগত খেলায়। মানসিক দৃঢ়তা আসে হার-জিতের অভিজ্ঞতা থেকে। সামাজিক বন্ধন তৈরি হয় পাড়ার বা স্কুলের টিমে খেলার মাধ্যমে। আজকের কিশোররা যখন স্ক্রিন-ভিত্তিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে, তখন শারীরিক খেলার ঘাটতি নিয়ে চিন্তিত অভিভাবক ও বিশেষজ্ঞরা।

গবেষণায় দেখা গেছে, অতিরিক্ত 'ই-স্পোর্টসে'র ফলে স্থূলতা, চোখের সমস্যা, ঘুমের অনিয়ম, এমনকী মানসিক চাপও বাড়তে পারে। অন্য দিকে, মাঠের খেলাই পারে দেহ ও মনের স্বাস্থ্য রক্ষা করতে। তবে একেবারে অস্বীকার করা যায় না যে, 'ই-স্পোর্টস'ও নতুন যুগের প্রতিযোগিতার অঙ্গ। ইতিমধ্যেই এশিয়ান গেমসে 'ই-স্পোর্টস'কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভারত, বাংলাদেশ-সহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতেও গড়ে উঠছে 'ই-স্পোর্টস' অ্যাকাডেমি। ফলে এটিকে এখন নিছক বিনোদন বললে ভুল হবে।

আজকের প্রজন্মের কাছে খেলার সংজ্ঞা বদলেছে। তারা চায় প্রযুক্তির মাধ্যমে যুক্ত থাকতে, দ্রুত সাফল্যের স্বাদ পেতে। 'ই-স্পোর্টস' সেই চাহিদা মেটালেও মাঠের খেলায় যে আনন্দ, যে স্বাধীনতা; তা তুলনাহীন। কিশোরদের অনেকেই নিজের অভিজ্ঞতায় বলছে, অনলাইন গেমে তারা পায় উত্তেজনা, কিন্তু স্কুল বা পাড়ার মাঠে ফুটবল খেললে পায় স্বাধীনতা ও সম্পর্কের উষ্ণতা। খেলাধূলার জগৎকে আর কেবল মাঠ বনাম স্ক্রিন দিয়ে ভাগ করা যাবে না। বরং, দরকার দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য আনা। স্কুল ও কলেজে মাঠের খেলার সুযোগ বাড়াতে হবে।অভিভাবকদেরও বাচ্চাদের মাঠে খেলতে উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন। 'ই-স্পোর্টস'কে সীমার মধ্যে রাখতে হবে, যেন এটি বিনোদন ও কেরিয়ার সম্ভাবনা হিসেবে থেকে যায়, কিন্তু শারীরিক বিকাশের পথে বাধা না হয়। নীতি-নির্ধারকদের উচিত 'ই-স্পোর্টস'কে নিয়ন্ত্রিত কাঠামোয় আনা, যাতে আসক্তি না বাড়ে।

আধুনিক কিশোররা খেলাধূলার সংজ্ঞা নতুনভাবে লিখছে। মাঠের খেলার শারীরিক আনন্দ আর 'ই-স্পোর্টসে'র ভার্চুয়াল উত্তেজনা; দুটোই আজকের বাস্তবতা। তবে সমাজের দায়িত্ব হল কিশোরদের এমন পথে এগিয়ে দেওয়া, যাতে তারা প্রযুক্তির সুযোগ নিতে পারে, আবার মাঠের ঘাসের গন্ধও হারিয়ে না যায়। ভারসাম্যই পারে আগামী প্রজন্মকে স্বাস্থ্যবান, সৃজনশীল ও সফল করে তুলতে।

গ্যালারি খালি কেন? স্থানীয় ক্রীড়ার সংকটে বাড়ছে প্রশ্ন

স্থানীয় ক্রীড়ার এই খালি গ্যালারি খেলোয়াড়দের মনে গভীর প্রভাব ফেলছে। ফুটবল বা ক্রিকেট, যে কোনো খেলাই দর্শকের হাততালি, স্লোগান বা উল্লাসে প্রাণ পায়। খেলোয়াড়রা বলেন, দর্শকের উপস্থিতি মাঠে নেমে বাড়তি শক্তি জোগায়। অ্যাড্রিনালিন ক্ষরণ ঘটায়। গ্যালারি ফাঁকা থাকলে আত্মবিশ্বাস কমে যায়, মনোবল ভেঙে পড়ে।

নিজস্ব প্রতিবেদন: একটা সময় ছিল যখন স্থানীয় লিগ মানেই উৎসবের আবহ। মাঠজুড়ে ঢাক-ঢোলের আওয়াজ, পতাকা হাতে সমর্থকদের স্লোগান, আর প্রতিটি গোল কিংবা বাউন্ডারিতে উল্লাসে ফেটে পড়া ভিড়। আজ সেই ছবি অতীত। মাঠ আছে, দল আছে, ম্যাচও হচ্ছে, কিন্তু গ্যালারির আসন প্রায় শূন্য। এই চিত্র কেবল দুঃখজনক নয়, প্রশ্ন তোলে; কেন মানুষ আর মাঠমুখী হচ্ছেন না? আর এর সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়ছে খেলোয়াড়দের মানসিকতায়। বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, একাধিক কারণ মিলেই এই শূন্যতার জন্ম দিয়েছে।

প্রথমত, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের যুগে আন্তর্জাতিক খেলা পৌঁছে যাচ্ছে সবার হাতে। স্মার্টফোনে আইপিএল কিংবা বিশ্বকাপের লাইভ স্ট্রিমিং মানুষকে টেনে নিচ্ছে বাড়িতে। দ্বিতীয়ত, আজকের ব্যস্ত জীবনে কাজ, পড়াশোনা বা কোচিংয়ের চাপ মানুষকে মাঠে যাওয়ার সময় দিচ্ছে না। তৃতীয়ত, স্থানীয় লিগে প্রচারের অভাব প্রকট। এলাকাবাসী অনেক সময় জানেনই না, ম্যাচ কবে, কোথায় হচ্ছে। তার সঙ্গে আছে অবকাঠামোর সমস্যা- অপরিচ্ছন্ন গ্যালারি, বসার জায়গার অভাব বা নিরাপত্তার ঘাটতি। ফলে পরিবার নিয়ে ম্যাচ দেখতে আসার আগ্রহ কমে যাচ্ছে। মান নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। আন্তর্জাতিক মানের খেলা দেখে অভ্যস্ত দর্শকরা স্থানীয় ম্যাচে আগের মতো উত্তেজনা খুঁজে পান না।

স্থানীয় ক্রীড়ার এই খালি গ্যালারি খেলোয়াড়দের মনে গভীর প্রভাব ফেলছে। ফুটবল বা ক্রিকেট, যে কোনো খেলাই দর্শকের হাততালি, স্লোগান বা উল্লাসে প্রাণ পায়। খেলোয়াড়রা বলেন, দর্শকের উপস্থিতি মাঠে নেমে বাড়তি শক্তি জোগায়। অ্যাড্রিনালিন ক্ষরণ ঘটায়। গ্যালারি ফাঁকা থাকলে আত্মবিশ্বাস কমে যায়, মনোবল ভেঙে পড়ে। এক সময়ে গোল করা বা রান তোলা ছিল আনন্দের মুহূর্ত, এখন তা হয়ে দাঁড়ায় নিছক পরিসংখ্যান। অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড়ও ভাবতে শুরু করেন; 'আমাদের খেলা কি কাউকে টানে? এই প্রশ্ন থেকেই জন্ম নেয় হতাশা। দীর্ঘমেয়াদে এর প্রভাব মারাত্মক। স্থানীয় খেলোয়াড়রা স্বীকৃতি পান না, আলোচনার বাইরে থেকে যান। তাদের মধ্যে অনেকে বড় মঞ্চে পৌঁছনোর আগেই খেলার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন।

তবে সমস্যার সমাধান সম্ভব। স্থানীয় লিগকে আকর্ষণীয় করতে হলে প্রচারে জোর দিতে হবে। পোস্টার, সামাজিক মাধ্যমে প্রচার কিংবা সংবাদমাধ্যমে নিয়মিত কভারেজ দর্শককে মাঠমুখী করতে পারে। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের অন্তর্ভুক্ত করা গেলে নতুন প্রজন্ম মাঠে ফিরবে। পরিবার-বান্ধব পরিবেশ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন গ্যালারি ও নিরাপত্তা বাড়ানো প্রয়োজন। ম্যাচের ফাঁকে ছোটখাটো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দর্শকের আগ্রহ বাড়াতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, স্থানীয় তারকাদের কীর্তির প্রচার করতে হবে, তাঁদের সাফল্যের গল্প ছড়িয়ে দিতে হবে, যাতে এলাকাবাসী নিজেদের সঙ্গে তাঁদের আবেগের যোগ খুঁজে পান।

সবশেষে বলা যায়, দর্শকহীন গ্যালারি শুধু একটি খালি আসনের ছবি নয়, এটি স্থানীয় ক্রীড়ার অবক্ষয়ের প্রতিচ্ছবি। খেলোয়াড়দের আত্মবিশ্বাস ও পারফরম্যান্সে এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে। সময় এসেছে দর্শককে মাঠে ফেরানোর। কারণ মাঠ জীবন্ত হয় দর্শকের উপস্থিতিতে, আর সেই প্রাণশক্তি দিয়েই গড়ে ওঠে আগামী দিনের তারকারা। যদি আজ স্থানীয় লিগ প্রাণ হারায়, আগামী দিনের ক্রীড়া ভবিষ্যৎও ফিকে হয়ে যাবে। তাই দর্শক ফেরানো শুধু প্রয়োজন নয়, এটি স্থানীয় খেলাধূলার টিকে থাকার অপরিহার্য শর্ত।

পুজোর একটি অকবিতা

অমিত গোস্বামী

পুজো এলে প্রাণ কি পোড়ে? বুকের ভিতর গানের সাড়া?
স্মৃতির পথে কেউ কি আসে? শাড়ি বা জিনস চোখ ইশারা?

অঞ্জলি ফুল ছুড়তে গিয়ে গোলাপ ছোঁড়া কারোর দিকে,
তুলে নিতেই রাজ্যবিজয়, পরোয়া কি ধরিত্রীকে।

সন্ধে হতেই ওদের পাড়ার অল্প দূরে আমার অ্যাপো।
বিদেশি সাজ, বুক ঢিপঢিপ, সময় নিয়ে আমায় মেপো।

চলো, চলো, কোথায় যাবে? খাবো কোথায়? আর্সেলানে?
আমি কিন্তু পুজোর সময় স্মোকিং করি, সবাই জানে।

ভিড় মাদলে এগিয়ে চলা ছোঁয়াছুঁয়ি গা-শরীরে।
মেজাজ আমার সলমন খাঁ, নাচছে কথা ভেঁরো মীড়ে।

দুগ্‌গা ঠাকুর মারছে ঝাড়ি, উলটো দিকে সিংহ থাবা।
রক্ত চোখের অসুর দেখে বললে হঠাৎ- আমার বাবা।

তারপরে যা হওয়ার হল, ধাঁইধপাধপ বাদ্যি ঢাকের,
আমিও ধাঁ, পাড়ায় শুনি বিসর্জনের শব্দ শাঁখের।
পেরিয়ে গেছে অনেক বছর, আজও পুজোর বাজনা শুনি।
কিন্তু তাহার অশ্রুসজল শেষ তাকানো, নাহ্, ভুলিনি।

খাবার-হরকরা

নীলাঞ্জন শাণ্ডিল্য

একটা গোঁ গোঁ করতে থাকা বাস
আর একটা স্তব্ধ হয়ে থাকা ট্রাক।
তাদের মাঝখানের সরু ফাঁক দিয়ে
কী কুশলতায় বেরিয়ে এলে।
তোমাকে সেলাম।

তোমার যোদ্ধৃবেশ।
মাথায় লাল শিরস্ত্রাণ,
পরনে লাল ইউনিফর্ম।
শত্রুদের দিকে অকুতোভয়ে ধেয়ে যাওয়া ঘোড়ার মতন
তোমার বাইক ছুটে চলে।

পিঠে লাল ব্যাগ।
সেখানে যত্নে সুরক্ষিত
আমার রাতের আহার।

উঁচু উঁচু স্ট্রিটলাইটের অরণ্যের মাঝখান দিয়ে
অন্ধকার, কালো রাস্তা ধরে
তুমি আসছ, তুমি আসছ।
হে, নাগর সভ্যতার অগ্রপথিক
তোমাকে আবার সেলাম।
চাঁদের আলো শীতল ছুরি শানায়
ফুল হাতে ঠায় স্বপ্ন বসে আছে, স্তব্ধ বাতাস, রুদ্ধশ্বাসে থাকে।

আঁচল খোলা উদোম বুকে নদী
রাতের ঠোঁটে ঠোঁট গুঁজে দেয় যদি
ঘুমভাঙানি প্রহর জাগে একটি অবুঝ তারা
রাত কাটে না, রাত পাহারায় জোনাকিদের চোখ-ইশারা
রাতের বুকে মুখ গুঁজে চাঁদ, প্রহর জাগে ঘুম
চাঁদের চুলে বিলি কাটে স্বপ্নের মরশুম।।

আলোয়

কবিতা

কস্তুরী সেন

চলো তো গাছের গায়ে লিখে আসা
বেলাগাম চিহ্নছাড়া নাম
চলো তো নামের দায়ে ভিজে থাকা
প্রস্তুত হয়ে থাকা ভোর
চলো দূর পর্যটন, মাঝরাতে সুধাবিন্দু কী একার
হঠাৎ স্টেশন
চলো এই ছেড়ে যাচ্ছি, আর আসছি কাছাকাছি, দপ্
সূর্যোদয়
চলো স্বপ্ন চুপ চুপ, চলো স্বপ্ন লোকমুখে যা যা
কথা হয়
চলো 'সব ছেড়ে দেব', আর চলো 'ভেবে দ্যাখো'
যে যেমন পারো
চলো ও নতুন রোদ, পুরনো পিঠের মাপে
ঘর বুনে আরও

চলো মরিয়ার মতো
পার হও প্রতিরক্ষা
দোষ যত, বিষ যত,
ছেঁড়াখোঁড়া ভান

দ্যাখো বাধা মানল না,
ফের এসে দাঁড়িয়েছে
লেখা সব!
আজ আলোয়
আমাদের লেখাসন্তান...